শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য পত্নী

শ্রীসীতা ঠাকুরাণী বিষয়ক গ্রন্থদ্বয়



প্রকাশক ঃ শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরণম্

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য পত্নী সীতাঠাকুরাণী বিষয়ক গ্রন্থদ্বয়

(শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য শিষ্য শ্রীলোকনাথ গোস্বামী বিরচিত শ্রীসীতা চরিত্র ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর পুত্র শ্রীবিষ্ণুদাসাচার্য্য বিরচিত শ্রীসীতাগুণ কদম্ব গ্রন্থ সম্বলিত)

প্রথম সংস্করণ

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ-হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

প্রকাশক :

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগণা। ফোন : ২৫৮৫-০৭৭৫

প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

দোল পূর্ণিমা।

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী,
শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।
পশ্চিমবঙ্গ ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫ মোবাইল : ৯৬৮১৭০৪৮০১, ৯১৪৩১২৮৯৭৭

২। শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির নরপোতা পোঃ তমলুক, পিন—৭২১৬৩৬ পূর্ব মেদিনীপুর।

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৭০০০০৬। ফোন—২২৪১-১২০৮

৪। মহান্ত শ্রীনিবাস দাস মহারাজ,
সিদ্ধবকুল মঠ, বালিসাহি। পুরী-৭৫২০০১ উড়িষ্যা।

৫। শ্রীস্বরূপ দাস বাবাজী,
রাধানগর কলোনী পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা—মথুরা উত্তর প্রদেশ।

৬। শ্রীনবকৃষ্ণ দাস (নৃপেন সাধু)
শ্রীগুরুবলরাম আশ্রম, গোপালপুর, পোঃ—নয়ারাজার, থানা—গঙ্গারামপুর,
দক্ষিন দিনাজপুর। মোবাইল—৯৪৭৪৪৩৮৩২০, ৯৬৮১৭০৪৮০১

ভিক্ষা ঃ পঞ্চাশ টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস ॥ শ্রীচৈতন্য ডোবা ॥ হালিসহর

প্রকাশকের নিবেদন

পরম করুণাবতার শ্রীশ্রীনিতাই—গৌর—সীতানাথের অহৈতুকী করুণায় "শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য পত্নী সীতা ঠাকুরাণী বিষয়ক গ্রন্থদ্বয়" নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল।

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য শিষ্য লোকনাথ গোস্বামী বিরচিত শ্রীসীতা চরিত্র ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর পুত্র শ্রীবিষ্ণুদাসাচার্য্য বিরচিত "শ্রীসীতাগুণ কদম্ব" নামক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও নেশান্যাল লাইব্রেরীর সংগ্রহশালা হইতে সংগৃহীত।

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী শ্রীসীতা ঠাকুরাণীর মহিমা প্রচারই আলোচ্য গ্রন্থদ্বয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী শ্রী ও সীতাঠাকুরাণীর তত্ত্ব বিষয়ে কবি কর্ণপুর বিরচিত শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৮৬ শ্লোকের বর্ণন যথা—

যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য সাম্প্রতং
সীতা রূপেনাবতীর্ণা শ্রীনাম্না তৎপ্রকাশতঃ॥

যোগমায়া ভগবতী অদ্বৈতের গৃহিণীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রকাশরূপা শ্রীঠাকুরাণী রূপে আবির্ভূত হন। এতদ্বিষয়ে শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল গ্রন্থের বর্ণন যথা—

এক সময় কৃষ্ণ বিহার লাগিয়া। বিশ্রাম করিলা কুঞ্জে শ্রান্তযুক্ত হৈয়া॥
কৃষ্ণ কহেন শুন রাই মোর প্রাণপ্রিয়া। তোমার সেবা করি আমি বিরল পাইয়া॥
রাধিকা কহেন তবে শুন রসরাজ। তোমার সেবা করি আমি হইয়া প্রকাশ॥
সেইকালে ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ করিলা। কনক সুন্দরী নাম আদ্যাশক্তি হৈলা॥
আদ্যা বলি রাধিকার জ্যেষ্ঠা সখী। কনক সুন্দরী হৈয়া সেবা করে দেখি॥
রাধিকা প্রকাশ মূর্ত্তি সীতা ঠাকুরাণী এবে। কনক সুন্দরী নাম কহিলাম এবে॥
কনক সুন্দরী রাধাকৃষ্ণ সেবা করে। সীতাদেবী হয়ে সেই অদ্বৈতের ঘরে॥
পৌর্ণমাসী রূপে করে রাধাকৃষ্ণ লীলা। যোগমায়া রূপে সেই ব্রজে যত খেলা॥
যোগমায়া ভগবতী নাম আদ্যাশক্তি। রাধিকার জ্যেষ্ঠা সখী পুরাণের উক্তি॥
শ্রীমৎ পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডেতে। অনেক প্রমাণ আছে সদাশিব সাথে॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃতে

কুঞ্জ মধ্যে কনক সুন্দরী সীতা নাম তার। ললিতার জ্যেষ্ঠ সখী মহিমা অপার॥

তস্যা বয়ঃ—১৪। ১৩—সার্দ্ধ ত্রয়োমাসাধিক চতুর্দ্দশ বর্ষয়া।
ভাদ্র শুক্লা চতুর্থী দিবসে কলি প্রথম সন্ধ্যায়াং সীতা নাম্নী প্রকটভূতা।

আদ্যাশক্তি যোগমায়া ও কনক মঞ্জরীর মিলনে শ্রীসীতা ঠাকুরাণী নামে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী রূপে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা পুষ্ট করিয়াছেন।

হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের নারায়ণপুরে নৃসিংহ ভাদুড়ীর কন্যারূপে সীতা ঠাকুরাণী আবির্ভূত হন। একদা নৃসিংহ ভাদুড়ী দেবার্চনের জন্য সরোবরে পদ্মপুষ্প আহরণ করিতে গিয়া পদ্মপুষ্প মধ্যে সীতাদেবীকে প্রাপ্ত হন। এতদ্বিষয়ে শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থের ৮ বিলাসের বর্ণন—

তুলিতেই দেখে এক শতদল পদ্ম। পদ্মমধ্যে কন্যা এক পদ্ম তাঁর সদ্ম॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ কন্যারূপে সৌদামিনী। রাধামাধবের নিত্যলীলা সহায়িনী॥
কন্যা দেখি ভাবে ইহোঁ বুঝি শ্রীকমলা। অঙ্গকান্তি সূর্য্যপ্রভা হইতে সমুজ্জ্বলা॥
চতুর্ভূজা পদ্মগণ শ্রীঅঙ্গে শোভয়। চন্দ্রগণ হইয়াছে নখেতে উদয়॥
এ হেন অপূর্ব্ব রূপ কভু দেখি নাই। পদ্মসহ কন্যারত্ন লয়া গৃহে যাই॥

এইভাবে কন্যারত্ন পাইয়া গৃহে গমন করিতে জানিলেন, গৃহে এক কন্যা ভূমিষ্ট হইয়াছে। দুই কন্যা একত্র শায়িত করিতে পদ্মমধ্যে প্রাপ্ত কন্যাটি সদ্যজাত কন্যার ন্যায় আকৃতি প্রাপ্ত হইল। এইভাবে নৃসিংহ ভাদুড়ীর দুই কন্যা শ্রী ও সীতা ঠাকুরাণী। কতদিনে নৃসিংহ ভাদুড়ী এই দুই কন্যা বিবাহের জন্য নৌকারোহনে শান্তিপুর অভিমুখে গমন করিয়া ফুলিয়ার ঘাটে অদ্বৈত সহ মিলিত হন। তথায় অদ্বৈত আচার্য্য সহ দুই কন্যার বিবাহ প্রদান করেন। সীতা ঠাকুরাণী অপ্রাকৃত মহিমারাশি শ্রীচৈতন্য ভাগবত, অদ্বৈত প্রকাশ, অদ্বৈত মঙ্গল, প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীসীতা চরিত্র ও শ্রীসীতাগুণ কদম্ব গ্রন্থদ্বয় প্রনয়ন করিয়া শ্রীসীতা ঠাকুরাণীর মহিমা প্রচারে সচেষ্ট হইলাম। সুধী ভক্তমণ্ডলী আমার সর্ব্বানুরূপ ত্রুটি মার্জ্জনা করেবেন। প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য যে, পুঁথী হইতে পাঠোদ্ধার কার্য্যে ভাবা পুঁথী অনুরূপ লিখিবদ্ধ হওয়ায় পাঠকবৃন্দের বিশেষ অসুবিধা হবে। সেইজন্য ক্ষমা প্রার্থী। আলোচ্য গ্রন্থ সম্পাদনে আমার উদাসীন শিষ্য শ্রীমান তুলসীদাস বাবাজী এই গ্রন্থদ্বয় পাঠোদ্ধার করিয়া প্রদান করায় শ্রীসীতা ঠাকুরাণীর মহিমা প্রকাশে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে তাঁহার সার্বিক কল্যাণ কামনা করি। আর তাঁহার সাহিত্য প্রতিভা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক। ইতি—

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট,
শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।
১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

নিবেদক—
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন
শ্রীকিশোরী দাস

ভূমিকা

প্রকাশক—মধুসূদন দাস অধিকারী তত্ত্ব বাচস্পতি (হুগলী) প্রকাশ কাল ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।
শ্রীসীতা চরিত গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীঅচ্যুত চরণ তত্ত্বনিধি পুরাতত্ত্ব
বিশারদ মহাশয়ের আ'লোচা ভূমিকার প্রতিবেদন।

যে শিশু ভাবি-জীবনে জয়যুক্ত, দুগ্ধপোষ্য অবস্থাতেই তাহার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। যে গাছ বাঁচিবে অঙ্কুরেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারের সার রত্ন বৈষ্ণব সাহিত্য; বৈষ্ণব সাহিত্য বাদ দিলে ইহার গৌরব করিবার আর কিছু থাকে না। জীবন-চরিত সঙ্কলনে বাঙ্গলা ভাষায় বৈষ্ণব সাহিত্যই পথ প্রদর্শক—নারী-চরিত চিত্রণে ইহা সেই প্রাচীন যুগেই অগ্রসর হইয়াছিল। ইহা বড় কম কথা নহে। এই নারী চরিতের নাম—"শ্রীসীতা চরিত্র।" গ্রন্থকারের নাম শ্রীলোকনাথ।

শ্রীহট্ট লাউড়াধিপতি রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রীপুত্র, বৈষ্ণব ধর্মের মূল সূকার শান্তিপুর প্রবাসী শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের দুই পত্নী সীতাদেবী ও শ্রীদেবী। বৈষ্ণব জগতে সীতাদেবীর মহিমাজ্ঞাপক অনেক কাহিনী আছে। তাহারই কোন কোন ঘটনা লইয়া, "সীতা চরিত্র" বিরচিত।

যশোরের তালখড়ি গ্রামবাসী পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী, তাঁহার বাল্যকাল হৈতে, বৈষ্ণব জগতের স্তম্ভ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গী ছিলেন। পদ্মনাভ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ইহার স্ত্রীর নাম ছিল সীতা, অদ্বৈত পত্নী সীতা এজন্য আদর করিয়া তাহাকে 'সই' বলিতেন। পদ্মনাভের বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্র জাত হয়—তাহার নাম—লোকনাথ।

"মাতা সীতা পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী।"
"লোকনাথ হেন বৃদ্ধ বিপ্রের সন্ততি।"

ভক্তি রত্নাকর।

লোকনাথ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমবয়স্ক ছিলেন—সহপাঠীও ছিলেন। শ্রীনিমাই বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নের জন্য কিছুদিন শান্তিপুরে ছিলেন। ঐ সময়ে লোকনাথও তথায় গমন করেন ও শ্রী অদ্বৈতের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কেবল শিক্ষা নহে। ঐ সময়ে লোকনাথ শ্রী অদ্বৈত প্রভু হইতে দীক্ষা মন্ত্রও গ্রহণ করেন। অদ্বৈত শিষ্য ঈশান নাগর লিখিয়াছেন—

"এত শুনি লোকনাথ আনন্দিত হইলা।
গঙ্গাগর্ভে মোর প্রভু (অদ্বৈত) স্থানে মন্ত্র লৈলা।"

এই জন্যই শ্রীচরিতামৃতে অদ্বৈত কথা বর্ণন পরিচ্ছেদে, অদ্বৈত শিষ্যগণের মধ্যে ইহারও নাম লিখিত হইয়াছে। যথা—

"লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত।"

কিন্তু মাধবাচার্য্য প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় প্রণালীতে দৃষ্ট হয় যে, লোকনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য ; প্রেমবিলাসেও পাওয়া যায় যে শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার তত্ত্বোপদেশক গুরু। বৈষ্ণবসমাজ সম্মত কথিত গুরু প্রণালিকাকে অসত্য বলা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ এই দুই মতের মূলেই সত্য আছে।

শ্রীনিমাই ও লোকনাথ একত্র অদ্বৈত গৃহে পাঠ্যাবস্থায় থাকা কালে পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় প্রীতি জন্মে। নিমাই ছিলেন সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ অদ্বৈত গৃহে পূর্ব্বাগত ; অদ্বৈত প্রভু তাহাদের মধ্যে প্রগাঢ় প্রীতি সন্দর্শনে সুখী হইলেন, হইয়া লোকনাথের শিক্ষার ভার নিমাইর উপর অর্পণ করিলেন ; অদ্বৈত শিষ্য ঈশান দাস লিখিয়াছেন—

"প্রভু (অদ্বৈত) কহে ওহে নিমাঞি কর অবধান। লোকনাথে শিখাইবা তত্ত্বানুসন্ধান॥
এত কহি প্রিয় শিষ্যে গৌরে সমর্পিলা। শ্রীগৌরাঙ্গ লোকনাথে আত্মসাত কৈলা॥
(অদ্বৈত প্রকাশ)

এই ঘটনা লোকনাথে শ্রীচৈতন্য শিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধি। যাহা হউক শিক্ষা সমাপনান্তে নিমাই নদীয়া আসিয়া পণ্ডিত সমাজে বরণীয় হইয়া উঠেন। কিন্তু তিনি লোকনাথকে ভুলেন নাই ; কিছুদিন পরে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যাওয়াকালে তিনি যশোহরের তালখড়ি হইয়া লোকনাথকে দেখিয়া যান।

পরে যখন নিমাই ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া হইয়া হরিনামে দেশ মাতাইয়া তুলেন, যখন শত শত ভক্ত নানাস্থান হইতে আসিয়া নবদ্বীপে মিলিত হব, লোকনাথ সে সমাচার প্রাপ্তে আর গৃহে রহিতে পারিলেন না—নবদ্বীপে আগমন করিলেন।

বংশীশিক্ষা গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের অল্পপূর্ব্বে লোকনাথ নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আর নিমাই এই সময়েই তাঁহাকে রসরাজ উপাসনা তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবনে যাইতে অনুরোধ করেন। শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে লোকনাথ সেই প্রথমে বৃন্দাবন গমন করেন। তিনি বৃন্দাবন যাওয়ার দুই মাস পরেই নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শান্তিপুরে অবস্থিতিকালে গুরুপত্নী সীতাদেবীর কাছে লোকনাথ মাতৃস্নেহ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হন ; সীতাদেবীর প্রভাব ও অলৌকিক শক্তির কথাও অবগত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তাহাই চরিত্র অঙ্কনের মূলসূত্র হইয়াছিল।

সীতা চরিত্রে গ্রন্থকার আপন পরিচয় সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নাই। লোকনাথ যেরূপ বিনয়ী ছিলেন। তাহাতে তাঁহা হইতে তদীয় পরিচয় সম্বন্ধে কোনও কথা পাওয়ার প্রত্যাশা করা বৃথা। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃত রচনার পূর্ব্বে বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীগণের অনুমতি গ্রহণ করেন।

এই অনুমতি গ্রহণকালে লোকনাথ কৃষ্ণদাসকে স্বীয়গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ করিতে নিষেধ করেন। পাছে প্রশংসা হইয়া পড়ে এই ভয়। ভক্তি রত্নাকরে এই কথাটি আছে। এইরূপ যাহার প্রকৃতি, তিনি যে গুরুপত্নীর চরত্র গ্রন্থে নিজ পরিচয় দিবেন, সে আশা করা বৃথা। সীতা চরিত্র গ্রন্থ বৃহৎ নহে, মোরট নয় অধ্যায়ে সম্পুর্ণ, শেষ দুই ছত্র এই—

"ত্রয়োদশাধ্যায় গ্রন্থ হৈল সমাধিত।
শ্রীসীতার চরিত্র লিখিল লোকনাথ॥"

এ গ্রন্থে নাম নির্দ্দেশে অধ্যায়গুলি পৃথক করা হয় নাই এক একটি ভনিতার অন্তর্বর্ত্তী বিষয়-গুলিকে এক এক অধ্যায়রূপে গণ্য করা হয়। সমস্ত গ্রন্থে এইরূপ নয়টি ভনিতা দৃষ্ট হয়। ইহাতে বোধ হয়, মাধ্য চারিটি ভনিতার কথা লুপ্ত হইয়াছে—পাওয়া যায় না। আবার ভনিতাগুলিতে কেবল শ্রীঅদ্বৈতের নাম স্মরণ করা হয় নাই। কোনটিতে শ্রীমহাপ্রভু, কোনটিতে বা সীতাদ্বৈত। ইহাতে গ্রন্থকারের গুরুর প্রতি নিষ্ঠাধিত্যই প্রকটিত হইয়াছে।

প্রথম ভনিতা—

কহে লোকনাথ দাস, অদ্বৈত চরণে আশ,
সীতা চরিত্র রসখনি॥

দ্বিতীয় ভনিতা—

অদ্বৈত চৈতন্য পাদপদ্ম করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথ দাস॥

তৃতীয় ভনিতা—

কহে লোকনাথ দাস, শ্রীচৈতন্য পদে আশ,
কৃপা করি দেহ ব্রজবাস॥

ব্রজবাসে এই আকাঙ্খা। ব্রজবাসী গ্রন্থকারের এই প্রার্থনা তাঁহার ইহা ব্রজবাসি শক্তির পরি-চায়ক মাত্র। তাঁহার সঙ্গী দাস গোস্বামীও ব্রজবাসী হইয়াও এইরূপ ব্রজবাসের আকাঙ্খাও প্রার্থনা করিয়াছেন ব্রজদাস হইতে বিচ্যুত না হন। ইহা এই ভাব জ্ঞাপক মাত্র। গ্রন্থকারের রচনা প্রণালী সরল।প্রাচীন আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা জটিলতা দোষ বর্জ্জিত।

উপসংহারে ভক্তিপ্রণত চিত্তে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, জেলা ঢাকা নিবাসী শ্রীলাদ্বৈত বংশ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী প্রভু প্রায় তিরিশ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানা প্রকাশার্থে আমারে অর্পণ করেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রকাশের সুবিধা হইয়া উঠে নাই। কথায় বলে

"বিপত্তে মধুসূদন"। এই দীর্ঘকাল পরে সে সুবিধা করিয়া দিলেন সম্প্রতি "শ্রীভক্তিপ্রভা" সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী তত্ত্ববাচস্পতি মহাশয়। তিনি ইহা শ্রীপত্রিকার উপহার গ্রন্থরূপে প্রকাশ না করিলে আজ পাঠক মহাশয়ের শ্রীকরে শোভা হইত না।

এই গ্রন্থ প্রকাশে আমার কিছুমাত্র কৃতিত্ব নাই। মূলগ্রন্থে যে যে শব্দ যেরূপে ছিল। অপরিবর্ত্তিতভাবে সেরূপেই মুদ্রিত হইয়াছে। মহাজনী গ্রন্থ সংশোধনার্থ লেখনী চালনে সাহস হয় নাই। শ্লোকগুলিও অপরিবর্ত্তিত ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। ইতি—

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী
তত্ত্বনিধি, পুরাতত্ত্ব বিশারদ।

সূচী পত্র

শ্রীসীতা চরিত্র

শ্রীসীতাগুণ কদম্ব

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

অদ্বৈত আচার্য্য পত্নী সীতাঠাকুরাণী বিষয়ক গ্রন্থদ্বয়

শ্রীসীতা চরিত্র

(শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য শিষ্য শ্রীলোকনাথ গোস্বামী বিরচিত পাঠোদ্ধার—
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৮৮৫ নং পুঁথী ও নেশান্যাল লাইব্রেরীর
মুদ্রিত পুস্তক সমন্বয়ে)

বন্দেঽহং শ্রীগুরু শ্রীযুত পদ কমলং শ্রীগুরুন্ বৈষ্ণবাংশ্চ।
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং॥
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদান্ সহগণ ললিতা বিশাখান্বিতাংশ্চ॥

প্রথমে বন্দিব মুই শ্রীগুরু চরণ।
শ্রীপাদ কমলরেণু করিয়া ভূষণ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব দুই অভিন্ন এক দেহ।
পতিত পাবন হেতু দুই মূর্ত্তি সেহ॥
শ্রীরূপ গোসাঞি বন্দো বিগ্রহ সমান।
বন্দো রঘুনাথ আদি ছয় একস্থান॥
এ সভার প্রাণ বন্দো অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
পারিষদ সহিতে বন্দিব গৌরচন্দ্র॥
বৃন্দাবনে বন্দো রাধাকৃষ্ণের চরণ।
পাদানুগ-গণ বন্দো ললিতাদিগণ॥
ছোট বড় ভক্তপদরেণু করি শিরে।
পতিতাধম দেখি প্রভু কৃপা কর মোরে॥
নবদ্বীপ স্থান বন্দো প্রেমের তরঙ্গ।
যাহাতে নাটক গৌর নটবর টঙ্গ॥
একচাকা গ্রাম বন্দো বড় পূর্ণবন্ত।
যথা অবতীর্ণ হইলা প্রভু নিত্যানন্দ॥
শ্রীশান্তিপুর বন্দো সুরধনীর তীরে।
যাতে বিরাজে সদা অদ্বৈত ঈশ্বরে॥
সীতাদেবী যেই স্থান সিদ্ধপীঠ কৈল।
নাঙ্গোল জুড়িতে প্রতিবেশী নিষেধ করিল॥
চৈতন্যের অনেক লীলা সমুদ্র আকার।
কিঞ্চিৎ বর্ণিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
চৈতন্যের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
সীতার চরিত্র কহি শুন মন দিয়া॥
অদ্বৈত ঘরণী দেবী অচ্যুতের মাতা।
কলিযুগে অবতীর্ণ নাম তাঁর সীতা॥
কৃষ্ণমিশ্র নামে তার দ্বিতীয় তনয়।
চৈতন্য গোসাঞি যার হৃদয়ে বৈসয়॥
তৃতীয় তনয় তার গোপাল ঠাকুর।
নীলাচলে সংকীর্ত্তনে মহিমা প্রচুর॥
চতুর্থ তনয় তার জগদীশ নাম।
পঞ্চম তনয় হয় গোসাঞি বলরাম॥
সাক্ষাৎ যোগেন্দ্র হয় ভক্ত মহাসুর।
সদাই মত্ত গৌর প্রেমেতে প্রচুর॥
এই পঞ্চপুত্রের মাতা সীতা ঠাকুরাণী।
অহর্নিশি আরাধেন গৌরপদখানি॥

আচার্য্য গোসাঞিঃ সঙ্গে সতত বিলাস।
গীতা ভাগবতামৃত শুনিতে উল্লাস ॥
পুরাণ পুরুষ প্রভু অদ্বৈত আচার্য্য।
পৌরাণিক আচার্য্যানি দেখিতে সৌন্দর্য্য ॥
জীবেরে মলিন দেখি অদ্বৈত বিস্ময়।
কৈছে সবাকার হিত চিন্তেন উপায় ॥
জগতে দুর্লভ হবে শ্রীকৃষ্ণ সেবনে।
এত ভাবি আরাধেন যুগল চরণে ॥
এই অন্বেষণে তাহে কতকাল গেল।
পারিষদ সঙ্গে গৌর অবতীর্ণ হইল ॥
জগৎ মোহিনী সেই সীতা ঠাকুরাণী।
আনন্দে দেখিতে পায় গৌর দ্বিজমণি ॥
মুরারী চৈতন্য আর মিশ্র সনাতন।
শ্রীমতী সহিতে দুঁহে করিলা গমন ॥
কহে সীতাঠাকুরাণী শুন সনাতন।
আমি কি দেখিতে পাব গৌরাঙ্গ চরণ ॥

তথাহি—শ্রীসীতা উবাচ।

যৎ পদং ধ্যায়তে বিষ্ণু ব্রহ্মা রুদ্রো হলায়ুধ।
তৎ পাদ দর্শনার্থায় কি ময়া চরিতং তপঃ ॥

তথা—রাগ

হরি হরি কিবা হাম করম অভাগী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু হলধর, তাঁরা বাঞ্ছে নিরন্তর,
শতমুখে নাহি পায় লাগি ॥
হেন পদ অদর্শনে, জন্ম গেল অকারণে,
কিমাচারে কিবা হল ফলে।
চৈতন্যে দরশন, পাব আমি কতক্ষণ,
ইহজন্ম করিব সফলে ॥

তথাহি।

কদা মমেদং ভাগ্যং স্যাৎ দৃষ্ট্বা তৎ পাদপঙ্কজং।
তন্মুখাম্ভোজ বাক্যস্তু পিযুষঞ্চ পিবাম্যহং ॥
হরি হরি হেন ভাগ্য হইবে আমার।
চৈতন্য দর্শন পাব, মুখাম্বুজ নিরখিব,
পদযুগ সেবিব তাহার।
ও মুখমণ্ডল বাণী, অমৃতের তরঙ্গিনী,
শুনিয়া জুড়াবে শ্রুতিধার ॥

তথাহি।

যৎ পাদ সেবিতা দেব বসুদেরসা বল্লভা।
গর্ভে ধৃত্বাপি গোবিন্দং বশীকর্ত্তুং ন তংক্ষমা ॥
আরাধিল যদুমণি, বসুদেবের গৃহিনী,
সে গর্ভে ধরিল ভগবান।
মাতৃস্নেহ না করিল, ছাড়িয়া গোকুলে গেল,
ভবে বশ নাহি হৈল তান ॥

তথাহি।

যৎ পাদারাধিতা দেবী যশোদা নন্দ গৃহিনী।
তৎসেবা নিপুণাপি সারসী কর্ত্তুং ন তং ক্ষমা ॥
যশোদা নন্দ গৃহিনী, সার কৈল যদুমণি,
বুঝিতে নারিল অন্তরঙ্গ।
গোপাল পালন বিনে, না জানিল রাত্রদিনে,
হেন প্রেম নিমেষে কৈল ভঙ্গ ॥
তাহে কোন গুণ ধরি, দেখিব যে গৌরহরি,
হেন দশা হবে কি আমার ॥
তবে এক বল আছে, পতিত যাইতে কাছে,
না ছাড়িবে গৌর অবতার।

বৃন্দাবনে ভানুসুতা, ললিতাদি তার যুথা,
তাহা যদি মনে থাকে তাঁর।
অবশ্য দর্শন দিবে, মনবাঞ্ছা পুরাইবে,
সত্য এই বাক্য মাত্র সার॥
উপস্থিত শচীঘরে, ধান্য দূর্ব্বা লয়ে করে,
সাক্ষাৎ দেখিলা গৌরমনি।
কহে লোকনাথ দাস, অদ্বৈত চরণে আশ,
সীতার চরিত্র রসখনি॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

তবে সীতা ঠাকুরাণী মায়া আচ্ছাদিল।
অচেতন রূপে শচীদেবীরে রাখিল॥
স্তব কৈল বিশ্বম্ভরে জুড়ি দুই কর।
চক্ষু মেলি চাহ মোরে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
ও চাঁদ বদনে বাক্য কহ একবার।
শ্রবণে শুনিলে জন্ম সার্থক আমার॥
তবে হাসি চৈতন্যদেব চক্ষু মেলি চায়।
রাধা বলি সীতাপানে শ্রীভুজ বাড়ায়॥

তথাহি সীতা উবাচ।

ন রাধাহহং দ্বিজসুতা সীতাপ্যদ্বৈত কামিনী।
তব গৌর শচীসুত দর্শনার্থে মমাগতিঃ॥
রাধা ভাগ্যবতী নহি নাম মোর সীতা।
অদ্বৈত ঘরণী হই দ্বিজের দুহিতা।
গোকুল গোলোক বিহার ছাড়ি গৌরতনু হইলা।
পূর্ব সম্পদ গোসাঞি সকল ভুলিলা॥
ইহা শুনি উঠি বৈসে গৌর দ্বিজমণি।
গৌর পাদপদ্ম সেবে সীতা ঠাকুরাণী॥

তথাহি—চৈতন্য উবাচ।

প্রহৃষ্টো গৌরচন্দ্রশ্চ দৃষ্টা সীতা মুখাম্বুজং।
ত্বং নিত্যং রাধা ভবসি ত্বদর্থেতি মনস্পৃহা॥
স্বয়ং রাধা প্রেমযুক্ত শ্রীপূর্বা ভানুনন্দিনী।
লীলা সহায়া হ্যানীতা রাধা সীতা কলৌযুগে॥
শুন শুন আচার্য্যানি মোর নিবেদন।
কি কারণে তুমি মোরে কৈলে আরাধন॥
তব আরাধনায় আমি অবনী মণ্ডলে।
তাহাতে আসিয়া তুমি আমাকে ভাণ্ডিলে॥
তোমার মায়াতে জীবে ভাণ্ডনা না করিবে।
যাচিতেও কৃষ্ণনাম কেহ না লইবে॥
অতএব কহি সীতা মোর বাক্য ধর।
বৈষ্ণবী মায়াতে জীবের মন ভাল কর॥
অনায়াসে হরিনাম লওয়াও জীবেরে।
সাঙ্গ-পাঙ্গ সহিত সীতা আইস ব্রজপুরে॥
সীতাদেবী হাসি কহে শচীর দুলালে।
বৈষ্ণবী মায়ার যোগ্য নাহি কোনকালে।
যোগাযোগ বৃন্দাবনে নাহি করি আমি।
মিছা গুণ বর্ণন কর চৈতন্য গুণমণি॥
তব শক্তি যোগমায়া নহি আমি কভু।
মিথ্যা গুণ কহ কেনে গৌর মহাপ্রভু॥
অংশকলা নিত্যরাধার নহি কদাচিত।
সেবিতে রাধার পদ মনের বাঞ্ছিত॥
এত বলি সীতাদেবী কান্দিতে লাগিল।
অরুণ নয়ানের জলে শ্রীবুক তিতিল॥
সীতার আবেশ দেখি চৈতন্য গোসাঞি।
মিনতি করিয়া কহে পণ্ডিত নিমাই॥

যুগে যুগে তোমার দুই ভক্ত অবতার।
নিত্যলীলা আদি করি তোমার ব্যবহার॥
তোমার মহিমা জানে শকতি কাহার।
বীরা বৃন্দা দুই শিষ্য। ব্রজের মাঝার॥
সিদ্ধমন্ত্র বৃন্দাকে দিলেন পৌর্ণমাসী।
মন্ত্র বলে বনদেবীগণ হয় দাসী॥
ললিতাদি সখীগণের অভিসার করি।
ঘরে ঘরে থাক তুমি গোপী মূর্ত্তি ধরি॥
বৃষভানু সুতা রাধা কুঞ্জে পাঠাইয়া।
মায়া রাধারূপে থাক আয়ান লইয়া॥
ব্রজবাসী সবে জানে নারী আছে কোলে।
অচেতন রূপে গোপ থাকে কুতূহলে॥
জগতমোহিনী বেশ ধরিয়া আপনে।
রাধাগোপীগণ লয়া যাহ বৃন্দাবনে॥
নিভৃত নিকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের মিলন।
পূর্ব্বরাগ আদি করি তোমার ঘটন॥
রত্নবেদীর উপরে রত্ন সিংহাসনে।
যখন বৈসে রাধা-কৃষ্ণ দুইজনে॥
দোহাঁর সমুখে তুমি দক্ষিণ অংশে থাক।
আনন্দে মগন দোহাঁর লীলামৃত দেখ॥
যেই গোপীর যেই সেবা তুমি দেহ বাটী।
কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ সেবার কর পরিপাটী॥
শ্রীরাস মণ্ডলে গোপীগণ ভাল সাজে।
আনন্দে নাচেন রাধা-কৃষ্ণ তার মাঝে॥

করতালি দিয়া তুমি দোহাঁরে নাচাও।
রবাব পাখোয়াজ বীণা গোপীসঙ্গে গাও॥
তুমি না মিলাইলে তাল শূন্যাকার।
তুমি বিনে প্রেমের সহায় নাহি আর॥
শুন শুন আচার্য্যাণী বলি যে তোমারে।
কদাচিত অন্তরঙ্গ না ভাণ্ড আমারে॥
গমন করহ গৃহে অদ্বৈতের সীতা।
আচার্য্যেরে পাঠাইয়া দেহ মোর হেথা॥
দণ্ডবৎ হইয়া দেবী করিতে গমন।
শচী ঠাকুরাণী তবে পাইলা চেতন॥
সীতা কহে ধন্য ধন্য শচী ভাগ্যবতী।
ভাল পুত্র জন্মিয়াছে অখিলের পতি॥
সীতার চরণে শচী দণ্ডবৎ হইল।
পুত্র হউক চিরজীবী বর সে মাগিল॥
বাৎসল্য স্নেহেতে দোহাঁর আনন্দিত মন।
বিদায় হইয়া দেবী গৃহেতে গমন॥
নিজগৃহে প্রবেশিলা সীতাঠাকুরাণী।
ইহার বিস্তার আছে অনেক কাহিনী॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছয়ে বর্ণন।
বিস্তারিয়া বর্ণিয়াছেন ব্যাস বৃন্দাবন॥
অদ্বৈত পদারবিন্দে সদা করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথ দাস॥

—০—

তৃতীয় অধ্যায়

আর এক কথা কহি শুন দিয়া মন।
মহাপ্রভুর লীলা কভু না যায় গণন ॥
বাল্য পৌগণ্ড প্রাপ্তে হাতে খড়ি দিল।
প্রথম কৈশোরে ব্যাকরণ আরম্ভিল ॥
শান্তিপুরের বাসী দ্বিজ পণ্ডিত মহাসুর।
তাহাই পড়িতে আইলা নিমাই ঠাকুর ॥
দেখিয়া আনন্দে কহেন আচার্য্য গোসাঞি।
কৃপা করি মোর গৃহে চলহ নিমাই ॥
প্রভু বলে ভাল যুক্তি আমি ইহা চাই।
অচ্যুতের সঙ্গে আমি পড়িব হেথাই ॥
আর কেবা তুমি বিনে আছয়ে এমন।
কাহার মন্দিরে আমি করিব ভোজন ॥

তথাহি—চৈতন্য উবাচ।

বন্দেঽদ্বৈতং ন হি দ্বৈতং হরিণা ভগবান গুরো।
ভগবদ ভক্তি দাতারং বাসং মে দেহি ত্বং গৃহে ॥

প্রভু বলে তোমার নাম অদ্বৈত গোসাঞি ॥
ভগবানের অঙ্গ ভেদে দুই কভু নাই ॥
কৃষ্ণের আত্মা তোমার আত্মা এক মন।
দোহাঁর বাঞ্ছিত দোহেঁ করহ পূরণ ॥
বিশেষ মাতার গুরু হয়েন আপনি।
তোমার অন্ন মহাপ্রসাদ এই মাত্র জানি ॥
থাকিব অচ্যুত সঙ্গে তোমার মন্দিরে।
যাবৎ পাঠাভ্যাসাদি কৃষ্ণভক্তি করে ॥
প্রভু বাক্য শুনি অদ্বৈত লহু লহু হাসে।
করে ধরি গৌর নিলা আচার্য্যাণি পাশে ॥

তথাহি সীতা উবাচ।

সুপ্রভাতো মহাযোগ ভগবান গৃহমাগতঃ।
আজন্মাবধি নো সিদ্ধং সিদ্ধপীঠং গৃহং মম ॥

আজু সুপ্রভাত মহাযোগ দিন হৈল।
কৃপা করি ভগবান মোর গৃহে আইল ॥
পূর্ব্বজন্মের আরাধনা আজু মোরসিদ্ধি হইল।
আজু হইতে গৃহ মোর সিদ্ধপীঠ হইল ॥
এস এস গৌরচন্দ্র দেখি চাঁদমুখ।
ওঁ অঙ্গ পরশে জুড়াক তনু বুক ॥
এত বলি আচার্য্যাণি গৌর করি কোলে।
সর্ব অঙ্গ তিতিল নয়ানের জলে ॥

তথাহি—সীতা উবাচ।

মম ভাগ্যং সমভাগ্যং নাস্তীহ ক্ষিতি মণ্ডলে।
যন্মন্দিরে চ ভগবান বিহরণ তিষ্ঠতি সদা ॥

মোর সমধিক ভাগ্য নাহি ত্রিভুবনে।
কৃপা করি গৃহে আইলা গৌর ভগবানে ॥
কোলেতে আইলা গৌর কোন যোগবলে।
শ্রীঅঙ্গ পরশে তনু হইল সফলে ॥
অতএব আপনে আপনা ভাগ্য মানি।
যৈছে দীনলোক দৈবে পায় মহামণি ॥
কোলে করি আঙ্গিনাতে নাচে আচার্য্যাণি।
কৌতুকে ধারণ করেন চরণ দুখানি ॥
সোনার বরণ তনু নবনীর ওর।
কেমনে দেখিব দুঃখ নয়ান গোচর ॥

ধীরে ধীরে কহে সীতা শুনহ নিমাঞি।
সন্ন্যাস না দেখিব তোমার আমি আগে যাই॥
ব্যক্ত না করিহ সীতা রাখিহ হৃদি মাঝ।
গোপেতে রাখিলে সর্ব্বসিদ্ধ হয় কাজ॥
কোল হইতে মহাপ্রভু বসিলা আসনে।
চরণ পাখালেন সীতা আনন্দিত মনে॥
এলাইয়া কেশ দেবী মুছায় চরণ।
নানা উপচারে ভোগ করয়ে সমর্পণ॥
মিষ্টান্ন পাকান্নাদি ব্যঞ্জন শত শত।
ঘৃত চিনি দধি দুগ্ধ উপহার যত॥
ভোজনের পরে প্রভু কৈলা আচমন।
শয়ন করিতে দিল বিচিত্র আসন॥
কনক সম্পুটে বিড়া তাম্বুল সমর্পিল।
শ্রীমুখের ঘর্ম দেখি চামর সেবিল॥
এই মত সীতাদেবী করয়ে সেবন।
অচ্যুতের সঙ্গে প্রভু করেন অধ্যয়ন॥
আর একদিনের অতি অদ্ভুত কথা বলি শুন।
মহাপ্রভু লাগি কৈল দুগ্ধ আবর্ত্তন॥
ছাপাইয়া দুগ্ধ দেবী শিকাতে থুইল।
পড়িতে অচ্যুতানন্দের ক্ষুধা বাড়াইল॥
অচ্যুত কহয়ে গোসাঞি চল ঘরে যাই।
ক্ষুধার্ত হইয়াছি বড়, অন্ন যাইয়া খাই॥
অধ্যাপক স্থানে প্রভু বিদায় মাগিল।
অচ্যুতানন্দের সঙ্গে গমন করিল॥
অদ্বৈত গোসাঞি ছিল ভগবৎ গানে।
এইত সময় আইলা গৌর ভগবানে॥
প্রেমাবেশে দুইজনের প্রেমালিঙ্গন।
দোঁহার নয়নজলে ভাসিল ভুবন॥
কতক্ষণ পরে প্রেম সম্বরন কৈল।
আগে পাছে দোহেঁ গঙ্গাস্নানেতে চলিল॥
মহাপ্রভু স্নান করি তটে দাঁড়াইল।
মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আচার্য্য পূজিল॥
তুলসী মঞ্জরী দিতে গৌর পদযুগে।
না দিও না দিও করি মহাপ্রভু ডাকে॥
গঙ্গা তুলসী বিষ্ণু ভিন্ন কভু নয়
দিয়াছ আমার পদে কৈছে গতি হয়॥

তথাহি—অদ্বৈত উবাচ।

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডং যল্লোমকূপ শোভিতং।
যৎ পাদবল্লভা গঙ্গা যদর্থে তুলসী শুভা॥

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রভু তোমা লোমকূপে।
পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা আইল সপ্তদ্বীপে॥
শঙ্খাসুর গৃহিনী বৃন্দা পরম রূপসী।
শঙ্খাসুর বধ পরে হইলা তুলসী॥
তোমার মহিমা গোসাঞি নাহি জান মর্ম্ম।
কৃষ্ণপাদ সেবা অর্থে তুলসীর জন্ম॥
এই মতে দুইজনে গঙ্গাস্নান করি।
আচার্য্য আইলা গৃহে লইয়া গৌরহরি॥
দোঁহার পূর্ব্বে অচ্যুতানন্দ স্নান করি আইল।
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দুগ্ধ সর তুলি খাইল॥
সীতা আপি দেখে দুগ্ধ ভূমে পড়িয়াছে।
জিজ্ঞাসা করিলা সর কোনজনে খায়াছে॥
অচ্যুত কহয়ে মাতা মোর নিবেদন।
সহিতে না পারি ক্ষুধা করিয়াছি ভক্ষণ॥
ক্রোধ করি অচ্যুত পৃষ্ঠে মারিলা চাপড়।
ত্রাসিত অচ্যুতানন্দ কাঁপে থরথর॥

কোলে করি পুরুষোত্তম তারে লইয়া গেল।
পালঙ্ক উপর লঞা যতনে শোয়াইল ॥
মহাপ্রভুর ভোগ লাগাইল আচার্য্যানি।
দুঃখভাবে ঢেউক ছাড়ে গৌর দ্বিজমণি ॥
আচার্য্যানি কহে প্রভু কি হেতু দুঃখিত।
উৎকণ্ঠিতা ঢেউক দেখি প্রাণ চমকিত ॥
প্রভু কহে আচার্য্যানি কহিয়ে তোমারে।
করাঘাত কৈলে তুমি অচ্যুত শরীরে ॥
অচ্যুত আমার তনু একই শরীর।
মারিছ তাহারে আমি হয়াছি অস্থির ॥
হের দেখ করাঘাত পৃষ্ঠেতে আমার।
দুগ্ধ প্রতি এত স্নেহ হয়াছে তোমার ॥
অচ্যুত খাইল দুগ্ধ ক্ষুধাতে আমার।
তৈছে দেখ ঢেউক মোর হয় মিষ্টকার ॥
আচম্বিতে মহাপ্রভু উদগার করিল।
উদর হইতে দুগ্ধ সব নিস্বরিল ॥
দেখিয়া বিস্মিত হইলা অদ্বৈত ঘরণী।
অচ্যুত মহিমা গোসাঞি আমি ত না জানি ॥
আপন হৃদয় কথা কহি যে তোমারে।
তোমার দুঃখের দুঃখী হইল কালে ॥
প্রভু কহে তুমি মোর কভু ভিন্ন নও।
শ্রীমতী রাধিকার তুমি এক অঙ্গ হও ॥
তুষিয়া অচ্যুতে আন ভোজন করিতে।
ভোজন করিব আমি অচ্যুতের সাথে ॥
তবে সীতা ঠাকুরাণী প্রবেশিলা ঘরে।
তুষিতে লাগিলা দেবী পুত্র অচ্যুতেরে ॥
উঠ উঠ অচ্যুতানন্দ মোর প্রাণধন ॥
তোমারে ছাড়িয়া প্রভু না করে ভোজন ॥

অপরাধ ক্ষম বাছা চাপ মোর কোলে।
না বুঝিয়া অভাগিনী মারিনু তোমারে ॥
চৈতন্যের কৃপা আছে তোমার উপরে।
শুভক্ষণে আমি তোমা ধরিনু উদরে ॥
মারিল তোমারে দুঃখ পাইল নিমাই।
এমন অদ্ভুত কথা কভু শুনি নাই ॥
ফুটিয়াছে প্রভুর পিঠে করাঘাত মোর।
না জানি চৈতন্য সঙ্গে কিবা সম্বন্ধ তোর ॥
ভাল হইল উদরে ধরিনু সাযুজন।
আজন্ম সেবিবে বাছা চৈতন্য চরণ ॥
চৈতন্যের যেইজন তারি হই আমি।
কেবল জননী জ্ঞান না করিহ তুমি ॥
কান্দি তবে অচ্যুত দণ্ডবৎ হইল।
বসনে মুছিয়া মুখ কোলে তুলে লইল ॥
কোল হইতে নামিলেন অদ্বৈত নন্দন।
করজোড় করি অচ্যুত করিছে ক্রন্দন ॥

তথাহি—অচ্যুত উবাচ।

মম বিপ্র কুলোদ্ভুত স্ফুরদ্ভক্তি বিনাশনাং।
ভগবন নহি জানামি দুষ্টাত্মা ত্বং জগদ্‌গুরুং ॥
অ ততায়ী চ লুব্ধশ্চ মূঢ়ঃ ক্ষুধা প্রপীড়িতঃ।
তবাহারং বুভূজেহং নো জানে কিং ভবিষ্যতি ॥
হরি হরি জন্ম ভেল অকারণে মোর।
দ্বিজকুলে জনমিলু, তোমা প্রভু না ভজিলু,
কি হেতু করুণা ভেল ভোর ॥
আমার দুঃখের দুঃখে, কাহে পীড়িত তোমাকে,
অদ্ভুত কি হেতু তোমার।

অনন্ত লুব্ধ, ক্ষুধাধিক অতীব,
ভক্ষণ করিল তোমার ॥
এই ত পাতক মোর, নাহিক তেন উদ্ধার,
দেহান্তরেও রক্ষা নাই।
কৃপা কর শচীসুত, লীলা তোমার অদ্ভুত,
পদতলে দেহ মোরে ঠাঁই ॥
ছাড়ি শান্তিপুর বাস, থাকিব তোমার পাশ,
সেবন করিব পদখানি।
সেবিতে তোমার পদ, সাধ ছিল অবিরত,
সেই আজ্ঞা কৈল ঠাকুরাণী ॥
তোমা বিনে নাহি জানি, গুণ ন্যাসী চূড়ামনি,
অচ্যুত পাবন নাম ধর।
আজানু দ্বিভূজ তুলি, ধায়া আইসে গৌরহরি
অচ্যুত ধরিয়া দিল কোর ॥
তুমি মোর প্রাণধন, এক আত্মা জীবন,
ধন্য ধন্য অদ্বৈত সুতরাজ।
করে ধরি অচ্যুতেরে, বসাইল বিশ্বম্ভরে,
ভোজন বিহারে নটরাজ ॥
কহে লোকনাথ দাস, চৈতন্য চরণে আশ,
অদ্বৈতের প্রিয় প্রাণনাথ।
তাহার জীবন ধন, শ্রীশচীনন্দন,
কৃপা করি কর আত্মসাথ ॥

—০—

চতুর্থ অধ্যায়

এই মতে মহাপ্রভু অদ্বৈতের ঘরে।
নানা মতে অদ্বৈত সীতার বাঞ্ছা পুরে ॥
মহা মহা পণ্ডিত দ্বিজ শান্তিপুর গ্রামে ॥
কদাচিত কৃষ্ণনাম না শুনিল কানে ॥
ভাগবতাদি শাস্ত্র রাখিল ছাপাইয়া।
পাষণ্ডি সম্মত শাস্ত্র কহে বিবরিয়া ॥
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু সিদ্ধান্ত করয়।
তবু কৃষ্ণভক্ত দেখি নিন্দা উপজায় ॥
অখিল জীবের ভাগ্যে অদ্বৈত আইল।
ভাগবত শাস্ত্র দিয়া মন ভাল কৈল ॥
অতীব পাষণ্ড দ্বিজ যত যত ছিল।
পঠনের ছলে প্রভু তাহারে দলিল ॥
এ হিত প্রস্তাবে আছে অনেক বিস্তার।
লিখিয়াছেন বৃন্দাবন বাস অবতার ॥
এই রঙ্গে কতদিন থাকি বিশ্বম্ভর।
নিজগ্রাম যাইব চিত্তে হইলা সত্তর ॥
আচার্য্যেরে কহে প্রভু করিয়া বিনয়।
মাতা দরশনে যাব যদি আজ্ঞা হয় ॥
শুনিতে অদ্বৈত গোসাঞি অস্থির হইলা।
বিচ্ছেদের ভয়ে গোসাঞি কান্দিতে লাগিলা ॥
আচার্য্যেরে অস্থির দেখিয়া বিশ্বম্ভর।
প্রেমবশ হয়ে প্রভু কাঁপে থর থর ॥
উভয়ের কোলাকুলি প্রেম উপজিল।
ত্রিবেণীর ধারা যেন ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥
এইমত ভাবাবেশে কতক্ষণ গেল।
বাহ্য পাই দুইজন সুস্থির হইল ॥
নিজগৃহে গমন করিল গৌরহরি।
আচার্য্য গোসাঞি সঙ্গে আলিঙ্গন করি ॥
জোড়হস্তে আচার্য্য করেন নিবেদন।
আচার্য্য করিয়া যেন থাকে প্রভুর মন ॥

চৈতন্য গোসাঞি বলে একি ঠাকুরাল।
তোমার প্রেমের বশ আমি সর্বকাল॥
গমন করিলা প্রভু আঙ্গিনা ভিতর।
সম্মুখে সীতার সঙ্গ হইল গোচর॥
প্রভুর বিদায় দেখি ইঙ্গিতে জানিল।
মূর্চ্ছিত আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িল॥
জলযন্ত্রে দেখি যেন নেত্রে অশ্রুধার।
দেখিয়া অস্থির প্রভু কহে বার বার॥
প্রভু কহে বিদায় দেহ যাই নিজ ঘরে।
আচার্য্যাণি বলে দেখা হবে কতকালে॥
মথুরা গমনে যৈছে গোপীরে ভাণ্ডিলে।
অতএব দেখি সেই লীলা আরম্ভিলে॥
প্রভু কহে প্রেমডোরে বান্ধিলা আমারে।
সতত আছয়ে আমি তোমার গোচরে॥
হেনকালে কৃষ্ণমিশ্র সীতার কোঙর।
অগ্রে আসি দাঁড়াইলা প্রভুর গোচর॥
জোড় হস্তে কৃষ্ণমিশ্র করে নিবেদন।
অল্পদিন আছে বুঝি সন্ন্যাস করণ॥
কাটোয়াতে গর্গমুনি ভারতী সন্ন্যাসী।
সদাচারী মহাসাধু পরম তপস্বী॥
তার স্থানে সন্ন্যাস করিবে গুণধাম।
ঘরে ঘরে পতিতেরে দিবে হরিনাম॥
বৈরাগ্য করিতে প্রভু ভাবে মনে মন।
ইহা বলি কৃষ্ণ মিশ্র বন্দিলা চরণ॥
সীতাদেবী বলে প্রভুর মনের বাঞ্ছা এমন।
কৃষ্ণমিশ্র কেমনে জানিল বিবরণ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণমিশ্র হয় সাধুজন।
ইহার হৃদয়ে আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ॥
প্রভু কহে অদ্য আমি করিয়ে গমন।
আনন্দে বিরাজ কর সীতার নন্দন॥
গমন করিল প্রভু অচ্যুতের সঙ্গে।
প্রবেশিল নবদ্বীপে নটবর রঙ্গে॥
অদ্বৈত চৈতন্য পাদপদ্ম করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথ দাস॥

—•—

পঞ্চম অধ্যায়

জয়ন্তি বিষ্ণুভক্তানাং শাস্ত্রাণি চ নিরন্তরং।
যাচিতাং কৃষ্ণভক্তিঞ্চ ত্যক্ত্বা নিন্দাঞ্চ কো ভজেৎ॥
জয় জয় মহাপ্রভু গৌর নিত্যানন্দ।
কৃপা কর কৃষ্ণকথা করিব প্রবন্ধ॥
চৈতন্য পিরীতে হরি বল বন্ধুগণ।
অবশ্য করিবে দয়া শচীর নন্দন॥
চৌদ্দশত সাত শকে মহাপ্রভুর জন্ম।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি হইলা অবতীর্ণ॥
এই মত মহাপ্রভুর বয়স নির্য্যাস।
চতুর্বিংশতি বৎসর প্রভুর নিজগৃহে বাস।
যত যত লীলা কৈল কৃষ্ণ ব্রজপুরে।
সেই সব প্রকাশিলা নদীয়া নগরে॥
চব্বিশ বৎসর পরে সেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করি ছয় বৎসর গমনাগমন।
বৃন্দাবন মথুরা দ্বারকা ভুবন॥
রামেশ্বর সেতুবন্ধ আদি দরশন।
প্রয়াগ দর্শন করি কাশীতে গমন॥

কাশীমিশ্র ঘরে ভিক্ষা চাতুর্মাস্য কৈল।
সন্ন্যাসী সকলের সঙ্গে শাস্ত্র প্রশংসিল॥
প্রেম দিয়া সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের গণ।
তবে নীলাচলে প্রভু করিলা গমন॥
অষ্টাদশ বৎসর প্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গের ভক্তগণ লয়া কীর্ত্তন বিলাস॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ আর ভক্তগণ সঙ্গে।
যথেচ্ছ বিহরিলা সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥
অখিল জগতগুরু গৌর বিনোদিয়া।
উদ্ধারিলা জীব সব প্রেমধন দিয়া॥
হেনকালে পত্রী দিল আচার্য্য আপনে।
পড়িতে আবিষ্ট প্রভু ভাবে মনে মনে॥
পত্রী পায়া মহাপ্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
আচার্য্যের অন্তর রূপ বুঝিতে পারিলা।
অহর্নিশি পূজিল তুলসী গঙ্গাজলে।
কি লাগিয়া আনিল মোরে এ মহীমণ্ডলে॥
স্বরূপাদি ভক্তগণ চমকিত ভেল।
আচার্য্যের পত্রি প্রভু লুকাইয়া রাখিল॥
রাধিকার ভাব যৈছে কৃষ্ণ অদর্শনে।
মথুরা গমন কৃষ্ণের ভাবে রাত্রেদিনে॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু চিন্তিত অন্তর।
ক্ষণে সুস্থ নহে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান দূর॥
ইহার অশেষ যত কবিরাজ ঠাকুর।
চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়াছে প্রভুর॥
একদিন মহাপ্রভুর সিংহদ্বারে গমন।
আরম্ভিল সংকীর্ত্তন লইয়া ভক্তগণ॥
ভাবাবেশে মন্দিরেতে প্রবেশ করিল।
সবে বলে প্রভু সিংহাসনেতে চড়িল॥
মহাপ্রভু না দেখিয়া সব ভক্তগণ।
মূর্চ্ছিত হইলা সবে নাহিক চেতন॥
নিশ্চয় করিলা প্রভু লীলা সম্বরণ।
মহাপ্রভুর বিহরেতে সবে করেন ক্রন্দন॥
বিরহে ব্যাকুল সবে প্রভুর বিচ্ছেদ।
প্রলয়ের কালে যেন বাড়ে মায়া খেদ॥
কতক্ষণে স্বরূপাদি সুস্থির হইলা।
যথা যথা ভক্তগণ পত্রী পাঠাইলা॥
এক ভক্ত শচীগৃহে করিল গমন।
শুনি শচী ঠাকুরাণীর হরিল চেতন॥
সেইকালে মহাপ্রভু আবির্ভূত হৈল।
উঠ মাতা ঠাকুরাণী কহিতে লাগিল॥
দেহান্তরে পাবে মাতা না ভাবিহ আন।
বর্তমানে কথোদিন ঝুরিবে নয়ান॥
আচার্য্য গোসাঞির ঘরে পত্রী আইল।
মহাপ্রভুর অপ্রকট স্বরূপ লিখিল॥
শুনিয়া আচার্য্য হইয়া মূর্চ্ছিত অন্তর।
ভূমিতে পড়িলা গোসাঞি হইলা কাতর॥

যথা—রাগ

হরি হরি কিয়ে ভেল জীবনের কাজ;
ছাড়ি মহীমণ্ডল, গৌরাঙ্গ কোথা গেল,
আচার্য্যের মাথে যেন বাজ॥
নীলাচলে ছিলা গৌর, ভরসা আছিল মোর,
অনায়াসে হইত দর্শন।
না বুঝিয়া কিবা কৈলু, কেনে পত্রিকা পাঠাইনু,
যৈছে গৌর গেল বৃন্দাবন॥

মনে ছিল বড় সাধ, ধরি প্রভুর শ্রীপাদা
পুরুষোত্তমে ছাড়িব জীবন।
তাহাতে বিপাক হৈল, আগে লীলা সম্বরিল,
ইহা সব বিধির ঘটন॥
অদ্বৈত ঘরণী কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে,
ছাড়ি গেলা গৌর দ্বিজমণি।
আর না দেখিব গৌর, মুখাম্বুজ সুন্দর,
না শুনিব ও মুখের বাণী॥
নটবর বেশ ধরি, নাচিবেন গৌরহরি,
নয়ানেতে না হেরব আর॥
আমি সীতা অভাগিনী, ছাড়ি গেলা গৌরমণি,
অবনী হইল অন্ধকার।
পৃষ্ঠে এলাই কেশ, হৈয়াছে যোগিনী বেশ,
দু'নয়ানে বহে সুরধনী।
সোনার বরণ তনু, ভূতলে হইল রেণু,
মূরছিতে লোটায় ধরণী॥
সীতা বোলে নবদ্বীপে, শচী আছেন কোন রূপে
হেন বুঝি ছাড়িল জীবন।
কৃষ্ণ মধুপুরে গেল, ব্রজপুর শূন্য ভেল,
তৈছে ভেল নদীয়া ভুবন॥
মুরারী চৈতন্য দাস, করে লয়া শুভ্র বাস,
মুছাইছে শ্রীমুখ সুন্দরে।
কহে লোকনাথ দাস, সীতার চরণে আশ,
মিলিবে চৈতন্য ব্রজপুরে॥

—০—

ষষ্ঠ অধ্যায়

এই মতে চৈতন্য চরিত বিস্তার।
লিখিয়াছেন বৃন্দাবন ব্যাস অবতার॥
সংক্ষেপে কহিল কিছু চৈতন্য আদি অন্ত।
মূর্খ হয়া লিখি গ্রন্থ মুঞি অতি মন্দ॥
এই মতে শান্তিপুরে আছেন দুইজন।
হৃদয়ে চৈতন্য পদ করেন ভাবন॥
আর এক কথা কহি শুন এক চিত্তে।
জঙ্গলী নন্দিনী শিষ্য হইল যেমতে॥
ক্ষেত্রিকুলে জন্ম এক নামে নন্দরাম।
কৃষ্ণ অনুরঙ্গেতে হয় বড় গুণধাম॥
দ্বিজকুলে উপাদান যজ্ঞেশ্বর নাম।
তেঁহো কৃষ্ণানুগ্রহে হয় বড় গুণবান॥
দোঁহে এক আত্মা হয় এক গ্রামেতে বাস।
কৃষ্ণকথা রসে দোঁহে সদাই উল্লাস॥
গঙ্গাস্নান করি দুঁহে গেলেন তীরে।
গঙ্গাস্নান করি দুঁহে ভাবিলা অন্তরে॥
যজ্ঞেশ্বর কহে ভাই বৃথা জনম গোঙাইনু।
অদ্যাবধি গুরুপাদ আশ্রয় না করিনু॥
(নন্দরাম বলে) পূর্ব্বর বৃত্তান্ত কিছু আছেন স্মরণ॥
যাহার স্থানে সিদ্ধমন্ত্র করিলা গ্রহণ॥
সেহি দেবী শান্তিপুরে সীতা ঠাকুরাণী।
চল যাঞা দেখি তাঁর চরণ দুখানি॥
ইহা বলি দুইজন শান্তিপুরে গেলা।
অদ্বৈত আচর্য্যে প্রভুর চরণ বন্দিলা॥
আচার্য্য কহেন তোমরা আইলা কোথা হইতে।
কোথা বা যাইবা সব কহিবা আমাতে॥

দুইজন কহে গোসাঞি হই অনাশ্রয়।
আশ্রয় হৈতে আইনু তোমার আলয়॥
আমরা তব বংশাবলীর শিষ্য হই।
পুংস গুরুর শিষ্য কোনকালে নই॥
প্রভুর ঘরণী দেবী সীতা মহামায়া।
লইতে আইলু তাঁর পাদপদ্ম ছায়া॥
আচার্য্য গোসাঞি কহে যাহ আঙ্গিনাতে॥
বসিয়াছেন গৃহারম্ভে দেখিবা সাক্ষাতে॥
আজ্ঞা পায়া দুইজন গমন করিল।
সীতার চরণে যাইয়া দণ্ডবৎ হৈল॥
ধৈর্য্য দূরে গেল দোঁহে প্রণাম করিল।
ছিন্নমূল দ্রুম যেন ভূমিতে পড়িল॥
বাহ্য স্মৃতি নাই দোঁহার ভূমেতে পড়িয়া।
কান্দিতে লাগিলা পূর্ব প্রেম সঙরিয়া॥
সীতা বলে উঠ বাছা কারণ কি বল।
উঠি জোড়হস্তে দোঁহে স্তবন করিল॥

তথাহি—শিষ্যবুচতু

অস্পৃষ্ট দেহৌশ্বপচে বহ্বাবা মস্তাশ্রয়াবাশ্রয়—
লাভ হেতুতঃ তৎ সান্নিধানঞ্চ সমাগতৌ নৌ পদা-
শ্রয়ং দেহি ঘৃণাহতা ত্বং॥

অনাশ্রয় অস্পর্শি আমরা দুইজনে।
আশ্রয় হইতে আইলাম শ্রীচরণে॥
আমাদের সম পতিতাধম নাহি আর।
দয়া নাহি উপেক্ষিবে মহিমা তোমার॥

তথাহি—সীতা উবাচ।

মদাশ্রিতাশ্চ সংত্যক্ত্বা স্বভাবং পৌরুষং যদা।
তদা ভবন্তি মচ্ছিষ্যাঃ লভন্তে পরমং পদং॥

আমার আশ্রয় হৈতে যেইজন চায়।
প্রকৃতিতে সিদ্ধ হয় পুংস নাহে রয়॥
ব্রজের নির্য্যাস রস কহিল তোমারে।
এই উপাসনা কৈলে পাবে ব্রজেশ্বরে॥
ইহা যদি সাধ্য বাছা হয় তোমা হৈতে।
রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ পাবে কুঞ্জের মাঝেতে॥
তোমরা আমার শিষ্য আমি হলেম গুরু।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাবে বাঞ্ছা কল্পতরু॥
ললিতাদি মাঝে সদা কুঞ্জেতে থাকিবে।
শ্রীরূপ মঞ্জরী সঙ্গে সেবন করিবে॥
ইহা শুনি দুইজন কান্দিতে লাগিলা।
সীতার চরণে দোঁহে লোটায়ে পড়িলা॥

হরি হরি আর কি এমন মোরা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, হইব প্রকৃতি লেহ,
রাসাদিক লীলা কবে পাব॥
রাধা বিলসিত কুঞ্জ, দেখি সখী রস পুঞ্জ,
কুসুমের চাঁদোয়া মশারী।
কুসুমিত সিংহাসনে, বসাইব দুইজনে,
কুসুমিত বিচিত্র কস্তুরী॥
ললিতাদিক সখী সঙ্গে, কৌতুক দেখিব রঙ্গে,
শ্রীরূপ মঞ্জরী সঙ্গে লীলা।
তুলসী মঞ্জরী সঙ্গে, চামর ঢুলাব রঙ্গে,
কমল কণ্ঠে গাঁথি দিব মালা॥
নিত্য রাধার আজ্ঞা পায়া, আনন্দে মগন হৈয়া
সেবন করিব সেই রাস।
কহে লোকনাথ দাস, শ্রীচৈতন্য পদে আশ,
কৃপা করি দেহ ব্রজবাস॥

—০—

সপ্তম অধ্যায়

এই মত দুই জনার মনোবৃত্তি দেখি।
কৃপা কৈলা সীতাদেবী সুললিত আঁখি॥
কপালেতে তিলকের বিন্দু পরাইল।
দেখিয়া সীতার মন আনন্দ হইল॥
বামভাগে বসাইলা দুই সাধুজন।
শ্রবণেতে সিদ্ধমন্ত্র করিল রোপণ॥
সীতা কহে শুন দুই শিষ্য প্রিয়তম।
কহি যে নিগূঢ় কথা করহ শ্রবণ॥
আগে গুরুমূর্ত্তি ধ্যান অন্তরে করিহ।
বস্ত্রমালা আদি করি পদে সমর্পিহ॥
তবে গুরুগায়ত্রী জপিয়া দশবার।
শ্রীপাদ-পদ্ম পূজিবে বিবিধ প্রকার॥
তবে বিশ্বম্ভর ধ্যান করিহ মানসে।
শ্রীচৈতন্য গায়ত্রী জপিহ বার দশে॥
আদ্য অর্ঘ্যে পুজিহ তাকে নানা উপহারে।
যাঁহার প্রসাদে প্রেম বাড়য়ে বিস্তরে॥
তবে ধ্যান করিহ ব্রজে কিশোর কিশোরী।
রত্ন সিংহাসনে বৈসে কুঞ্জের ভিতরি॥
প্রবাল মুকুতা তাহে গুঞ্জা সারি সারি।
চামর বাতাসে উড়ে মখমল মশারী॥
কল্পতরু ছায়া অটল কুঞ্জ আনি।
অপরূপ শ্রীকুঞ্জের চারি দ্বার জানি॥
সর্ব্বমুখ্য পশ্চিম দ্বার আপন উপাসনা।
কৃষ্ণবামে দাঁড়াইয়াছে কিশোরী নবীনা॥
আপনার সিদ্ধদেহ মনেতে ভাবিয়া।
শ্রীগুরুকে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারে বসাইয়া॥
গুরুস্থানে কুঞ্জসেবা করিয়া ভাবন।
সহর্ষে বিলাসামৃত করিবে ধ্যায়ন॥
এই মত ধ্যান করি কুঞ্জের সেবন।
মহাকাম গায়ত্রী যে করিবে সাধন॥
রাধিকার কামগায়ত্রী করিবে সাধন।
রাধা বীজ জপ করি রাধার পূজন॥
কৃষ্ণবীজে করিবে কৃষ্ণের পূজন।
সংক্ষেপে কহিল সাধ্য স্মরণ মনন॥
তবে দুই শিষ্য প্রেমে ডগমগি হৈয়া।
দণ্ডবৎ হইল দোহে ভূমিতে পড়িয়া॥
দুই শিষ্য মাথে দেবী ধরিলা চরণ।
আশীর্ব্বাদ করিলেন হরষিত মন॥
চৈতন্য প্রভুর কৃপা হউক সবারে।
নিত্যানন্দ যেন রাখে পদে কৃপা করে॥
দণ্ডবৎ হও প্রভু অদ্বৈত চরণে।
আশীর্ব্বাদ কর গোসাই শিষ্য দুইজনে॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে তোর হউক বিশ্বাস।
সতত বৈষ্ণব সঙ্গে প্রেমে কর বাস॥
এই আশীর্ব্বাদ কৈল আচার্য্য ঠাকুর।
আশীর্ব্বাদ মাত্রে প্রেম বাড়িল প্রচুর॥
তবে সীতাদেবী কহে শুন শিষ্য দুই।
মানিবে ভকতি সঙ্গে তবে মর্ম কই॥
শ্রীগুরু মনুষ্য জ্ঞান কভু না করিবে।
চৈতন্য স্বরূপ গুরু এমতি জানিবে॥
শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি না করিহ কভু।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন হয় মহাপ্রভু॥
তুলসীকে বৃক্ষজ্ঞান কভু না করিবে।
বিপ্রে নারায়ণ জ্ঞানে প্রণিপাত হবে॥

বৈষ্ণবেতে জাতিবুদ্ধি না করিহ মনে।
বৈষ্ণবের স্বরূপ আপনি ভগবানে॥
সংক্ষেপে কহিল এই মানিবে ভক্তি অঙ্গ।
এমতি হইলে চিহ্ন প্রেমের তরঙ্গ॥
এই মত দুই শিষ্যে উপদেশ কৈল।
নিজ গৃহে যাও বাছা দেবী আজ্ঞা দিল॥
করজুড়ি দুই শিষ্য করে নিবেদন।
না যাইব গৃহে মোরা করিব সেবন॥
সীতা বলে কোন সেবা করিতে হয় মনে।
শিষ্য বলে দাসী হইয়া করিব সেবনে॥
সীতা বলে যেই বলিলে সেই সত্য হয়।
প্রকৃতি না হইলে দাসী কেমনেতে হয়॥
এত শুনি দুই শিষ্য শঙ্খ দিল হাতে।
ললাটে সিঁদুর দিল বেণী বাঁধি মাথে॥
ধাউতের তাড় দুই হাতেতে পরিল।
কাঁচুলি ঘাগুরি পরি গোপী বেশ হইল॥
চরণে নূপুর দোহার রুনু-ঝুনু বাজে।
জগত মোহিনী বেশ দুই শিষ্য সাজে॥
শিষ্য পানে চাহি সীতা কহিতে লাগিলা।
পুরুষ হইয়া স্ত্রীবেশ কেমনে হইলা॥
করজোড়ে দুই শিষ্য করে নিবেদন।
গুরু পদাশ্রয় মাত্র দ্বিতীয় জনম।

তথাহি—শিষ্যাবুচতু।

যা কন্যা পিতৃ গোত্রাদৌতদন্তে স্বামিগোত্রিকা।
কৃষ্ণারাধনমাত্রেণ সাচ্যুত গোত্রিকা ভবেৎ॥

উপাদান কন্যা যেন থাকে পিতৃঘরে।
ততদিন পিতৃগোত্র সঙ্গ নাহি করে॥
কন্যাদত্ত হইলে সেই পিতৃগোত্র ছাড়ে।
স্বামীগোত্র হয় তবে শাস্ত্রের প্রচারে॥
তবে যদি সেই কন্যা আশ্রয় করয়।
অচ্যুত গোত্র বলি তারে সর্বশাস্ত্রে কয়॥
মহাতেজ কৃষ্ণবীজ রাধাবীজ আর।
আপনে জপিলে প্রেমের নাহি পারাপার॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরে মন্ত্রসিদ্ধি বহু দিনে।
কায়মনোবাক্যে কলিতে সপ্তদিনে॥
তাতে রাধাবীজ অতি তেজমন্ত্র হয়।
পুং বেশ ছাড়াইয়া করে প্রকৃতি উদয়॥
হয় কিনা ঠাকুরাণী ইথে দেহ মন।
এত বলি দুইজনা এড়িল বসন॥
ইহা শুনি শিষ্যপানে চাহে ঠাকুরাণী।
প্রকৃতি স্বভাব দোঁহার দেখিলা তখনি॥
আনন্দ পাইল দেবী শিষ্যে আজ্ঞা দিল।
আজ্ঞা পাইয়া দুইজন বসন পরিল॥
সীতার চরিত্র সব সমুদ্র আকার।
কহিতে সীতার গুণ শকতি কাহার॥
অদ্বৈত সীতার পাদপদ্ম করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথ দাস॥

—০—

অষ্টম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শুন শুন ভক্তগণ অপূর্ব্ব কথন।
যেরূপে ঈশানের শান্তিপুরেতে গমন ॥
দ্বিজকুলে জন্ম তেঁহ ঈশান দাস নামে।
শিষ্য করি সীতানাথ জিজ্ঞাসে ঈশানে ॥
কি বাঞ্ছা ঈশান তোমার কহ অভিলাষ।
আজন্ম আমার খ্যাতি হয় যেন দাস ॥
আনন্দে বলেন গোসাই যাহ নবদ্বীপে।
চলিল ঈশান প্রেমে শচীর সমীপে ॥
শচী কহে কোথা হইতে আইলা দ্বিজসুতে।
ঈশান কহে আইলাম শান্তিপুর হইতে ॥
মাতাপিতা ভ্রাতাবন্ধু আর কেহ নাই।
দাস করি কৃপা কৈলেন অদ্বৈত গোসাই ॥
তাঁর আজ্ঞা পাইয়া আমি আইনু হেথায়।
গৃহকর্ম করি থাকি যদি আজ্ঞা পাই ॥
শচী কহে কোন কর্ম্মে উপযুক্ত তুমি।
ঈশান কয় শুন শচী মাতা ঠাকুরাণী ॥
পালন করিতে পারি শিশু অগেয়ান।
তেঁঞি সে আমার নাম দাস সে ঈশান ॥
আনন্দে বলেন শচী থাক আমার ঘরে।
জীবন থাকিতে কভু না ছাড়িব তোরে ॥
নিমাই দোসর হইয়া থাক তুমি সাথে।
পুত্রের সম্বন্ধ আমি ধরিব তোমাতে ॥
মনে মনে ভাবে ঈশান ভাল যুক্তি হইল।
চৈতন্যের সেবা দেবী মোরে সমর্পিল ॥
সেই হৈতে গৌরপদ সেবেন ঈশান।
মনে হরষিত প্রভু গৌর ভগবান ॥
ক্ষণে ক্ষণে স্কন্ধে করে কোলে।
চরণ পাখালে প্রভুর ভৃঙ্গারের জলে ॥
মনবাঞ্ছা পূর্ণ করি চরণামৃত খায়।
প্রেম ডগমগি হইয়া নাচিয়া বেড়ায় ॥
একদিন শচীমাতা ঈশানের কোলে।
নিমাই থুইয়া শচী গেলা গঙ্গাকুলে ॥
হেথা মহাপ্রভু বলে শুনহ ঈশান।
ব্রজ ছাড়ি হেথা কেন করিলা পয়ান ॥
ঈশান কহেন আমি বুঝিতে না পারি।
ব্রজ ছাড়ি নবদ্বীপে কেন আইলা হরি ॥
সাঙ্গ-পাঙ্গ লইয়া সব করিলে বিহার।
আমাকে ছাড়িয়া তোমার এ কেমন বিচার ॥
যাবৎ কাল বুড়ী বৃষভানুর শ্বাশুড়ী।
রাধিকার মাতামহী নাম বড়াই-বুড়ী ॥
তোমার কারণে কত শত বন্ধ করি।
দান ছলে মিলাইলা রাধিকা সুন্দরী ॥
দানগড় মানগড় তাহার প্রমাণ।
আপনে সাধিলে দান রাধিকার স্থান ॥
ধাইয়া আইলা রাধার ধরিতে বসন।
সলজ্জিতে রাই তোমায় করিল বারণ ॥
দোঁহার মরমে দোঁহে মিলি নিপমূলে।
দধি দুগ্ধ সর সব ফেলি মহীতলে ॥
আর যত যত লীলা কৈলী গোপী সঙ্গে।
আমারে রাখিয়া মাঝে কৈলী কত রঙ্গে ॥

সেই অভাগিনী আমি নাম মোর বুড়ী।
জন্মিলাম দ্বিজকুলে ঈশান নাম ধরি॥
আচার্য্য গোসাই তবে ঈশান নাম থুইল।
দাস করি তোমার সেবাতে নিয়োজিল॥
শুনি তুষ্ট হইয়া প্রভু দিল আলিঙ্গন।
ভাল হৈল পূর্ব্ব সঙ্গী দিল দরশন॥
এই মতে পূর্বগৃহে রাখিয়া ঈশান।
আজন্ম সেবিল প্রভু গৌর ভগবান॥
শচীগৃহে গৃহারম্ভে যত কার্য্য হয়।
ভৃত্য হইয়া সব কার্য্য ঈশান করয়॥
সদা স্নেহ-ভাবে তারে কৈল শচী আই॥
শচীর ঈশান প্রিয় আর কেহ নাই।
বৈরাগ্য করিলা যখন চৈতন্য গোঁসাই।
আজ্ঞা কৈলা মহাপ্রভু ঈশানের ঠাঁই॥

বৃদ্ধ মাতা রাখি আমি করিব সন্ন্যাস।
থাকিহ মাতার সেবায় শুনহ দাস॥
শান্ত কর মাতা আর বিষ্ণুপ্রিয়া মোর।
ইহাদের অপ্রকটে যাবে শান্তিপুর।
এই মত প্রস্তাব আছে অনেক প্রকার।
লিখিয়াছেন বৃন্দাবন ব্যাস-অবতার॥
মহাপ্রভু অপ্রকট হেন নদে পুরে।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া অপ্রকটিলা তার পরে॥
অবনী মণ্ডলে মহা উৎসব হইল।
কিছু দিনান্তরে প্রকট লীলা সম্বরিল॥
অদ্বৈত সীতার পাদপদ্ম করি আশ।
সীতার চরিত্র ঈশান স্বরূপ প্রকাশ॥

—॰—

নবম অধ্যায়

শ্রীনবদ্বীপ হইতে ঈশান শান্তিপুরে।
প্রণমিলা যাইয়া শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বরে॥
অস্ত ব্যস্ত হইয়া ঈশান কান্দিতে লাগিলা।
ধৈর্য্য হইয়া সীতানাথে স্তবন করিলা॥

তথাহি—ঈশান উবাচ

ভগবদংশ রূপং ত্বাং বিশ্বরূপং জগৎপতিং।
অদ্বৈতমচ্যুতং বন্দেময়ি দীনেকৃপাং কুরু॥
ঈশান কহেন শুন অদ্বৈত ঈশ্বর।
তুমি চৈতন্য তুমি কৃষ্ণ তুমি বিশ্বম্ভর॥

ভগবানের অংশভেদে এক অংশ তুমি।
অনাথের নাথ প্রভু জগৎ পাল্য স্বামী॥
তোমা বিনে ঈশানের গতি নাহি আর।
এ ভব সাগর হইতে করহ নিস্তার॥

যথ—রাগ

হরি হরি কি মোর দৈব-দুরাশা
নবীন ঘন বাদরে, চাতক পিয়াসে মরে,
পবন বাদে না পুরায় আশা॥

ঈশানে দেখি দুঃখিত, কৃপা কৈলা সীতানাথ,
সমর্পণ কৈল গৌরপদে ॥
ঈশানেরে কৃপা করি, সেবা দিয়া গৌরহরি,
স্থান দিলা নিজ পাদপদ্মে।
কেবল আনন্দ কালে, যত যত কৃপা কৈলে,
কহিতে বিদরে মোর বুক ॥
সোনার বরণ অঙ্গে, বেশ না করিবে রঙ্গে,
আর না হেরিব চাঁদমুখ।
ঈশান ভেল বড় দুঃখী, প্রভু মোরে করো সুখী,
তোমার সেবক রাখ করে।
আচার্য্য কহে ঈশান, তুমি বড় ভাগ্যবান,
সেবক করিলা বিশ্বম্ভরে ॥
কহে দাস লোকনাথ, আজ্ঞা কৈল সীতানাথ,
বাস কর সীতা পদতলে।
প্রেমে ডগমগি হৈয়া, সব দুঃখ তেয়াগিয়া
সেবন করিহ কুতূহলে ॥

তবে ত ঈশান সীতার চরণ বন্দিল।
ঈশানেরে দেখি দেবী আশীর্বাদ কৈল ॥
বিরস বদন বাছা কেন দেখি তোর।
নয়নে বহিছে সুরধনীর হিল্লোর ॥
আইস আইস বাছা মোর সন্নিধান।
প্রভুর শেষ প্রসাদ করহ ভোজন ॥
অঞ্চলে মুছান দেবী ঈশানের মুখ।
না কান্দ না কান্দ আহা দেখে ফাটে বুক ॥
পাইবে চৈতন্য পদ তুমি সাধুজন।
আজি হতে কর তুমি জলের সেবন ॥
আজ্ঞা পাইয়া ঈশানের আনন্দ বাড়িল।
প্রসাদ সেবন করি সেবা আরম্ভিল ॥

কটিতে বান্ধিয়া ডোর আঁটিয়া কৌপীন।
সহস্র কলস জল সেবা করে দিন ॥
মস্তকেতে বিঁড়া বান্ধি কলসী আনিতে।
শীতল পাইয়া কীড়া পড়য়ে মাথেতে ॥
সদাই কম্পিত জিহ্বা হরি নাম করে।
শত শত কীড়া পড়ে মস্তক উপরে ॥
মস্তকেতে কীড়া সব করয়ে দংশন।
নির্বিঘ্নেতে হরিনাম করয়ে স্মরণ ॥
একদিন সীতানাথ ভোজনের শেষে।
ডাবর লইয়া ঈশান আইলা হরিষে ॥
সাবধানে হেটমাথে জল তুলি দিল।
প্রভুর সাক্ষাতে এক কীড়া পড়ি গেল ॥
অস্ত ব্যস্ত হইয়া ঈশান তুলিয়া লইল।
যতন করিয়া কীটে মস্তকে রাখিল ॥
আচার্য্য কহে ঈশান আইস তোমা হেরি।
মাছি কেন লাগিয়াছে মস্তক উপরি ॥
প্রভুর আজ্ঞায় ঈশান হেটমাথা কৈল।
মাথে কীড়া দেখি গোসাঞি বিস্ময় হইল ॥
পাকশাল হইতে দেবী আইলা আচার্য্যাণী।
কি লাগি বিস্ময় প্রভু কিছু কহ শুনি ॥
আচার্য্য কহেন সীতা ঈশান মাথাতে।
অতি বিপরীত কীড়া দেখহ সাক্ষাতে ॥
দেখি সীতা ঠাকুরাণী বিস্ময় অন্তর।
এমতি জানিবে প্রভু কেবক কিঙ্কর ॥
ঈশানে দেখিয়া দেবী অতি কৃপা ভর।
পদ্ম হস্তখানি দিলা মস্তক উপর ॥
মাথে হস্ত স্পর্শ-মাত্রে কীড়া ভাল হৈল।
সীতার চরণে ঈশান দণ্ডবৎ কৈল ॥

আশীর্ব্বাদ কৈল দেবী সন্তোষ অন্তর ॥
কে বুঝে সীতার মায়া অতি ঘোরতর ॥
অদ্বৈত সীতার পাদপদ্ম করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথ দাস ॥

—০—

দশম অধ্যায়

প্রভুপত্নী শিষ্যগণ লৈয়া শান্তিপুরে।
প্রকট লীলা দেখেন ভাবেন অন্তরে ॥
একদিন নীলাম্বর গৃহে মহোৎসব।
গেলেন আচার্য্য প্রভু সঙ্গে ভক্ত সব ॥
বিলাসী বৈরাগী পুরুষোত্তম পণ্ডিত।
মুরারী চৈতন্যদাস শ্রীবাস সহিত ॥
কমলাকান্ত যদুনাথ আর সনাতন।
নীলাম্বরগৃহে সব করিলা গমন ॥
সীতাঠাকুরাণী চলে দোলায় চড়িয়া।
চারি পারিষদে লয় কান্ধেতে করিয়া ॥
দোলার পাছেতে দুই পারিষদ যায়।
একাশে ঈশান দাস আর জানুরায় ॥
তাহাতে জানুর মনে কুবুদ্ধি জন্মিল।
দোলাকে বহিব স্কন্ধে এই বাঞ্ছা কৈল ॥
ধীরে ধীরে কহে জানু ঈশানের ঠাঁই।
দুই দিকে দুইজনে দোলা স্কন্ধে বই ॥
ঈশানে কহেন জানু ভক্তিমত নয়।
আজ্ঞা বিনে সেবা নিতে কোন্ শাস্ত্রে কয় ॥
কি জানি জানিলে পর দোলায় না চড়িবে।
মোর মনবাঞ্ছা সিদ্ধি কভু না হইবে ॥
ঈশান কহে তুমি দোলা কর স্কন্ধে।
জলপাত্র লইয়া আমি যাইব সচ্ছন্দে ॥
তবে জানু সম্ভ্রমেতে দোলা স্কন্ধে কৈল।
ফলান্তিক ধর্ম জানু মনেতে ভাবিল ॥
ইষ্টবন্ধু স্কন্ধে করি বহিল আপন।
এই ফলে মোর দোলা বহিবে অন্যজন ॥
এই ফল বাঞ্ছা জানু হৃদয়ে ভাবিল।
অদ্বৈত ঘরণী দেবী তখনি জানিল ॥
দোলা হইতে নামিলেন সীতা ঠাকুরাণী।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর বাণী ॥
শুন জানুরায় তুমি আমার বচন।
এইক্ষণে অন্যস্থানে করহ গমন ॥
ঐশ্বর্য্য ভাবনা বাপু ভাবিয়াছ মনে।
ঐশ্বর্য্য হইবে লাভ তোমার গমনে ॥
শুনি জানু ব্যাকুলিত কান্দিতে লাগিলা।
কি লাগিয়া ঠাকুরাণী এ দাসে ছাড়িলা ॥
ঠাকুরাণী বলে জানু কোন দোষ নাই।
ছাড়িব অবনী আমি কহি তব ঠাঁই ॥
তব বংশে বৈষ্ণবতা না হবে লক্ষণ।
পূর্ণ বিষয়ী হবে কর্মকাণ্ডে মন ॥
অত্যন্ত লোভেতে পূজিবে দেবী দেবা।
কভু না পাইবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা ॥
ঈশানকেও সমর্পিল তোমার সহিতে।
এবে কিছু অর্থ দিও সংসার করিতে ॥
শুনিয়া ঈশান দাস কন্দিতে লাগিলা।
অকস্মাৎ মুণ্ডে যেন বজ্র সে পড়িলা ॥
সংসারেতে কার্য্য নাই শুন ঠাকুরাণী।
আজন্ম সেবিব তোমার চরণ দুখানি ॥

সীতাদেবী কহেঈশান তুমি সাধুজন।
তোমার গৃহে জগন্নাথ করিবে গমন॥
ঐ দেখ অরণ্য মাঝে ভাঙ্গা মঠ সাজে।
সেই স্থানে জগন্নাথ করিবে বিরাজে॥
তোমার দুঃখের দুঃখী হইবে জগাই।
খাইবে তোমার অন্ন লইয়া বলাই॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ধন লুটিবে তোমার।
সঞ্চয় না রবে ধন গৃহের মাঝার॥
তোমার বংশে জন্মিবে তিনটি তনয়।
সমান অক্ষর তিন নামের উদয়॥
মহাসাধু জন্মিবেক ভক্ত অবতার।
কীর্ত্তনা মঙ্গলা তিন নামে মাতোয়ারা॥
জ্যেষ্ঠপুত্র হইবেক অধিক গুণবান।
সংকীর্ত্তন ধ্বনিমাত্রে হরিবেক জ্ঞান॥
করজোড় করি তবে কহেন ঈশান।
যুগল চরণে মোর এই নিবেদন।
মোর বংশে বৈষ্ণব বিনে না জন্মিবে আন।
সদা যেন চৈতন্য চরণে করে ধ্যান॥
কান্দিয়া ঈশান কহে আর কি দেখিব।
তোমা সব দরশন কেমনে ছাড়িব॥
এত বলি ঈশান দাস দণ্ডবৎ হইল।
পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া দেবী আশীর্ব্বাদ কৈল॥
সীতা কহে ঈশান তুমি মোর প্রিয়জন।
স্বতন্ত্র প্রচার হউক তোমার এক গণ॥
তবে ত ঈশান দাস করে নিবেদন।
সীতাদ্বৈত পরিবার মোর বংশগণ॥
সীতাদেবী কহে তোমার দয়া যেন থাকে।
ঈশান কহে যেন মোর বংশ নাম রাখে॥

সীতার চরণে ঈশান বিদায় লইলা।
কৃষ্ণমিশ্রের হস্তে তবে সমর্পণ কৈলা॥
তবে ত বন্দিলা প্রভু অদ্বৈত চরণে।
সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ সহ হৈল দরশনে॥
সম্ভ্রমে ঈশান করে গৃহেতে গমন।
চৈতন্য পিরীতে হরি বল বন্ধুজন॥

অদ্বৈত সীতার পাদপদ্ম করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথ দাস।

—•—

একাদশ অধ্যায়

শুন শুন সর্ব্বজন অপূর্ব কথনে।
পূর্ব্ব দুই শিষ্য বিদায় করিল যেমনে॥
আশ্রয় অবধি দোঁহে সেবন করয়।
ঠাকুরাণীর অঙ্গ সেবা যতকিছু হয়॥
নিজ গৃহানন্দে দেবী বসি একদিনে।
আজ্ঞা কৈল দুই শিষ্য করিতে গমনে॥
শুনি দুইজনে তবে কান্দিতে লাগিলা।
কি লাগিয়া ঠাকুরাণী অকরুণ হৈলা॥
সীতা বলে বাছা মনে না ভাবিহ আন।
মহাসাধু দুইজন বড় ভাগ্যবান॥
শুনহ নন্দিনী তুমি আমার বিচার।
শ্রীরাদেবী তোমার নাম ব্রজের মাঝার॥
বন আশ্রয় হয় কিবা বনিতা আশ্রয়।
ভজন করহ সদা শ্রীচৈতন্য পায়॥
আচম্বিতে কুমারীর গর্ভ উপজিবে।
সেই গর্ভে এক সাধু জনম লভিবে॥

সেই হৈতে হবে তোমার বিচার।
নন্দিনী সন্তান সেই সীতা পরিবার॥

তথাহি।

বৃন্দাবনে বিরা দেবী বৃন্দাখ্যা যা চ সংস্থিতা।
কলৌ ভূতলমাগত জন্ম লব্ধা ততঃ পরং॥
নন্দিনী জঙ্গলী নাম্নী শিষ্যা তে পরিকীর্ত্তিতা॥
জপিহ চৈতন্য নাম অরণ্য মাঝেতে।
হরিদাস নাম এক গৃহস্থের সুতে॥
গোধন রাখিতে যবে অরণ্য মাঝারে।
তোমার সেবক হবে সন্তান সাগরে॥
সেই হইতে তোমার গণ হইবে প্রচার।
রাখিবে তোমার নাম সীতা পরিবার॥
সেইস্থানে হইবে জঙ্গলী টোটাগ্রাম।
তোমার গণেতে হবে উদাসীন নাম॥
শিষ্যকে বিদায় করি মনেতে উল্লাস।
চৈতন্য গোসাই তোমার পুরাউক আশ॥
বিরহে ব্যাকুল হইয়া দণ্ডবৎ হৈলা।
দোঁহার মাথেতে দেবী চরণ ধরিলা॥
আচার্য্য গোঁসাইর কাছে করিলা গমন।
সন্তুষ্ট আচার্য্য তবে দিলেন চরণ॥
প্রভু-পত্নী আজ্ঞা দোঁহে মস্তকে ধরিল।
দুই দিগে দুই জনে গমন করিল॥
সীতার বিচ্ছেদে দোঁহার যেই দশা।
কহিতে বিদরে বুক প্রাণ বাহিরায়॥
নন্দিনী রহিল এক শূদ্রের আলয়ে।
অহর্নিশি হরিনাম জপেন হৃদয়ে॥
ভক্তিতে গৃহস্থ এক ঘর ছাড়ি দিল।
তপস্বিনী রূপে তথা নন্দিনী রহিল॥
অতঃপর নবাব এক উতরিলা তথি।
সহস্র লস্কর সঙ্গে উষ্ট্র ঘোড়া হাতি॥
এক গৃহী ব্রাহ্মণ আছিলা সেই গ্রামে।
সকল কহেন গিয়া সাহেবের কানে॥
পুরুষ হইয়া স্ত্রীমূর্ত্তি ধরে এ অতিথ।
জানিয়া সাহেব তাকে কহেন বিদিত॥
শুনিয়া নবাব চিত্তে বিস্ময় হইল।
তপস্বিনী আনাইয়া জিজ্ঞিসা করিল॥
নবাব বলেন তুমি পুরুষ কি নারী।
নন্দিনী কহেন আমি হই স্ত্রী আচারি॥
হুকুম হৈল সবার খুলিতে বসন।
নন্দিনী বলে আজি রজঃস্বলা দিন॥
আচম্বিতে উরু বাহি নাম্বয়ে রুধির।
দেখিয়া নবাব চিত্ত লইল অস্থির॥
স্তবন করেন সাহেব চরণে ধরিয়া।
অপরাধ ক্ষমা কর শিরে পদ দিয়া॥
তিন গ্রাম ছাড়ি দিলাম লিখে দানপত্র।
স্থাপিলেন গোপীনাথের শ্রীমন্দির তত্র॥
সাত বৎসরের এক কুমারী সে নারী।
আচম্বিতে গর্ভবতী হইল স্ত্রী আচারি॥
তাহার উদরে এক বালক জন্মিল।
অকস্মাৎ সেই নারী শরীর ছাড়িল॥
বালক বলেন আমি নন্দিনী কুমার।
শুনি চমৎকার হৈল সবার অন্তর॥
সেই পুত্র লৈয়া সেই গ্রামবাসী জন।
নন্দিনী দেবীর কাছে কৈল সমর্পণ॥

এই মত নন্দিনীর প্রকট প্রকাশ।
সেই হইতে জঙ্গলীর অরণ্যেতে বাস॥
হরিদাস নামে এক গৃহস্থ কুমার।
সতত রাখেন ধেনু বনের মাঝার॥
আচম্বিতে বনে দেখে এক তপস্বিনী।
বন্দিলেন গিয়া তার চরণ দুখানি॥
চরণ বন্দিয়া শিশু করে নিবেদন।
সেবক হইব আমি লইনু শরণ॥
জঙ্গলী কহেন বাছা তবে শিষ্য করি।
পুং দেহ ত্যাজে যদি হৈতে পার নারী॥
শিশু কহে তোমার করুণা যদি হয়।
গুরুজাতি শিষ্য হইলে গুরুমূর্ত্তি পায়॥
শুনিয়া জঙ্গলীদেবী হরষিত মনে।
শিশুর শ্রবণে মন্ত্র করিলা রোপণে॥
ললাটে তিলক বিন্দু অতি শোভা ধরে।
সর্ব অঙ্গে আভরণ ঝলমল করে॥
ধেনুগণ লৈয়া গেল যতেক রাখাল।
ঘরে ঘরে গিয়া সবে কহিল ছাওয়াল॥
বালকের পিতাকে কহিল শিশুগণ।
অরণ্যেতে তপস্বিনী রাখিল নন্দন॥
শিশুবাক্যে গৃহস্থের চিন্তিত অন্তর।
সত্বরে আইল গৃহী বনের ভিতর॥
দেখি তপস্বিনী কাছে আছয়ে বালক।
চমকিত হইল তবে গৃহস্থের বুক॥
বনান্তরে রহি গৃহী ডাকয়ে পুত্রেরে।
কি লাগি রহিলা বাছা বনের ভিতরে॥
বালক বলেন পিতা তুমি যাহ দ্বার।
আজি হৈতে আমি হইলাম জঙ্গলী কিঙ্কর॥

শুনিয়া গৃহস্থ তবে কান্দিতে লাগিলা।
খেদিত হইয়া গৃহী নিজ ঘরে গেলা॥
সেই শিশুর নাম রাখিলা হরিপ্রিয়া।
সেবেন রাধিকা পদ অরণ্যে বসিয়া॥
মস্তকে রাখিল কেশ রাঙ্গা বসন পরে।
খাউতের তাড় শঙ্খ কঙ্কন দুই করে॥
অরণ্যেতে গুরু-শিষ্য আনন্দে রহিলা।
লস্কর সহিতে সুবা তাহা প্রবেশিলা॥
গ্রামবাসী নালিশ করিল সুবার কাছে।
এক তপস্বিনী এই জঙ্গলেতে আছে॥
পরের শিশুকে সে শিষ্য করি বোলে।
না জানি কি মন্ত্র তার জর্ণেতে কহিলে॥
কিবা যেই মন্ত্রের বল পুরুষ দেহ ছাড়ি।
সচ্ছন্দে করিছে বাস স্ত্রীমূর্ত্তি ধরি॥
বুঝিয়া সাহেব ইহা তাকিত (সন্ধান) করিবা।
জানিয়া অরণ্য হইতে খেদাড়িয়া দিবা।
শুনিয়া নবাব চিত্তে বিস্ময় হইব।
অরণ্য হইতে জঙ্গলীকে ডাকাইল॥
আসিয়া জঙ্গলী প্রিয়া দাঁড়ারে রহিলা।
উলঙ্গ করিতে সুবা হুকুম করিলা॥
জঙ্গলী কহেন সুবা শুনহ বচন।
আমার অঙ্গ পরশিলে তোমার মরণ॥
ক্রোধ করি সুবা তবে বলে খাদিমেরে।
বস্ত্র খুলিতে খাদিম ধরিল অম্বরে॥
তবে ত জঙ্গলী ভাবে সীতার চরণ।
হৃদিমধ্যে চিন্তে সদা আনন্দিত মন॥
যতেক বসন খোলে তত বস্ত্র হয়।
বস্ত্ররূপে আচার্য্যাণি সহায় করয়॥

উলঙ্গ করিতে নারে সকলে বিস্মিত।
লজ্জিত হইল সুবা অন্তরে ক্ষোভিত॥
মুখে রক্ত উঠে সুবা মৃতপ্রায় হৈলা।
কাঁদিতে লাগিল ভয়ে বস্ত্র গলে দিলা॥
স্তবন করেন সুবা চরণে ধরিয়া।
অপরাধ ক্ষম আমা অধম দেখিয়া॥
ম্লেচ্ছ জাতি হীনাচারী বিচার না জানি।
মোর দণ্ড উচিত তাহা করিলা আপনি॥
খাদিম দেখিয়া আমা কৃপা দৃষ্টি কর।
জঙ্গল সকল দিলাম সত্য বাক্য ধর॥
মনেতে বিচারি দেবী সন্তুষ্ট হইলা।
দেশে দেশে জঙ্গলীর নাম প্রকাশিলা॥
পাণ্ডুয়া মোকাম হইতে আইলা ফকির।
শুনিয়া জঙ্গলী দেবীর এরূপ জাহির॥
দেওয়ান আইলা তথা ব্যাঘ্রোপরে চড়ি।
অনেক ফকির সঙ্গে ধরি রাঙ্গা ছড়ি॥
এখানে জঙ্গলী দেবী জানিলেন মনে।
হাসিয়া কহেন দেবী হরিপ্রিয়া স্থানে॥
শুন হরিপ্রিয়া বাছা পাণ্ডুয়া হইতে।
মন দৃঢ়াইতে দেওয়ান আনিবে ত্বরিতে॥
হরিপ্রিয়া বলে কিছু নাহিক বিচার॥
সীতার চরণ তবে আছয়ে আমার॥
আচম্বিতে বৈকালে আইল দেওয়ান।
খাদিম বলেন নারী আনহ বিহান॥
দেওয়ান সঙ্গে আছে ফকির বিস্তর।
ভাণ্ডারের চেষ্টা গিয়া করহ বিস্তর॥
তবে ত জঙ্গলী প্রিয়া মায়া বিস্তারিল।
আচম্বিতে পারিষদ বিছানা আনিল॥
যথেষ্ট বিছানা দিল কি কহিব তার।
জনমিয়া হেন দ্রব্য নাহি দেখি আর॥
তবে ত দেওয়ান কহে জঙ্গলীর স্থানে।
ধর সওয়ারির ব্যাঘ্র বসিব আসনে॥
জঙ্গলী কহেন বাছা শুন হরিপ্রিয়া।
রাখহ ব্যাঘ্রেরে তুমি কর্ণেতে ধরিয়া॥
নাম্বিল দেওয়ান ব্যাঘ্র হরিপ্রিয়া ধরি।
মারেন দ্বাদশ পাক অতি উচ্চ করি॥
বিস্মিত হইল দেওয়ান ভাবে মনে মন।
হিন্দুমাঝে বুঝি আছ তুমি একজন॥
যোড় হস্ত করি বলে আজ্ঞা দেহ মোরে।
জানিলাম যাই তবে পাণ্ডুয়া নগরে॥
আজ্ঞা পাই পাণ্ডুয়াতে গমন করিল।
দেখিয়া সকল লোক বিস্ময় হইল॥
অদ্ভুত চরিত্র সীতার কে কহিতে পারে।
দেখিল অদ্ভুত যত গ্রামবাসী নরে॥
এই মতে তিন সাধ্, তিন স্থানে ধন্য।
প্রাণের বল্লভ তিনের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥
দাস্যাদি সখ্য বাৎসল্য আর যে মধুর।
চারিভাবে মাতোয়াল অদ্বৈত ঠাকুর॥
নাটকের ইন্দু প্রভু শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর।
আভীর বালক যৈছে ত্রিভঙ্গ সুন্দর॥
প্রকৃতি স্বভাবে আছে অতি গূঢ়তর।
জঙ্গলী ধরেন বেণী মস্তক উপরে।
সেই ভাবে সেই প্রভু সঙ্কীর্ত্তনে নাচে।
যখন যা ভাবোদয় তখন তা কাচে॥
সখ্য ভাবান্তরে প্রভুর যখন উদয়।
আটিয়া বসন প্রভু কটিতে বান্ধয়॥

চৈতন্যের দাস ভাব সদা ভাবে মনে।
তৈছে গূঢ়বুদ্ধি করেন আপনে॥
নিত্যসিদ্ধ দুই নাম ধরি সীতানাথ।
বিহরে গোবিন্দ সাথে গোপ গোপীনাথ॥

তথাহি—পদ্মপুরাণে।

নিষ্ঠাশান্তিস্তথা দাস্যং দয়া বাৎস্যমেবচ।
প্রীতিঃ ক্ষমা মধুরতা সন্নিষ্ঠা ভাবমেবচ॥
এতদ্ গুহ্যতমং ভাবং জায়তে বৈষ্ণবে সদা॥

তথাহি।

বিদ্যাসঙ্গোপনার্থায় পূর্বে বৃন্দাবনে স্থিতা।
পরকীয়া নিত্যলীলা পূর্ণমাসী চ নিত্যশঃ॥

এসব নিগূঢ় কথা কহনে না যায়।
কহিতে বিদরে বুক প্রাণ বাহিরায়॥
না কহিলে প্রভু নিন্দা কহিতে না পারি।
এসব বুঝিলে হয় ভক্তি অধিকারী॥

এক তত্ত্বে বহুমূর্ত্তি হইয়া সেবয়।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলার সহায় করয়॥
জানিয়া এসব কথা করয়ে সাধন।
সীতানাথ তত্ত্ব কিছু জানিয়ে সেজন॥

তথাহি।

সুশোভনা বৃন্দাদেবী বিশাখা রতি মঞ্জরী।
তাঃ সর্বা ভক্তরূপেণ সংজাতাশ্চ কলৌযুগে॥
ব্রজলীলা সমাপ্তেতু রাধাগুণ সমন্বিতা।
ভক্ত ভাবায় সংজাতা কলৌ নিত্যপরায়ণা॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথ দাস॥
ত্রয়োদশ অধ্যায় গ্রন্থ হইল সমাধিত।
শ্রীসীতার চরিত্র লিখিল লোকনাথ॥
এই সব লীলাগুণ যে করে স্মরণ।
অন্তিমে পাইবে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে যার আশ।
শ্রীসীতা চরিত্র কহে লোকনাথ॥

সমাপ্ত

সম্পাদকের নিবেদন

আচার্য্য বিষ্ণুদাস বিরচিত সিতাগুণ কদম্ব প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক; কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার স্বহস্ত লিখিত পুঁথি বা তাহার সময়ের কোন পুঁথি পাই নাই। মূল পুঁথি হইতে নকল করা এক পুঁথি পাইয়াছি, উহা ১১৯৬ সালে (১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) নকল করা হইয়াছিল। উহার লেখা বহুস্থানে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—অনেক কষ্টে পাঠ উদ্ধার করিতে হইয়াছে।

গ্রন্থে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে যেগুলি শ্রীমদ্ভাগবত বা বিদগ্ধ মাধব হইতে গৃহীত, সেগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখিয়াছি। বাকীগুলি "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" করিয়াছি। পরিশিষ্টে ঐগুলি যতদূর পারিয়াছি শুদ্ধ করিয়াছি।

এই গ্রন্থের টীকা লিখিবার কালে বহু গ্রন্থের প্রয়োজন হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মফঃস্বলে থাকার জন্য অনেক প্রয়োজনীয় গ্রন্থের আলোচনা করিতে পারি নাই।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, নরহরির অদ্বৈত বিলাস, শ্যামদাসের অদ্বৈত মঙ্গল, হরিচরণের অদ্বৈত মঙ্গল, দুঃখী কৃষ্ণদাসের অদ্বৈত তত্ত্ব, লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের অদ্বৈত বাল্যলীলা সূত্র, কবিরাজ গোস্বামীর অদ্বৈত সূত্র কড়চা, লোকনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের সীতা মাহাত্ম্য এবং লোকনাথের সীতা চরিত্র দেখিবার বড়ই দরকার ছিল কিন্তু একখানি মাত্র দেখিতে পাইয়াছি—সেখানি সীতা চরিত্র।

সীতা মাহাত্ম্য এবং সীতা চরিত্র একই গ্রন্থ কি না জানি না; আমার অধ্যাপক ৺রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ মহাশয় তাঁহার "বৈষ্ণব সাহিত্যে" সীতামাহাত্ম্যের উল্লেখ করিয়াছেন। আর ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে সীতাচরিত্রের বিবরণ দিয়াছেন। উহাতে জঙ্গলী নন্দিনী এবং জান্নুরায়ের প্রসঙ্গ আছে এবং উহা এই গ্রন্থেও আছে। ফলতঃ এই গ্রন্থের সহিত সীতা চরিত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে। তাই ঐখানি দেখিবার বড়ই ইচ্ছা ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছা হইলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে এ ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিব।

অদ্বৈত প্রকাশের সঙ্গে এই গ্রন্থের বহুস্থানে ঘটনাগত ঐক্য আছে, স্থানে স্থানে পার্থক্যও আছে। একটি কথা এখানে বলিয়া রাখি, ঈশান অদ্বৈত প্রভুর তিরোধানের পর স্বীয় বিদায় কাহিনী উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণুদাস নীলাম্বর গৃহে সংকীর্ত্তনে যাইবার কালে উহার বর্ণনা দিয়াছেন। অনুমান হয় সংকীর্ত্তন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই অদ্বৈত প্রভু তিরোহিত হন এবং তাহার পরেই ঈশান চলিয়া যায়।

বিষ্ণুদাস অদ্বৈতপ্রভুর তিরোধানের পরও জীবিত ছিলেন কিন্তু তিনি গ্রন্থে অদ্বৈত প্রভুর তিরোধান উল্লেখ করেন নাই। কেন না অদ্বৈত প্রভুই এই গ্রন্থের নায়ক। আর রসবিচ্ছেদ হেতুত্বাৎ মরণংনৈব বর্ণতে"—এই নীতি অনুসারে নায়কের মৃত্যু বর্ণনা করিতে নাই।

টীকা ও ভূমিকায় গ্রন্থের সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়াছি। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাবর্গ দোষ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

লাহেরিয়াস রাই — শ্রীহৃষিকেশ বেদান্তশাস্ত্রী

২৪শে শ্রাবন, ১৩৪৬

সীতাগুণ কদম্ব

প্রথম অধ্যায়

শ্রীগুরবে নমঃ

বন্দে শ্রী গুরু চৈতন্যমবধৌতম্ কৃপাময়ম্.।
সিতাদ্বৈতৌ রাধাকৃষ্ণেসনগোপ্যহম্.॥

প্রথমে বন্দিব আমি শ্রীগুরু চরণ।
ধরণী লোটাঞা পড়ো আনন্দিত মন॥
কৃপামঅ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদযুগে।
দণ্ডবৎ হৈঞা পড়ো সহস্র সংখ্যকে॥
চৈতন্য দ্বিতীয় দেহ প্রভু নিত্যানন্দ।
সাদরে বন্দিব আমি তার পদদ্বন্দ্ব॥
সিতা ঠাকুরাণী বন্দো অদ্বৈত ঘরণী।
জন্মে জন্মে আমি জার দাস অভিমানী॥
চৈতন্য কিংকরি সিতা মাতার স্বভাব।
মোর আগে সেই সিতা চৈতন্য প্রভাব॥
প্রথমে বন্দিব মুঞি সেই দুহারি চরণ।

অদ্বৈত প্রভুর পদ করিআ বন্দন॥
অগ্র পশ্চাৎ দোস না লইবা আমার।
সভি শক্তি ভক্তিমান সর্ব সাস্ত্রের বিচার॥
বৈষ্ণবের পাদপদ্ম বন্দি এক মনে।
রাধাকৃষ্ণ পদযুগ বন্দ বৃন্দাবনে॥
চতুর্দিগে বন্দ তার জত বৃজঙ্গনা।
কৃপা করি সভে মোর পুরাহ বাসনা॥
অধিক বন্দনা করি ভক্তগণ পদে।
মুড় দেখি মোর না লইবে অপরাধে॥
তোমরা সদো সবে বাঞ্ছে পরহিত।
সাস্ত্রেতে বাখানে তোমার স্বভাবি রীত॥

তথাহি শ্রীরূপ রচনৈঃ

অপ্রেক্ষ্যক্রমমাত্মনো বিদ্ধতি প্রীত্যা পরেষাং প্রিয়ং
লজ্জন্তে তুরিদেগমাদিব নিজস্তোত্রানুবন্ধাদপি।
বিদ্যাবিত্তকুলাদিভিশ্চ ঝদমী যান্তি ক্রমান্নম্রতাং
রম্যা কাপি সতামিয়ং বিজয়তে নৈসর্গিক্রী

সিতাগুণ কদম্ব কহিতে মনে ভঅ।
ভক্তের নিকট কহি হইআ নির্ভঅ॥
শুনিলে অভক্তগণ না হবে লুব্ধ।
রসিক ভকতের মন হইবে মুগ্দ॥

প্রক্রিয়া॥

তথাহি—

উদাসতাং নাম রসানভিজ্ঞাঃ কুতৌ ভবামী রসিকা স্ফুরন্তি।
ক্রমেলকৈঃ কামমুপেক্ষিতেঽপি পিকাঃ সুখং যান্তি পরং রসালে॥

অদ্যপি আমার কৃত না হয় নির্ম্মল।
সিতাগুণে ভক্তগণ হইব সিতল।

শ্রীমুর্ত্তি পরস জদি কুপোদক হঅ।
অপজ্ঞা না করে চরণামৃত বলি খাঅ॥

শুন শুন ভক্তগণ করি নীবেদন।
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধার উৎকণ্ঠিত মন॥
ক্ষেণে ওঠে ক্ষেণে বৈসে ক্ষেণেতে মুর্চ্ছিত।
ক্ষেণে কান্দে স্তব্ধ ক্ষেণে না রহে সম্বিত॥
নিত্যরাধা পূর্ণমাসি সে সব দেখিল।
শ্রীকৃষ্ণ নিকটে জাঞা বির্ত্তান্ত কহিল॥
তোমার লাগিয়া সেই ভানুর নন্দিনী।
বিরহে আকুল সদা না রহে পরাণী॥
তুমিত সমুদ্র রাধা নবরস নদী।
তোমারে স্পর্সিতে সেহো চাহে নিরবধি॥
পথে ছিল পতি তরু দূরে তেআগিল।
ধর্মরূপ সেতুবন্ধ হেলাঅ ভাঙ্গিল॥
লজ্জিল অবৃত জত নিজ গুরুজন।
তোমার তুরান্ত বাক্য না হেরি সমান॥
না দিয়া স্পর্সিতে ঠেলি ফেলাইলে দূরে॥
কেমনে ধরিবে তুমি নাম রত্নাকরে॥

তথাহি—

হিত্বা দূরে পথিধবতরোরান্তিকং ধর্মসেতোর্ভঙ্গোদ্‌গ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণবনরসা রাধিকা বাহিনীত্বাং বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাঃ করোষি।
(ভাবমস্যাস্তনোসি)

তোমার মুখের কথা নারিকেলের জল।
মন্দহাসি কর্পূরেতে হইআছে মিশাল॥
শ্রবণেতে পান করি রাই বিনদিনী।
সে বিস জ্বালায় মরে না রহে পরাণী॥
তোমার অম্রত অঙ্গ সঙ্গ জদি হয়।
তবে সে জিঅএ রাধা কহিনু নিশ্চয়॥

তথাহি—

সখিজল্পিতনারিকেলনিরং স্মিতকপূরাবৃত হরের্নিপীয়
তদঙ্গসঙ্গধাং বিনা ন তস্য গ্লপিতাং গরলেন জীবিতাস্মি॥

এতো শুনি কৃষ্ণচন্দ্র হইলা ডগমগ।
রাই সঙ্গ লাগি তার বাড়িল উদ্বেগ॥
তবে পুন বিসখা সহিতে পূর্ণমাসি।
দুঃখভাবে রাধা ঠাকুরাণী জথা বসি॥
আসিআ রাধার প্রীতি কহে পরিহাস।
তোমার দুঃখ সুনী কৃষ্ণ করে পরিহাস॥
অনেক জতন করি বুঝাইনু তারে।
সুনিয়া না সুনে কৃষ্ণ কহিনু তোমারে॥
তোমার হৃদএ বেথা অন্য প্রতিকার।
করহ কহিনু সত্য এ যুক্তি আমার॥
ইহা শুনি রাধা কহে শুন ঠাকুরাণী।
অন্য প্রিতিকার সব বিপরীত মানী॥
আকাশ প্রজ্বলিত স্পর্ষিত অগ্নিমঅ।
রঙ্গণের মালা তার মাঝে কৈছে রঅ॥
সজল নবিন মেঘ জদি দআ করে।
আনল নিভাঅ মালা বাঁচিতে সে পারে॥

পূর্ণমাসি কহে এই সব অকারণ।
পরসিতে চাহ চন্দ্র হইআ বামন॥
কোন হেতু হঅ তোমার এত অহংকার।
না জানী ব্রজেরে মাঝে গৌরব তোমার॥
বৃন্দাবনে জুবতী বড়াই সভে মানী।
সভে মাত্র হও তুমি তাহার নাতিনী॥
লক্ষি সেবা করে সেই শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
সে কৃষ্ণ পাইতে বাঞ্ছা করো কি কারণ॥
(শ্রীরাধাকৃষ্ণ সত্যঃ)
সে আস ঘুচাহ শুন আমার বচনে।
অন্য প্রীতিকারে দুঃখ কর নীবারণে॥

তথাহি—

জয়ত্যান্ত নপ্‌ত্রী সতু কমলয় লালিত পদঃ কথঙ্কারং তস্মৈ মুহুরসুলভায় স্পৃহয়সি।
প্রসাদ ব্যাহারে মম রচয় চেতো দিবিচরং গ্রহীতুম পাণিভ্যাম বিধুমহহ মাভুঃ কুতুকিনী॥

রাই কহে ঠাকুরাণী করি নিবেদন।
কৃষ্ণ প্রীতি নিরাসা করি মোর মন॥
কিন্তু এক আসির্ব্বাদ চাহিয়ে তোমার।
এই ক্ষণে মিত্যু জেন হএ গো আমার॥
মরিঞা ভ্রমরি হঞা তার বোনমালে।
রহিব পাইব কৃষ্ণ মুখ পরিমালে (পরিমলে)।
এত বুলি রাই তবে পড়ে মুরুচিআ।
বিসখা আকুল হৈল সে দসা দেখিয়া॥
ছল ছল আখি ভগবতি প্রতি কহে।
পরিত্রাণ কর দেবি নীবেদিল তোহে॥
তব ভগবতী মহা লজ্জিতা হইলা।
ত্রাস পাঞা আপনাকে ভর্ষিতে লাগিলা॥
হঅি হঅি ধিক মোরে কি কাজ করিল।
বিপদ রূপ কালসর্পী আপনি ধরিল॥
পুনরপি ভাগবতি সদএ হইআ।
রাধারে আপন কোলে নিল উঠাইআ॥
আস্বাসিআ কহে বাছা দুঃখ না ভাবিহ মোনে।
পরিহাসে কহিলাম কথা কৈতব বচনে॥
জথার্থ কহিএ স্নেবে কর অবধান।
তোমা সম ভাগ্যবতি নাহি বৃন্দাবন॥
সিব বিরিঞ্চিত জার চরণ ধিআঅ।
সে হরি তোমার রূপ সদাএ ধিআঅ।
বংশী স্বরে সদা করে তোমার গুণগানে।
তোমার লাবণ বিনে না হেরে নয়ানে॥
রাই কহে রাধা মোরে দআ কি করিবে।
ও পদ পল্লব ছাআ মোরে নাহি দিবে॥
ইহা শুনি আস্বাস পাইলা বিনদিনী।
আপনার মোনে পুন সন্দেহ বাখানী॥
ভগবতি কহিলা অদ্যাপি সত্য হঅ।
তথাপি আমার মোনে না হএ প্রত্তঅ॥
তবে পূর্ণমাসি পুন ললিতারে ভাসে।
জাবত মাকন্দ মূলে কৃষ্ণ না আইসে॥
সংকেতেতে কর্ণীকার কুঞ্জের ভিতর।
গোপন করিবে রাধা না হএ গোচর॥
আমিহ গোবিন্দ লৈআ আসিব অথন।
ইহা বলি পূর্ণমাসি করিল গমন॥

নিজকার্য্য ভগবতী সত্বরে সাধিল।
মায়া বলে সব বৃন্দাবন আচ্ছাদিল॥
তবে দেবি নন্দিশ্বরে গমন করিলা।
কৃষ্ণেক লইয়া পুন সঙ্গেতে অ'ইলা॥
রাই সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রেক করিলা মিলন।
দোঁহা মুখ হেরি দুহার সজল নঞান॥
চতুর্দ্দিগে বিচ্ছীত হইআ গোপীগণ।
সেবা অঙ্গীকার মাগে ভগবতির স্থান॥
জার জেই সেবা দেবী করিলা বন্টন।
সেবা পাইয়া ভগবতি বন্দিলা চরণ॥
সংঙ্গেতিতে ভগবতি আনন্দ হইলা।
শ্রীরূপ গোসাঞি তাহা সকলি লিখিলা॥
এই মতে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথম সংঙ্গমে।
সেইকালে জে জে হইল লিলার নিঅম॥
স্তন আর এক কহি অপরূপ কথা।
রাধার হৈল কৃষ্ণের সত্তগুণ বেগ্রতা॥
দিনে দিনে বাড়ে রাধার প্রেমরত্নাকর।
তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র হইলা ফাফর॥
মনে মনে চিন্তে কিবা উপাঅ করিব।
ইহার বির্ত্তান্ত আমি কাহারে পুছিব॥
জগতমোহন আমি রাধা মোহে মোরে।
রাধার স্বভাব বিনে কে বুঝিতে পারে।
আর একদিন কৃষ্ণ বিসখাভুবনে।
আপনার মধুরিমা দেখিআ দর্পণে॥
ধরিলা আমার রূপ ধরে এত বল।
জে লাবণ্য ব্রজবধু হইলা পাগল॥
আমা লাগি জত দুঃখ পাইলা বিনোদিনী।
তাহার দুঃখের দুঃখ হইলে সে জানী॥
সত্য সত্য এহি মোর অবশ্য করণ।
নিশ্চঅ করিব রাধার ভাব গ্রহণ॥
দেসে দেসে ভ্রামাইব তার গুণাধিন।
নটবর বেস ছাড়ি পড়াব কপিন॥

তথাহি—

শ্রীরাধায়াঃ প্রেমাধিনং তদ্ভাবাগ্মহমেব চ
সংহযুবে সভুষায়াং ভু ভু কোপিনমিহ॥

এহি মতে কৃষ্ণচন্দ্র রহেন কৌতুকি।
সিতাগুণ কদম্বের হেতু ইহা লিখি॥
মোর বাঞ্ছাবিজ হয় সিতার চরিত্র।
তাহার কারণ প্রভু বলিলা পবিত্র॥
ভাব গ্রহণের কাল নিকট হইল।
ব্রজদেব গোপেশ্বরে আগে পাঠাইল॥
পোর্ণমাসি দেবী তবে আইলা পশ্চাতে।
অবতার হেতু এহি দুই অবনীতে॥
গোপেশ্বর অদ্বৈত নামেতে হৈলা খ্যাতি।
সিতা নামে পুর্ণমাসি জগতে বিখ্যাতি॥
সিলট গ্রামেতে নামে কুবের আচার্য্য।
সুদ্ধ সান্ত দ্বিজ তেজোমঅ সর্ব পুয্য॥
বিষ্ণুভক্তি পরাঅণ পণ্ডিত গম্ভির।
সর্ব কর্মে সুদিক্ষীত কন্দর্প শরীর॥
তাহার ঘরণীর নাম লাভা জগন্মাতা।
নৃসিংহ দ্বিজেরে তেহো হএন দুহিতা॥
কার্ত্তিকেয় ব্রত পরায়ণ ঠাকুরাণী।
জন্মিলা তাহার ঘরে অদ্বৈত আপনী॥

সিরেতে চাচর কেস করে টল টল ॥
নিরমিল বিধাতা ললাট নিরমল ॥
বাঁকা ভুরু শোভে তাহে জিনি কামধেনু ।
পদ্মনেত্র ওষ্ঠ বিম্বফল হেম তনু ॥
চাঁদ মুখে মন্দহাসি দেখিতে মিলঅ ।
খঞ্জন গঞ্জন ভাতি ভুবন ভুলাঅ ॥
কর পদ্মে পাদপদ্মে ভ্রমরি গুঞ্জরে ।
গগন চাঁদের হাট তাহা শোভা করে ॥
গোবিন্দ নিকটে আসি কহে ঠাকুরাণী ॥
তুমি আমার পিতা আমি তোমার নন্দিনী ॥
অপুত্রেক যেই দ্বিজ ভাবে মোনে মনে ।
বিধাতা সদঅ বুঝি হইলা এতোদিনে ॥
ইশ্বরি স্বভাব দেখি এই যে কন্যার ।
মোর পিতা কহে জন্ম সফল আমার ॥
কন্যা লইয়া বিপ্র আইলা আপন আবাসে ।
মহানন্দে কন্যা ছিলা ব্রাহ্মণীর পাসে ॥
তাহার ব্রাহ্মণী যোগমাআ পরাঅণা ।
যোগমাআ কন্যা হয় আছিল কামনা ॥
তার মনবাঞ্ছা সিদ্ধি করি ঠাকুরাণী ।
পুস্পবোনে জন্মি তারে মা বলে আপনি ॥
ভাদ্রমাসে সিতপক্ষে জন্মে চতুর্দসিতে ।
সেই হেতু সিতা নাম হইলা জগতে ॥
কন্যা পাঞা ব্রাহ্মণী হরসিত মন ।
অপ্রাকৃত বাৎসল্যেতে করেন লালন ॥
তবে যাঅ আচার্য্য গোসাঞি শান্তিপুরে ।
বসিলা পণ্ডিত মাঝে প্রভু যোগেস্বরে ॥
পিতা ভাগবত অর্থ করেন স্থাপন ।
জ্ঞানখণ্ডি ভক্তিযোগ করেন পালন ॥
জতেক পণ্ডিতগণ হঅ আজ্ঞাকারী ।
প্রভুকে রাখিলা তারা বহু যতন করি ॥
সান্তিপুরে রহিলেন অদ্বৈত গোশাঞি ।
তাপত্রয় দুঃখশোক কারো ঘরে নাঞি ॥
আর এক নিবেদন শুন ভক্তগণ ।
এবে কহি প্রভুর বিভাহের ঘটন ॥
একদিন গোসাই আইলা গঙ্গাতিরে ।
কৃষ্ণকথা রসেতে পণ্ডিত সমিস্তারে ॥
সেই দিণ সীতাদেবী আইলা গঙ্গাস্থানে ।
হাস পরিহাস চারি পাচ সখি সনে ॥
তাহা দেখি প্রভুর মোনে সন্তোস বাড়িল ।
আপনার প্রিআ দেখি লৎকণ্ঠা বাড়িল ॥
দুইজনে ঠারাঠারি নঞান চাতুরি ।
তার কৃপা বিনা কেহো বুঝিতে না পারি ॥
সেহি দিন গেলাম আমি গোবিন্দের ঘরে ।
দেবীর বিভাহ লাগি কহিলাম তারে ॥
তবে আমি অদ্বৈতের সংবাদ কহিনু ।
প্রভুর স্বভাব কিছু তারে দেখাইনু ॥
দেখিআ গোবিন্দ কহে এত ভাগ্য হবে ।
মোর কন্যা প্রভু কবে গ্রহণ করিবে ॥
ঘটনা করিতে তবে গেল ততক্ষণে ।
সিতার বিভাহ দিলা অদ্বৈতের সনে ॥
এহিরূপে সিতা সহে প্রভু সান্তিপুরে ।
মহাপ্রভু লাগি দুহার দুঃখিত অন্তরে ॥
অহর্নিসি কৃষ্ণরসে করেন বঞ্চন ।
এবে কহি শুন সিতার জত পরিজন ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র গুণধাম অচ্যুত গোসাঞি ।
চৈতন্য সরিরে তেহ কিছু ভেদ নাই ॥

ইহার বিত্তান্ত আগে করিব বর্ণন।
সে সব প্রস্তাবে ইহা নাহি প্রয়োজন॥
কৃষ্ণ মিশ্র নামে সিতার দ্বিতিঅ নন্দন।
জাহার সরে সদা প্রভু নারায়ণ॥
গোপাল গোসাঞির তৃতীয় নন্দন।
নীলাচলে জে মহিমা না জায় কথন॥
সংকির্ত্তন স্থনি তেহো অচৈতন্য হইলা।
মহাপ্রভুর হস্তস্পৃর্শি পাইআ উঠিলা॥
জগদিস নামে তার চতুর্থ তনয়।
চৈতন্যের কৃপা পুন তার প্রীতি হঅ॥
পঞ্চম তনঅ তার নাম বলরাম।
চৈতন্য চরিত্র তার মুখে অভিরাম॥
রূপসখা নামে সষ্ঠ পুত্র জে প্রচণ্ড।
সমস্ত সাস্ত্রের অর্থ করে খণ্ড খণ্ড॥
সে সব বিচার কথা কি কাজ বর্ণনে।
ক্রমে ক্রমে জেবা কহি স্থন ভক্তগণে॥
অচ্যুত সহিত সীতার পাদপদ্ম আস।
সিতাগুণ কদম্ব রচিল বিষ্ণুদাস॥

—•—

দ্বিতীয় অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিতাই সিতাদ্বৈত।
জঅ জঅ শ্রীরূপাহি হঅ গোশাঞির পদ॥
জয় জয় মহাপ্রভুর পারিসাদগণ।
তোমা সবার পাদপদ্যে রহু মোর মন॥

শ্রীকৃষ্ণ সত্য।

সংসার সাগর দেখি নাহি পারাবার।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ সবে নৌকা ভার॥
নন্দ জসোদা তারা আইলা পশ্চাতে।
সচি জগন্নাথ রূপে প্রকট কলিতে॥
এই রূপে আগে পাছে সখা সখীগণ।
ব্রজ ছাড়ি কলিযুগে করিল গমন॥
সভার প্রকাশ জাহ্নবির দুই তিরে।
কেহো বা সমিপে কেহো রহে কথ দুরে॥
কলি অন্ধকারে জত জিব দুঃখ পাঅ।
অদ্বৈত নিস্তার হেতু করেন উপাঅ॥
কৃষ্ণেক জদ্যপি আনি করি অবতার।
তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার॥
এত কহি আচার্য্যের হইল কত ভাব।
হুহুঙ্কার গর্জন ছাড়ে ঘন ঘন লাপ॥
বাহুমুলে করাঘাত পুলক সরির।
ক্ষেণে নাচে ক্ষেণে হাসে ক্ষেণেক অস্থির॥

ইহা সুনি সব লোক দেখিতে ধাইল।
কেহো কহে নাজানী বাউল হইল॥
তবে প্রভু সেই ভাব করি সম্বরণ।
গঙ্গাস্থান করিবারে করিলা গমন॥
সুবর্ণের ঝারি হাতে তুলসি মুঞ্জুরি।
মিশ্রুত সুগন্ধি তাহে সুচন্দন করি॥
আকণ্ট পর্য্যান্ত ডুবাইআ গঙ্গাজলে।
ধ্যান করি কৃষ্ণ পদে পুন পুন ঢালে॥
তুলসি সহিতে বারি বারত্রয় দিতে।
আকাশ হইতে এক বাণী হইল আচম্বিতে॥
হেদে হে অদ্বৈত দুঃখ না ভাবিঅ আর।
তুমি আর্কসিলে রহে সকত্তি কাহার॥
নবদ্বিপে সচিগর্ভে হইব অবতির্ণ।
তোমার মনের বাঞ্ছা করিব সে পূর্ণ॥

তথাহি—

উতোহদ্বৈত কথং দুঃখং স্বাস্তেন ত্বং বিভাবসি।
অবতীর্ণঃ শচীগর্ভে ভবিষ্যামি কলাবহং॥

এহি রূপে শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈত আরাধনে।
রাধিকার ভাব হইল রাধার বরণে॥
ভাব গ্রহণ আর ভার হরণ।
এহি দুই কাল মাত্র হইল মিলন॥
কলির সন্ধ্যাঅ চৌদ্য সাত সত সাকে।
ফাল্গুনী পুর্ন্নিমা তিথি খ্যাত সর্ব্বলোকে॥
ত্রিয়োবিংশতি দিন রাত্রৌ একদণ্ড গতে।
দুই প্রেবেশ মাত্র সিংহ লগ্নেতে॥
রাহুগ্রস্ত সসি নক্ষত্র ফাল্গুনী।
সিংহ রাশৌ চন্দ্রে নরগণ অনুমানী॥
এহি সব সুভ লগ্ন সুভক্ষণ জোগে।
সচিগর্ভ হইতে অবতির্ণ কলিযুগে॥
সিতাদেবী সুবার্ত্তা সুনিল অকস্মাৎ।
মুরারি চৈতন্য মিশ্র শোনাতন সাত॥
দেখিতে চলিলা তবে গৌরগুণমুনি।
কতদুরে শোনাতনেক কহে ঠাকুরাণী॥
শোনাতন মোর হৃদএর বচন।
আমি কী দেখিতে পাব চৈতন্য চরণ॥
লক্ষি জাঁর পাদপদ্য বাঞ্চে নীরবধি।
সিব বিষ্ণু ব্রহ্মা জার না পাঅ অবধি॥
ব্রজগোপি সব সুনি মুরলীর স্বর।
সুজন তেজিল নিজ পতি গুরুঘর॥
নারদ হইল জোগী জার গুণগানে।
শে পদ দেখিতে আমী পাব কোন গুণে॥

তথাহি—

যৎপাদং বাঞ্ছিতং লক্ষ্মী-শিব বিষ্ণু পিতামহ
বিহায় স্বজনং গোপী স্বনৈধেনু সকৃপ্রহং।

নারদো যদ্ গুণৈর্যুক্তং বৈরাগী যোগমাশ্রিতং
তৎপাদ পঙ্কজং কিং স্যাৎ ফলেন দর্শিতং মন ॥

অথ ত্রিপদি :—

হরি হরি কবে মোর হইব এমন।
কবে সেহি গৌরহরি, দেখিব নঞান ভরি,
তবে হবে সফল জিবন ॥
সে চাঁদমুখের বাণী, জিনী সুধা তরঙ্গিনী,
প্রেবেশ করিব শ্রুতিমুলে।
ভাগ্যফল পুনর্বার, সেবিব চরণ তার,
আনন্দে ভাসিব প্রেমজলে ॥
পুরুবে ব্রজের নারী, জাহার চরণ ধরি,
স্তনে রাখি ভঅ করে মনে।
পুন কহে পদাম্বুজ, আমার কর্কস বুক,
বাজে পাছে জানীব কেমনে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে—

যত্তেযু জাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়দধীমহি কর্কশেষু
তেনাটবী-মটসি তদ্ ব্যথতে নকিং স্বিৎ
কূর্পাদির্ভিমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ।

জে পদ পরশে কালি, নিত্যস্থানে গেলা চলি,
ভঅ না করিলা খগরাজে।
সব তাপ দূরে গেল, জমুনা সিতল ভেল,
কৃতার্থ মানিল দেবরাজে ॥
ব্রহ্মা অপরাধ কৈল, পুন তাহা খণ্ডাইল,
দণ্ডবৎ হইঞা চরণে।
মোর সম চঞ্চল, নাহিক তপস্যা বল,
মোরে দরসন দিবে কেনে ॥
কিন্তু এক মনে লঅ, গৌর অবতার হয়,
পতিত পাবন তার নাম।
ঐহে ভরসা বড়, চিত্তে মুই কৈনু দড়,
গৌর মোরে না হইবে বাম ॥
আর এক অনুমানী, বৃষভানু নন্দিনী,
ললিতাদি তার জত সখী।
বিলাসিল বৃন্দাবনে, তাহা জদি থাকে মনে,
অবস্য করিবে মোরে সুখী ॥
তবে দেবী এইরূপে, ভাবাবেসে নবদ্বিপে,
সচীর মুন্দিরে প্রেবেশিল।
দেখিয়া গৌরাঙ্গ মুখ, হৃদএ বাড়িল সুখ,
প্রেমজলে নঞান তেতিল ॥

তস্য পয়ার

তবে সিতা ঠাকুরাণী আনন্দিত মনে।
প্রত্যক্ষে দেখিল সব ইস্বর লক্ষণে॥
অন্তরে চিন্তিয়া দেবী মাআ উপজিলো।
সচী জগন্নাথ মিশ্র আদি আচ্ছাদিলা॥
মাআ বলে সচিদেবী অচৈতন্য হইলা।
সিতা যাইআ গৌরাঙ্গ চরণ বন্দিলা॥
অঞ্চল পুরিয়া সুবর্ণ চাঁপা লিলা।
আনন্দে গৌরাঙ্গ পদ পঙ্কজ পুজিলা॥
পুনরপি করে স্তপ করজোড় করি।
আঁখি মেলী মোর পানে চাও গৌরহরি॥
সুধাকর মুখতুলি কহ সুধাবাণী।
জুড়াক অন্তর মোর শ্রবণেতে সুনী॥

তথাহি—

তবমুখামৃতং বাক্যং গৌরগুণনিধেশ্রুতং,
দৃষ্টাতুম্মিলনং নেত্রং জিবনং সফলং মে।

তবে নেত্র মেলি গৌর মন্দ হাস্য করি।
নবিন মৃণাল জিনী দ্বিভূজ পাসরি॥
রাধা আইস বলি ডাকে সচির নন্দন।
সুনি সিতা দেবী কহে সনর্ম্ম বচন॥
রাধাভাব অঙ্গীকার কৈলা গৌরহরি।
রাধা বলি জারে তারে ডাকে বেরি বেরি॥
আমি নহে রাধা হই অদ্বৈত ঘরণী।
সিতা মোর নাম সুন গৌরগুণমুনী॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন ব্রজ ছাড়িলা আপনি।
পুরুব বৃত্তান্ত কি বিসরিলা অখনী॥

তথাহি—

নহি রাধাপ্যহং সিতাদ্বৈতাচার্য্যস্য গৃহিণী
ভগবাংশ্চ স্বয়ং হংহি শচিগর্ভোদ্ভবোধুনা।

এত শুনি পুন কহে শচীর নন্দন।
মোরে তুমি ভাণ্ডাইলা কিসের কারণ॥
তুমি কিনা হও রাধা আমি ভাল জানী।
নিত্য রাধা করে তোমারে সাস্ত্রেতে বাখানী॥
সর্বকাল হও তুমি লিলার স্বহাঅ।
তোমার মহিমা সর্ব পুরাণেতে কঅ॥

তথাহি—

তত্র রাধানুরক্তস্ত মুর্ত্তিং কৃত্বা তদাত্মিকা সর্বলোকহিতৈস্বিনী।

শুন শুন সিতাদেবী কহিএ তোমারে।
মাআ বলে তুমি আগে ভাণ্ডিলে আমারে॥
ভালো আমি আইলাম জিবেরে প্রেমদান দিতে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু সিব মুগ্ধ তোমার মাআতে॥
জগতের জিব সব হইবে অজ্ঞান।
জাচিলে কেহ না লবে হরিনাম॥
কৃপা করি তুমি মোর সুন নিবেদন।
বৈষ্ণবি মাআতে জীবের ভাণ কর মন॥
জিব নীস্তারিয়ত মোরে আনিলে তোমরা।
তবে অনুকুল হৈআ জদি কর ত্বরা॥
হরিনাম দিআ কর জিবেরে নীস্তার।
প্রেমজলে ভাসে জেন সকল সংসার॥
অতএব কর সভে স্বকার্য্য সাধন।
সাঙ্গ পাঙ্গ লয়া সিগ্র জাব বিন্দাবন॥
সিতাদেবী কহে শুন চৈতন্য গোসাই।
বৈষ্ণবি মায়ার জুগ্য আমি কভু নই॥
রাধিকার অংস তারে নিত্য রাধা বলী।
তাহা নহি আমি কহি রাধা পদধুলী॥
ললিতা আদি সখী সঙ্গে রাধার বিলাস।
নিরবধি তার পদ সেবি মোর আস॥
ব্রজে তরে নেত্র ভঙ্গি হঅ কৃষ্ণ সনে।
সকল জিবন মানি করি দরসনে॥
এত কহি ভাবাবেসে সিতা ঠাকুরাণী।
নঞানে গলত প্রেম নাহি সরে বাণী॥
সিতার আবেসে দেখি কহে চৈতন্য।
ভক্ত অবতার জে তোমরা তুই ধন্য॥
তোমার অধিকার হঅ নিত্যলিলা আদি।
কে পারে কহিতে তোমার মহিমা অবদি শ্রীহরি॥

রিরা বৃন্দা তুই সখী রহে বৃন্দাবনে।
সিদ্ধি মন্ত্র দিলা তুমি দুহার শ্রবণে॥
মন্ত্র বলে করে রাধা কৃষ্ণের সেবন।
মন্ত্র বলে দাসী তোমার ব্রজদেবীগণ॥
মাআ বলে গোপি সব কুঞ্জে পাঠাইআ।
জার জেন মুর্ত্তি তুমি সেহিরূপ পাইআ॥
তা সভার পতি লঞা থাক তার ঘরে।
কৃষ্ণের নিকট তবে পাঠাইআ রাধারে॥
মাআ রাধা হইআ থাক আআনের কাছে।
... ...॥
জমুনার স্থানে কিবা সুর্য্যপুজা স্থানে।
পূর্বরাগ আদি করি তোমার ঘটনে॥
রতন বেদির পর রত্ন সিংহাসনে;
জখন বৈসে রাধাকৃষ্ণ দুইজনে॥
তাহার নিকটে থাক রিরা বৃন্দা সাথে।
গোপীগণ করে সোব তোমার আজ্ঞাতে॥
শ্রীরাস মণ্ডলে চারিপাসে সখিগণ।
তার মাঝে নাচে রাধাকৃষ্ণ দুইজন॥
করতালি দিআ নীত্য করাই দুহারে।
রাই সংঙ্গে গায় পবিবাদিনী স্বরে॥
তুমি জবে বাদ্য কর পাখজ রসাল।
সেই বাদ্যে নাচে রাধাকৃষ্ণ ধরি তাল॥
আর এক কহি সুন অপূর্ব কথনে।
জেইদিনে অন্নকোটী জাতা বৃন্দাবনে॥
তাহায় সর্বরিতে আপনি পূর্ণমাসি।
শ্রীকৃষ্ণ সংঙ্গম লাগি মনে অভিলাসি॥
বিশাখ মুন্দিরে কৃষ্ণের সুনিঞা গমন।
নিত্য রাধা বলিআ তুমি দিলা দরশন॥

কনক সুন্দয়ি নামে তুমি রূপ ধরি। কটাক্ষ করিআ তুমি মুগ্ধ কৈলা হরি॥

তথাহি—

বৃন্দারণ্য মধ্যে ভদ্র অন্নকোটী শর্ব্বরী
বিসখা কাকাআ কুঞ্জমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্ররাগত
জ্ঞাতোহেমবর্ণা পুর্ণমাসি নিত্যরাধিকা
শ্রীশ্রুঙ্গারেণভাক্ হংহি সিতা মে প্রভুঃ।

তোমার রূপেতে কৃষ্ণ হইলা অচেতন।
শ্রুঙ্গারে কৃষ্ণের সুখ করিলা পোষণ শ্রীহরি॥
তোমার মধুর রসে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
পাইআ অনেক সুখ করেন চিন্তন॥
রাধিকা হইতে মোর জেবা সুখ হঅ।
সেহি মত এবে কিছু হৈল সুখদঅ॥
তোমার কারণ কৃষ্ণ সকলি জানীল।
নিত্য রাধা বলিাত তোমার আখ্যান করিল।
অতএব অন্তরঙ্গ তুমি মোর হও।
কিসের কারণে তুমি আমারে ভাণ্ডাও।
গমন করহ সিতা আপন মুন্দিরে।
মোর হেথা পাঠাইয়া দেহ আচার্য্যেরে॥
দণ্ডবৎ হইয়া সিতা গমন করিলা।
নিজ মাআ হইতে শচীর চেতন করিলা॥
সিতা কহে ভার্য্য[গ্য]বতী সচিও ধন্য ধন্য।
জন্মিল তোমার পুত্র আপনে চৈতন্য।
ধান্য দুর্বা দিয়া সিতা গৌর সিরে হাত।
চিরজিবি হও বলি কৈল আসির্ব্বাদ।
তবে ত বন্দিলা সচি সিতার চরণ।
আপন মুন্দিরে সিতা করিলা গমন॥
সদাই অন্তরে জাগে গৌরাঙ্গ বদন।
অদ্বৈত করিলা নবদ্বীপেতে গমন।
মনে করে মোর নাকি হেন দশা হবে।
নঞানে সঅন মাঝে গৌরাঙ্গ আসিবে॥

তথাহি—

হরি দৃষ্টা গোষ্ঠেন্ত কৃন্ধ গত মাত্মাণ মণ্ডনং
স্বমাধুর্য্যা রাধা প্রিতম সখিবাপ্তমভিত॥
অহে গৌড়জাতঃ প্রভুর পর গৌরেকতনুভাকং
সচি সুনুঃ কিং মেন উন সরণিং যাস্যতি পুনঃ।

এত কহি প্রভু নবদ্বীপে প্রবেশিলা।
সচিদেবি অদ্বৈতের চরণ বন্দিলা॥
প্রভু কহে কোথা তোমার দেখিব নন্দন।
তবে সচি কহে কিছু করিয়া ক্রন্দন॥

তোমার আসির্ব্বাদে জদি পুত্র জন্মিল।
আজন্ম অবধি স্তন পান না করিল॥
নিমের তরু আছে মোর গৃহের ভিতরে।
তার তলে শোআইয়া রাখিয়াছি তারে॥
তবেত আচার্য্য মহাপ্রভুর পাসে গেলা।
দেখিআ দেখনা ছলে গৌরাঙ্গ হসিলা॥
হস্ত পসারণ ছলে লিখিলা লিখন।
অনাশ্রুত মাতা না করিব স্তন পান॥
তাহা দেখি আচার্য্যের আনন্দ বাড়িল।
সচিরে কহিল ইহার বাধি নিরপিল॥
মোরে ইহার প্রীতিকার মন্দ কিছু আইসে।
আপনি শ্রবণ কর সুভ হবে পাছে॥
তবে সচি অদ্বৈতের নিকট আইলা।
আচার্য্য গোসাঞি তবে নাম সুনাইলা॥
তবেত চৈতন্য তার কৈল স্তন পান।
প্রেমজলে সচিদেবির ভাসিল নয়ান॥
চাঁদমুখ দেখি দেখী হইআ এক দিঠি।
ক্ষেণে অঙ্গ দেখে ক্ষেণে দেখে পদ তুটি॥
তা হতে দেখিল এক অপরূপ চিহ্ন।
ধ্বজ ব্রজাঙ্কুশ মৎস্য শঙ্খ চক্র ভিন॥
তবে দেবী প্রভুস্থানে করে নিবেদন।
গৌরপদে একি গোসাঞি দেখিনু লক্ষণ॥
সুনিয়া আচার্য্য প্রভু কহে ভাণ্ডাইআ।
উপহাস প্রাঅ তাহা করিল হাসিয়া॥
আমি ভালো জানী ইহো চিহ্ন কিছু নয়।
সিসুকালে ঐছে কোন বালকের হয়।
তবে গৌর শোআইলা অদ্বৈত বচনে।
সুভাসিত জলে সচি কৈল প্রক্ষালনে।
সেদিন প্রভুর তথাঅ হইল অবস্থিতি।
পুনরপি সান্তিপুরে আইলা সীতাপতি॥
সীতাদ্বৈত পাদপদ্ম মনে করি আশ।
সিতাগুণ কদম্ব রচিল বিষ্ণু দাস॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

জঅ জঅ শ্রীচৈতন্য জঅ নিত্যানন্দ।
জআদ্বৈতচন্দ্র জঅ গৌরভক্তবৃন্দ॥
তবে নবদ্বিপে প্রভু সচির নন্দন।
বাল্য পৌগণ্ড কাল করিলা বঞ্চন॥
কিশোর বএসে কৈলা পাটের উদ্দেস।
পঠিবার ছলে সান্তিপুরেতে প্রবেস॥
দেখিআ অদ্বৈত তারে কোলেতে করিআ।
নিজগৃহে প্রবেসিলা আনন্দিত হইয়া॥
সিতার কোলেতে নিয়া দিলা গৌরহরি।
চাঁদমুখে চুম্বে সিতা আপনা পাসরি॥

যথা রাগঃ (ত্রিপদী ছন্দ)

গৌরাঙ্গ করিয়া কোলে, ভাসিল নঞান জলে,
গদ গদ কহে ঠাকুরানী।
আজি মোর এহি পুরি, আপনি করুণা করি,
সকল করিলা গৌরমুনী॥

দেবী প্রেমাবেসে নাচে, কর পদ্ম দিয়া মুহে,
গৌরাঙ্গ শো চাঁদ বয়ান।
পুন কহে মোর দেহি, সফল করিলা রহি,
জুড়াইল পরশে পরাণ॥
মোর ভাগ্য তরুবল, ধরিল সে সুফল,
জেই বলে গৌর পাইল কোলে॥
মোর মনভারধি, সফল নামেত নদি,
পুরিআ উঠিল দুই কুলে॥

তথাহি—

অদ্য মে সফলং গেমমদ্যমে সফলং বপুঃ রদ্য মে।
সফলং ভাগ্যমদ্য মে সফলং মনঃ॥

তবে সিতাকোল হইতে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
বসিলা আনন্দে প্রভু পালঙ্ক উপর॥
হরসিত মনে দেবী সুভাসিত জলে।
প্রক্ষালন করাইল চরণ কমলে॥
আনাইয়া চিবুক ভার মোছাইআ দিলা।
ইসদ বচনে কিছু কহিতে লাগিলা॥
সুন সুন গৌরহরি করি নিবেদন।
আর এক কথা মোর পড়িল স্বরণ॥
তুমি অবতীর্ণ হইলা জিবে নিস্তারিতে।
করুণায় জারে তারে প্রেমদান দিতে॥
তাহাতে করিবা তুমি বিপ্ররিত আচার।
সন্যাস গ্রহণ নিলা অতি চমৎকার॥
জার বেথা সেহি জানে অন্য নাহি জানে।
সে নিলা নঞানে আমি দেখিব কেমনে॥
এ হেন চাচর কেস মণ্ডন করিবে।
সোনার বরণ ধুলাঅ ধুসর হইবে॥
না দেখিব সে লিলা তোমার দআমঅ।
আগে আমি জানীব জদি তোমার আজ্ঞা হয়॥
চৈতন্য কহেন সীতা নিবেদন করি।
নিলার সহায় তুমি আমি নিলা করি॥
তুমি না থাকিলে জিবের না হবে নিস্তার।
হৃদএ রাখিহ ব্যেক্ত না করিহ আর॥
তবে সিতা চৈতন্যের বন্দিলা চরণ।
নানা উপহারে অন্ন করিল রন্ধন॥
প্রসস্ত কদলি পত্রে সাজইআ ভোগ।
মিষ্টান্ন পাকন্ন কত ব্যঞ্জনের যোগ॥
ঘ্রত দুগ্ধ দধি আর পরমান্ন।
কোটোরা পুরিয়া পাসে দিলা ভিন্ন ভিন্ন॥
তাহার নিকটে পাতি বিচিত্র আসন।
প্রভুরে বসাইআ সুখে করাইলা ভোজন॥
আচমন করিআ প্রভু বসিলা আসনে।
অদ্বৈত সহিতে কৈলা তাম্বুল চর্বনে॥
আর এক কথা কহি শুন ভক্তগণ।
আচার্য্য কহিলা প্রভুর পদে নিবেদন॥
পঠ কাসিনাথ সার্ব্বোভৌম মুন্দিরে।
জাবত পড়িবা এথা রহ মোর ঘরে॥
প্রভু কহে এহি বাঞ্ছা মোর মনে হঅ।
পাষণ্ডী দ্বিজরা ঐছে কৃষ্ণভক্তি নঅ॥
পড়িব অবুত সঙ্গে পরম আনন্দে।
গোঙাইব কাল কৃষ্ণ ভক্তিরস পানে॥

(ভক্তির প্রসঙ্গে)

তবে মহাপ্রভু পাঠে অচ্যুতের সঙ্গে।
কাসিনাথ ঘরে ননো সাস্ত্র প্রসঙ্গে॥
একদিন অচ্চ্যুতের ক্ষুধা বড় হইল।
মিনতি করিআ গৌর পদে নিবেদিল॥
ক্ষুধার্ত্ত শুনিয়া প্রভু অধ্যাপক স্থানে।
বিদাঅ হইআ আইলা অদ্বৈত ভবনে॥
ভাগবত সাস্ত্র গানে আছিলা অদ্বৈত।
তাহাতে সুনিল প্রভুর অর্থ অদ্‌ভুত॥
বেণুযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের শো চাঁদ বদন।
দেখিলে সকল নেত্রে রাধার বরণ॥

অক্ষন্বতাং এলমিদং পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননু বিবেশায়তোর্ব্বয়স্যৈঃ
বক্তং ব্রজেস সুতয়োবনুবেণু জুষ্টং
যৈর্বৈনি পীতমনুরক্ত কটাক্ষ মোক্ষায়।

রাধা শব্দে মহাপ্রভুর ভাব উপজিল।
পুস্তক মুরলি করি নাচিতে লাগিল॥
প্রেমাবেসে দুইজন করে আলিঙ্গন।
দুহাকার নেত্রজলে ভাসিল ভুবন॥
কতক্ষণে সেই ভাব করি সম্বরণে।
গঙ্গাস্নান গমন করিলা দুইজনে॥
সুরধনীর শোভা দেখি আনন্দ বাড়িল।
স্নান করি মহাপ্রভু তটে দাড়াইল॥
আচার্য্য গোসাঞি ভালো জানে প্রভুর তত্ত্ব।
চন্দন সহিতে পুষ্প পুজে পাদপদ্ম॥
যাঁর পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা উপজিল।
যাঁর পাদপদ্য বলি নৃপ পুজা কৈল॥
জার পদ লক্ষ্মি নীরবধি সেবা করে।
জার পদ ধ্যানে প্রহ্লাদ উদ্ধারে।
ভাগ্য ফলে সেই পাদপদ্য মুঞি পাইনু।
সফল হইল জন্ম চরণ পুজিনু॥

তথাহি অদ্বৈত উবাচ—

যত পদপদ্যম্ভাতি গঙ্গাজলে প্রপুজিতসেবিতলক্ষ্মি
প্রহ্লাদধ্যেয়াদপি পাপোত্তিতৎ পাদ ভাগ্যেনঽমর্চ্চয়ামি।

এহি মত প্রভু লৈআ করি গঙ্গাস্নান।
আপন মন্দিরে তবে করিলা গমন॥
ইহার পূর্ব্বেতে সিতা অদ্বৈত ঘরণী।
প্রভুর লাগিয়া দুগ্ধ আবর্ত্তিলা আপনি॥
ছিকার উপরে তাহা রাখিলা তুলিআ।
গঙ্গাস্নানে গেলা দেবী দুগ্ধ লুকাইয়া॥
হেনকালে অচ্যুত আইলা করি গঙ্গাস্নান।
উদর পুরিআ সব দুগ্ধ কৈল পান॥

তবে সিতা স্নান করি আইলা ভবনে।
দুগ্ধ তলাইতে গেলা প্রভুর কারণে॥
দেখিলা ছিকাতে দুগ্ধ নাহি আচম্বিত।
উদ্বেগ বাড়িল মনে হইয়া বিস্মিত॥
পঞ্চপুত্র আনি সিতা জিজ্ঞাসা করিল।
সত্য করি কহো কেবা এ দুগ্ধ খাইলা॥
অএত অচ্যুত তবে করে নিবেদন।
ক্ষুধার্থ হইয়া আমি করিনু ভক্ষণ॥
সক্রোধে দেবীর তবে কাঁপে দুই ওষ্ঠে।
চাপড় মারিলা দড় অচ্যুতের পীষ্ঠে॥
জোগমঅি ঠাকুরাণী আপনি সাক্ষাতে।
কাহার সকক্তি তার সহে করাঘাতে॥
করাঘাতে অচ্যুতের ব্রাপে কলেবর।
নঞানে গলতনির ফাফরে অন্তর॥
পুরুসোত্তম অচ্যুতেরে লৈঅা গেলা ঘরে।
সঅন করাইলা দিব্য পালঙ্ক উপরে॥
এথা এক অদ্ভুত সুন ভক্তগণ।
অদৈত্য গৌরাঙ্গ এথা বসি দুইজন॥
মর্মবেধা পাইয়া তাহে সচির নন্দন।
চমকিত হইঅা পেষ্টে ঢাকিলা বসন॥
অদ্বৈত আচার্য্য তবে লাগিলা পুছিতে।
চমকি উঠিলা কেন কহ আকস্মাতে॥
মহাপ্রভু কহে ইহা নাজাএ কথন।
বিদ্যমানে দেখিব সকল বিবরণ॥
হেনকালে সিতাদেবী মিষ্টান্ন পকানে।
প্রভুর নিকটে আনী করিলে সমার্পণে॥
দুঃখিত অন্তর প্রভুর উঠিল উদ্গার।
সিতাদেবী কহে একি দেখি চমৎকার॥
অধিক উদ্গার উঠে মলিন বদন।
না ভাণ্ডাবে কহ প্রভু ইহার কারণ॥
মহাপ্রভু কহেন সুন আচার্য্যাণী।
অচ্চুত খাইলা তোমার যত দুগ্ধ খানী॥
তাহাতে আমার সভ উদর পূরিল।
কিন্তু আছে আমি এক মর্ম ব্যাথা পাইল॥
অচ্চুতানন্দের প্রেষ্ঠে কৈলা করাঘাত।
মোর পৃষ্ঠে চিন্নু তাহা দেখহ সাক্ষাৎ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর প্রেষ্ঠ দেখাইলা।
ঢেউকে উদর হইতে দুগ্ধ নিকালিলা॥
তাহা দেখি কান্দে সিতা অদ্বৈত গোশাঞি।
সব অপরাধ ক্ষেমা করহ নীমাঞি॥
ব্রথা মোর গেল এহি জন্ম অকারণ।
দুর্দৈব না ভজি তোমার চরণ॥
অচ্যুতানন্দের সঙ্গে তোমার জেবা প্রীত।
এবে সে জানিলা তার মহিমার রিত॥
প্রভু কহে তুমি মোর কভো নহে ভিন্ন।
সর্বকালে হই আমি তোমার প্রেমাধিন॥
ব্রকভানু নন্দিনীর তুমি এক অঙ্গ।
নিলাশ্রয় তুমি আসি রহি তোমার সঙ্গ॥
তুমিআ অচ্যুতে আন মোর ণন্নিধানে।
অচ্যুতের সঙ্গে আমি করিব ভোজনে॥
তবে সিতা ঠাকুরাণী ঘরে প্রবেশিআ।
উঠাইলা অচ্যুতানন্দেক কোলেত করিআ॥
চাঁদমুখে সত সত করিলা চুম্বন।
আইস বাছা প্রভু সঙ্গে করহ ভোজন॥
তোমা লাগি ভোজনে না বৈসে গৌরহরি।
অপরাধ মোম পুত্র আমি দুষ্টচারি॥

না বুঝিআ আমি তোমাঅ চাপড় মারিনু।
চৈতন্যর কৃপা তোরে নাহি সমঝিনু॥
উদরে তোমারে ধরি হইলাম ধন্য।
তোমারে মারিনু বেথা পাইলা চৈতন্য॥
কেবল না কর বাছা মোরে মাতৃজ্ঞান।
যেবা চৈতন্যের হঅ সেহি মোর প্রাণ॥

কান্দিতে কান্দিতে অচ্চ্যূত পড়িলা চরণে।
কোলে তুলি সিতাদেবী মোছাইলা মুখ বসনে॥
এইরূপে অচ্যুতেরে সিতা ঠাকুরাণী।
চৈতন্য সমিপে নিয়া দিলেন আপনি॥
আইস হে অচ্যুত বলি প্রভু ডাকে ঘন।
অচ্যুত বন্দিলা মহাপ্রভুর চরণ॥

যথা রাগ ঃ—ত্রিপদি ছন্দ

না বুঝি এ করুণা তোমার।
জনমিনু দ্বিজকুলে, তোমা প্রভু ভাগ্যফলে,
পাইলাম না ছাড়িব আর।
ও রাঙ্গা চরণতল, দিআ কয় সুসিতল,
প্রাণ মোর শ্রীসচি নন্দন।
আমার তাপিত দেহ, তোমা বহি নাহি কেহ,
তুমি মোর জিবনের জিবন।
মোর জেবা অপরাধ, সেই ব্রহ্ম পরমাদ,
তাহা উদ্ধারিতে কেহ নাঞী।
ক্ষুধাতে হইলাম দগ্ধ, খাইলাম কাহার দুগ্ধ,
অপরাধ ক্ষেমহ গোশাঞি॥

সংসারে পতিত আমী, পতিত পাবন তুমি,
সংসারে পরম করুণা অবতার।
তোমার করুণা পাসে, তড়াইলা তবে কিসে,
এ জনার হইবে উদ্ধার॥
তুমি জগতের মাতা, তুমি জগতের পিতা,
তুমি জগতের বন্ধু ভাই।
জেনা ভজে তোমারে, তুমি বিড়ম্বিত তারে,
এই অর্থ সর্ব সাস্ত্রে গাই॥

তথাহি—

জগদ্বন্ধুজ জগন্মাতা পিতা চ ভ্রাতৃ বান্ধবাঃ
ন ভজান্ত সা পাপীষ্ঠঃ ধাতা তস্য বিড়ম্বিতঃ॥

তবে মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মন।
অচ্চ্যুত উঠাইয়া দিলা দড় আলিঙ্গন॥
শুন ভক্তগণ প্রভুর ভোজনের যুত।
অদ্বৈত বসিলা বামে দক্ষিণে অচ্চ্যুত॥
কৃষ্ণ মিশ্র আদি চারি বসিলা সম্মুখে।
সিতা পরিবেসন প্রভু খায় মহাসুখে॥

আচমন করি কৈলা তাম্বুল চর্বন।
এই মতে প্রীতিদিন অদ্বৈত ভবন॥
তুহার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিঞা।
আপন সভাব প্রভু কিছু প্রকাশিআ॥
পণ্ডিত ব্রাহ্মণ জত শান্তিপুরে ছিলা।
কৃষ্ণ নাম দিআ তা সভারে নিস্তারিলা॥

তবে প্রভুর নবদ্বিপে যাইতে হইল মন।
অদ্বৈত নিকটে জাইয়া কহিলা বচন ॥
জদ্যপি আচার্য্য মোরে আনিলা জগতে।
জিবেরে করুণা কর প্রেমদান দিতে ॥
তথাপি বিচ্ছেদ প্রভু সহিতে নারিল।
মূর্চ্ছিত হইআ প্রেমে লোটাআ পড়িল ॥
তাঁরে প্রবোধিয়া প্রভু গেলা অন্তপুরে।
ঠাকুরাণী প্রতি কিছু কহে ধিরে ধিরে ॥
আপনার কার্য্য সবে করহ সাধন।
নবদ্বিপে সিঘ্র আমি করিব গমন ॥
ইহা সুনি কহিতে লাগিলা ঠাকুরাণী।
প্রেমধারা বহে মুখে নাহি সরে বাণী ॥
আরে মোর নদীআ বিনোদ নটবর।
তোমা বহি অন্ধকার হৈল মোর ঘর ॥
ভালো সে আছিলাম চাঁদমুখ না দেখিয়া।
এবে সে আমার বুক যাঅ বিদাড়িআ ॥
তায় প্রভু প্রবোধিল অনেক জতনে।
হেনকালে কৃষ্ণমিশ্র আইলা সন্নিধানে ॥
কহিতে লাগিলা কিছু প্রলঅ বচন।
নিকটে করিব প্রভু সন্নাস গ্রহণ ॥
হরিনাম দিআ সব জীব নিস্তারিব।
পতিত দুর্গতিজন কিছু না রাখিব ॥
সিতা টাকুরাণী তবে করে নীবেদন।
কৃষ্ণমিশ্র কেমনে জানিল প্রভুর মন ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণমিশ্র মোর প্রীয়তম।
উহারি হ্রিদয়ে আমি বসি সর্বক্ষণ ॥
এহি মত সবাকার প্রবোদ করিয়া।
নবদ্বিপে গেলা অচ্যুতেক সংগে লআ ॥

অচ্যুতানন্দের পাদপদ্ম করি আস।
সিতাগুণ কদম্ব রচিল বিষ্ণুদাস ॥

তৃতীয় অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় জয় সিতাদ্বৈত জয় অচ্যুতানন্দ ॥
জয় জয় স্বরূপ রূপ জয় শোনাতন।
সুন ভক্তগণ প্রভুর সন্যাস গ্রহণ ॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু গ্রিহে কৈলা বাস।
তাহার অন্তরে হইল পুণ্য মাঘ মাস ॥
শ্রীবাস মন্দিরে প্রভু করিলা গমন।
কহিব তাহার কিছু সন্নাস কারণ ॥
মোরে বিদাঅ দেও আমি জাব দেসান্তরে।
প্রেমধন আনি দিব তোমা সবাকারে ॥
ঘরে বসি নাম লও না হও দুঃখিত।
তোমা সবা সহ আসী মিলীব তুরিত ॥
এই মত তুসিলা সকল ভক্তগণে।
তবে প্রভু আইলা আপন ভবনে ॥
লোক মুখে শুনি গৌর করিবেন সন্ন্যাস।
উড়িল পরাণ সচির পাইআ আভাস ॥
নঞানে গলত্র জল কাতর অন্তর।
বাউলের প্রায় ফিরে হইয়া ফাফর ॥
বিশ্বম্ভর কহে মাতা কহ বিবরণ।
বিপরীত দেখি কেনে করিছ রোদন ॥
সচী কহে আরে আমার গৌরগুণ মুনী।
একি সুনি লোকমুখে করে কানাকানী ॥

সন্ন্যাস করিবা বাছা কেনে অকস্মাৎ।
মোর মুণ্ডে হইল জেন কুড়ি বজ্রাঘাত ॥
ভালো আছিলাম আমি হইআ একাকিনী।
দিআ বিধি হরি কেন লঅ গৌরমুনী ॥
আরে আমার শোনার চাঁদ বাছা বিশ্বম্ভর।
কিসের অভাব কেনে হইবা দেশান্তর ॥
স্নুবর্ণের থালে স্নুরস ব্যঞ্জন।
কারে তবে দিব তবে কে করিবে ভোজন ॥
ক্ষুধা পাইলে মা বলিআ কে ডাকিবে আর।
তোমার লাগিআ ঘর হইবে অন্ধকার ॥
মোর সম দুঃখিনী ভুবনে কেহ নাঞি।
কোন অপরাধে পুত্র ছাড়িবে নীমাঞি ॥
নদীআর লোক ঘরে আইসে নিথি নিথি।
তোমা পুত্র দেখি মোরে বলে ভাগ্যবতি ॥
এখনে সে সব লোক পাবে মহাদুঃখ।
প্রভাতে উঠিআ মোর মা দেখিবে মুখ ॥
জখনে পড়িতে জাও বালকের সাথে।
দেখিতে জুড়াঅ বুক ভাগবত হাতে ॥
এখন বালক সব তোমা না দেখিআ।
কান্দিআ বেড়াবে সব কাতর হইআ ॥
বিশ্বরূপ বড় ভাই আছিল তোমার।
সে গেল আমারে ছাড়ি স্নুন বিশ্বম্ভর ॥
তাহাতে যতেক শোক হ্রিদয়ে পাইল।
দেখিআ তোমার মুখ সব পাশরিল ॥
ঘরে বসি কৃষ্ণ ভজ বাছা গৌরহরি।
সন্ন্যাস করিহ পাছে আমি আগে মরি ॥
বাছিয়া বিবাহ দিলাম কুলিনির ঝি।
বিষ্ণুপ্রিআ বধুর উপায় হবে কি ॥

নিশ্চয় জাইবা বাছা মাএরে ছাড়িআ।
আগেতে মরিব আমি পাছে বিষ্ণুপ্রীআ ॥
আরে মোর সোনার চাঁদ নঞানের তারা।
আরে আমার পুত্র বাছা নিমাঞি গলার হারা ॥
আরে আমার গুণের নিধি বাছা বিশ্বম্ভর।
আরে আমার জিবনধন শোনার কলেবর ॥
আরে আমার পরানিঞা কুলের চুড়ামুনী।
আরে আমার পাপ হিআ অন্ধকারের মুনী ॥
এহি রূপে সচিদেবি বিলাপ করিয়া।
অচেতন হইয়া পড়ে ভুমি লোটাইয়া ॥
তবে মহাপ্রভু ধাইআ উঠান তাহারে।
চেতন করিআ কিছু কহে ধিরে ধিরে ॥
স্নুন মাতা তোমার পদে করি নিবেদন।
আপনে কহিলা বিশ্বরূপের কথন ॥
সন্ন্যাস করিব ষার তাঁর অন্যাষণে।
মিছা দুঃখ বিলাপ করহ কি কারণে ॥
অদ্যাপি করিব আমি সন্ন্যাস গ্রহণ।
তোমার আজ্ঞা বিনে সব দেখি অকারণ ॥
কিন্তু এক রিত আছে সংসারির ধর্ম।
নিজ পরিজন পোষে করি কত কর্ম ॥
দেশ দেশান্তরে ষাঅ ধোন উপার্জনে।
ধন উপার্জন করি পোশে পরিজনে ॥
কেবা মাতা পিতা ভাই বন্ধুজনে।
উপার্জিত ধনে করে সভার পালনে ॥
আমি দেশান্তর হব তোমার কারণ।
তোমারে আনিঞা দিব কৃষ্ণধন ॥
অন্য ধন খাইতে বিলাইতে হঅ ক্ষেঅ।
কৃষ্ণ প্রেমধন প্রীতি দিলে বিদ্ধি হঅ ॥

ধন উপার্জনে জাব ইথে দুঃখ মানী ॥
এতেক বিলাপ কেনে কর ঠাকুরাণী ॥
যেদিন আমারে তুমি দেখিতে চাহিবে।
নঞান মুদিলে মোরে দেখিতে পাইবে ॥
সুনি সচি কহে এহো মোর মনে লঅ।
তবে আমার যৈছে ইচ্ছা কর সত্য হঅ ॥
সচিদেবি তবে দুটি মুদিলা নঞান।
সাক্ষাতে দেখিল পুত্র গৌর ভগবান ॥
সেহি ছলে মহাপ্রভু অনুমতি পাইআ।
সচির চরণ বন্দে আনন্দিত হইআ ॥
আপনে ইশ্বর প্রভু প্রবোদিলা মাঅ।
দিন অবসান হইল সন্ধার সমঅ ॥
রাত্রজোগে মহাপ্রভু করিয়া ভোজন।
সঅন মন্দিরে যাইয়া করিলা সঅন ॥
গ্রহকর্ম সারি ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রীআ।
সুবাসীত তাম্বুল নিল সম্পুর্ণ পুরিআ ॥
ধি'র ধিরে প্রভু পাসে করিলা গমন।
হ্রিদয়ে ধরিয়া করে পাদ সম্বাহন ॥
নাসাপুটে রহি রহি শ্বাস বহে ঘন।
নঞানের জলে সব তেতিল বসন ॥
তবে বিষ্ণুপ্রীয়া কহে গৌরহরি।
শ্রীকৃষ্ণ ক্রন্দন করিছ কেন বুঝিতে না পারি ॥
এতো সুনি বিষ্ণুপীয়া গৌরাঙ্গ বচন।
ধরিআ তাহার তবে মোছআ বদন ॥

অথ ত্রিপদি

অহে নাথ ছাড়িবে আমার।
উড়ৃ উড়ৃ করে প্রাণ, হরিলা আমার জ্ঞান,
সুনি তুমি যাবে দেশান্তরে ॥
সুন সুন প্রাণনাথ, মোর সিরে দেও হাত,
সন্ন্যাস করিবা বোলে তুমি।
লোকমুখে সুনি ইহা, বিদড়িয়া জাঅ হিআ
আগুনেতে প্রেবেসিব আমি ॥
তোমা লাগি জিবন, আমার রূপ যৌবন,
বেশ বিনাস কে করিবে আর।
তুমি জবে ছাড়ি জাবে, কি কাজে জিবন তবে,
হিআ পোড়ে যেন বিস জল ॥
আমি হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন জুবতি,
তুমি মোর নিজ প্রাণনাথ।
বড় প্রীতি আস৷ ছিল, দেহ প্রাণ সমর্পিল,
এ নব যৌবনে দিতে হাত ॥
ধিক যাউক মোর দেহে; এক নিবেদন তোহে,
কেমনে হাটিআ যাবে তায়।
অতি সে কুসুম জিনী, কমল চরণ খানী,
পরসিতে বড় লাগে ভঅ ॥
ভুমে দাড়াইআ জবে, ডরে হানে প্রাণ তবে,
হালিআ পড়এ মাত্র গায়।
অরণ্য কণ্টক বোলে, কোথা যাবে কার স্থানে,
কেমতে চলিবে রাঙ্গা পাঅ ॥
এ হেন কোম লপদ, কুচে রাখি হই ভিত,
কেমনে হাটিয়া জাবে পথে।

কাচা শোনা কলেবর, রবি অতি খরতর,
তাসের তাপিত হইবে মাথে।
সুবর্ণের ঝারি পুরি, কে দিবে সিতল বারি,
অখনে সুখাবে চাঁদমুখ।
সন্ন্যাস করিবা তুমি, আর না বাঁচিব আমি,
বিদাড়িয়া ষাঅ মোর বুক॥
মস্তকে বসন হিন, পরিধান কোপিন,
হইবে বরিসা শিশিরেতে।
কাহার দুআরে জারে; কাহার ভিকারি হবে,
দণ্ড-কমুণ্ডুলু করি হাতে॥
সুধামঅ মুখ ইন্দু, তাহে ঘর্ম বিন্দু চিন্দু,
গমনে আসন মাত্র দেখি।
বরিসা বাদল বেলা, ক্ষেণে বিষ্টি ক্ষেণে ক্ষখরা,
সন্যাস করণ বড় দুঃখি॥
তোমার চরণ বিনে, আর কিছু নাহি জানী,
আমারে ফেলিবা করি ঠাক্রি।
ধর্ম ভঅ নাহি তোরা সচি বৃদ্ধ আদো মরা,
কেমনে ছাড়িবে হেন মাঅ॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত, আর ষত ভকত,
শ্রীবাস আর হরিদাস।
অদ্বৈত আচার্য্য আদি, ছাড়ি কোন কাম সাধি,
কেমনে বা করিবে সন্যাস॥
তুমি প্রভু প্রেম রাশি, জগজনে হেন বাসি,
বিপরীত চরিত আসয়।
তুমি দেশান্তরে জাবে, সুনিলে মরিবে সভে,
আর হবে অপষশ মঅ॥
কি কহিব মুক্রি ছার, আমি তোমার সংশার,
বদন চাহিতে পোড়ে হিআ।

কহিতে না পারে কথা, অন্তরে মরমে বেথা,
কান্দে দেবি চরণ ধরিয়া॥
শুনি বিষ্ণুপ্রীআর বাণী, তবে গৌরগুণমনী,
হাসিআ তুলিয়া লেলা কোলে।
বসনে মুছিআ মুখ, করে নানা কৌতুক,
মিছা না করিহ দুঃখ মনে।
আমি তোহে ছাড়িয়া, সন্ন্যাস করিব গিয়া,
এ কথা কহিল কেবা তোহে।
জে করি সে করি জবে, তোমারে কহিব তবে,
এখন মরহ মিথ্যা শোকে॥
ইহা বলি গৌরহরি, অসেস চুম্বন করি,
নানা রস কৌতুকে বিথারে।
অনন্ত বিনোদ প্রেমা, লিলাঅ লাবণ্য সিমা,
বিষ্ণুপ্রিয়া তুসিলা শ্রঙ্গারে॥
বিনোদ বিলাস রসে, হইল রোজনী শেসে,
পুন কিছু পুছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
হিআঅ আগুনি আছে, তে কারণে পুন পুছে,
প্রীয় প্রাণনাথের মুখ চাহিয়া॥
প্রভু কর বুকে দিয়া, পুছে দেবি বিষ্ণুপ্রীয়া,
মিথ্যা না বলিহ মোর ভরে।
হেন অনুমান করি, জত কিছু চাতুরি,
পালাইবে মোর অগচরে॥
তুমি নিজ বস প্রভু, পর বস নহে কভু,
জে কর সে আপনার মুখে।
সন্যাস করিবা তুমি, কিমতে বাচিব আমি,
নিশ্চঅ করিআ কহ মোকে॥
এ বোল সুনিঞা পহু, মুচকি হাসিয়া লহু,
কহি সুন মোর প্রাণপ্রীআ॥

কিছু না করিহ চিত্তে, জে কহি তোমার হিতে,
সাবধানে স্থন মন দিআ ॥
সংশারে যতেক দেখ, মিথ্যা করি সব লেখ,
সত্য সত্য সভে ভগবান।
সত্য আর বৈষ্ণব, তা বিনে জতেক সব,
মিথ্যা করি জানহ গিআন।
কি নারি পুরুস যত, বিসএ হইয়া যুত,
মিছা মাআ বন্দি ইঅ। তাহো।
শ্রীকৃষ্ণ সবার পতি, আর সব প্রীকৃতি,
একথা না বুঝেন কেহ।
কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি এ সংশারে,
মাআ বন্দে পাসরে আপনা।
অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিজ প্রভু পাসারিআ,
সেসে মরে নরক যন্ত্রণা।
মিছা পতি স্থত নারি, পিতামাতা আদি করি,
পরিণামে কেবা জে কাহার।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ বই, আর কুটুম্ব নাই,
জত দেখ মায়া যে তাঁহার।
তোর নাম বিষ্ণুপ্রীয়া, সার্থক্য তোমার হিআ
মিছা শোক না করিহ চিতে।
কে তোরে করিল কথা, দূর কর অন্য চিন্তা,
মন দেহ শ্রীকৃষ্ণ চরণেতে।

দূর গেল ত্রঃখ শোক, আনন্দে করিল বুক,
চতুর্ভূজ দেখে আচম্বিতে।
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রীআ, চতুভূজ দেখিআ
পতিবুদ্ধি না পারে ছাড়িতে ॥
মুঞি অতি অধম ছার, জনমিনু এ সংশার;
তুমি হেন মোর প্রাণপতি।
এ হেন সম্পদ মোর; দাসী হইআ ছিনু তোর;
আমার লাগিয়া হেন গতি।
ইহা বলি বিষ্ণুপ্রীয়া; কান্দে উতরোল হৈআ
অধিক বাড়িল পরমাদ।
প্রিয়জন আস্তি দেখি; ছল ছল করে আঁখি;
কোলে করি করিল প্রমাদ ॥
স্থন দেবী বিষ্ণুপ্রীয়া; তোমারে কহিনু ইহা;
জখনে জে তুমি মনে কর।
আমি জথা তথা জাই; আছিয়ে তোমার ঠাই
এহি সত্য করিলাম দড় ॥
প্রভুর আজ্ঞা স্থনী; বিষ্ণুপ্রীয়া মেনে গুণী;
স্বতন্ত্র ইশ্বর তুমি প্রভু।
নিজ স্থখে সব কাজ; কি দিব তাহাতে বাজ;
প্রত্যাত্তর না দিলেন তভু।

পয়ার ছন্দ

এহি রূপে বিষ্ণুপ্রীয়া করিলা ক্রন্দন।
কাহার শকতি তাহা করিবে বর্ণন ॥
স্থনিতে হৃদএ ফাটে গলত্র পাসাণ।
কহিতে পাজর খসে বাহিরাঅ প্রাণ ॥

তবে প্রভু তারে কত তুসিলা বচনে।
প্রিআ সঙ্গে স্থখে নিশি করিলা বঞ্চনে।
কি কহিব তাহে যত রস পরিপাটি।
রাত্র সেশে মহাপ্রভু কৃষ্ণানন্দে উঠি।

কাঞ্চন নগরে বৈসে ভারতি গোশাঞি।
পবন গমনে তারে মিলিলা নিমাঞি॥
মাঘ মাসে মা করি সপ্তমী মহাজোগে।
কৃষ্ণানন্দে হরিধ্বনি বোলে সর্বলোকে॥
কেসব ভারতি পদ করিআ বন্দন।
গঙ্গা স্নান করি কৈলা সন্যাস গ্রহণ॥
তাহা সুনি সচি বিষ্ণুপ্রীয়ার জে দুঃখ।
নারিনু বর্ণিতে তাথে ফাটে মোর বুক॥
অকারণে শোক সিন্ধু মাঝারে ডুবিল।
অকারণ জিবন প্রিতী সন্দেহ রহিল॥
সন্যাস করি ছঅ বৎসর প্রভুর ভ্রমণ।
মথুরা দ্বারিক্কাপুরি আর বৃন্দাবন॥
সেতবন্দ আদি করি পুন আইলা কাসি।
কাসিনাথ মিশ্রঘরে ভিক্ষা চতুর্মাসী॥
তবেত সন্যাসীগণ প্রভুকে নিন্দীলা।
সুনি আনন্দিত প্রভুরে মিলিলা॥
সাস্ত্রের প্রকাস ছলে প্রেমদান করি।
তা সবারে বৈষ্ণব কৈলা গৌরহরি॥
তবে লিলাচলে গেলা প্রভু বিশ্বম্বর।
তথা জাইয়া করিলা বাস অষ্টাদস বৎসর॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতের সঙ্গেতে বিলাস।
ভক্তগণ লৈআ কৈল কির্ত্তন উল্লাস॥
হরিনাম দিআ সব জিব নিস্তারিলা।
জড় অন্ধ পতিতাদি বাকি না রাখিলা॥
ব্রজের বিহার প্রভুর মনে উঠি গেল।
হেমকালে আচার্য্যের লিখন আইল॥
পত্রি পাইআ মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে।
পারিষদগণ তাহা নারিলা বুঝিতে॥
অদ্বৈতের মন আমি বুঝিতে না পারি।
অহোনিসি তোর পদ আরাধন করি।
এই মহিমণ্ডলে মোর কৈলা অবতার।
অদ্ভুত পত্রি মোরে লিখি পুনর্ব্বার॥
তবে প্রভু গোপীনাথের মুন্দিরে চলিলা।
গোপিনাথের অঙ্গে চাহিআ প্রেবেস করিলা॥
মহাপ্রভু বলি ডাকে সব ভক্তগণ।
অপ্রকট হইলা প্রভু সচির নন্দন॥
পারিসাদ কান্দে সব কাঙ্গালি হইআ।
ফনিগণ ফিরে জেন মুনিহারা হইয়া॥
মুর্ছিত হইয়া ভূমে পড়ে বারে বার।
প্রলঅ কালেতে জেন হইল অন্ধকার॥
জন্মে জন্মে প্রভুরে নিজ পারিসাদ ছিলা।
স্বরূপ গোসাঞি তথা পত্রি পাঠাইলা॥
নবদ্বিপে এক পত্র আইল আচম্বিত।
সুনি সচি ঠাকুরাণী হইলা মুর্চ্ছিত॥ *
হেনকালে আবৃভূত হইলা গৌরহরি।
উঠ উঠ মাতা আমি নিবেদন করি॥
মোর দুঃখ লাগি তুমি না ভাবি মোনে।
দেহান্তরে পাবে সত্য করিলাম বচনে॥
পূর্ব্বে কহিআছি মোরে দেখিতে চাইবে।
নয়ান মুদিলে মোরে দেখিতে পাইবে॥
তবে অদ্বৈতের ঘরে এক পত্রি আইল।
মহাপ্রভুর অপ্রকট স্বরূপ লিখিল॥
শুনিয়া আচার্য্য কান্দে ভূমে লোটাইয়া।
সিতা ঠাকুরাণী কান্দে মুর্চ্ছিত হইআ॥

অথ ত্রিপদী ছন্দ

হরি হরি আমার গৌরাঙ্গ কোথা গেল।
না দেখিআ চাঁদমুখ, বিদরিআ যাএ বুক,
পরাণে সন্ধান কৈল সেল॥
সোনার বরণ অঙ্গ, আর কি হইব সঙ্গ,
কঠিন পরণ নাহি জাঅ।
না বুঝিআ কি করিনু, কেন পত্রি পাঠাইনু,
তেঞ্জি সে ছাড়িল গোরা রাঅ॥
এ মহি আন্ধার করি, গেলা প্রভু ব্রজপুরি,
পতিতের কি হবে উপাঅ।
কিনা অপরাধ হইল, আমা তুহা বিসরিল,
নিজ দোস হইল দিব কাঅ॥
অদ্বৈত ঘরণী কান্দে, কেসবাস নাহি বান্দে,
সুরধনী বহে তুনএ্যানে।
কি করিব কোথা জার, কোথা গেলে নিধি পাব,
উপাঅ না দেখি বিধি বিনে॥
বিধির স্বভাব হঅ, দিআ পুনঃ হরি লঅ,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি তার জ্ঞান।
যেজন করে অপরাধ, তার মুণ্ডে বজ্রাঘাত,
করে নাহি স্থানাস্থান॥
সীতাদেবী য়েহিরূপে, পুন কহে নবদ্বীপে,
সচী বেনে ছাড়িল জিবন।
বিষ্ণুপ্রীয়া তার বধু, ডুবিলা সে শোক সিন্ধু,
না দেখিআ হৃদএ মদন॥

এহিরূপে সিতাদেবী করিছে ক্রন্দন।
মুরারী চৈতন্য দাস ভক্ত তুই জন।
সুদ্ধ সুভ্র বাস দিআ মুখ মোছাইল।
চেতন পাইআ সিতা শোক সম্বরিল॥
তবে স্মৃতি হৈল পূর্ব নিলার আবাস।
সিতা গুণ কদম্ব রচিল বিষ্ণুদাস॥

চতুর্থ অধ্যায়

জয় জয় গৌরহরি সচির নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ সিতাদ্বৈত চরণ॥
সুন সুন নিবেদন গৌরভক্তবৃন্দ।
সংক্ষেপে কহিনু আদি নিলা মধ্য অন্ত॥
বিস্তারি বর্ণিতে মোর কি আছে শকতি।
আমি অতি ক্ষুদ্র জিব মোর মন্দ মতি॥
জে কহি অচ্যুতানন্দ প্রভুর কৃপাঅ।
তবে জেবা আজ্ঞা তাহা চিত্তে স্ফুর্ত্তি হয়॥
এহিমতে সান্তিপুরে প্রভু তুইজনে।
বাঞ্চেন চৈতন্য পদে মজাইয়া মন।
আর এক সুন সিতার গুণ তরঙ্গিণী।
জেন মতে সিস্য হইল জঙ্গলী নন্দিনী।
নন্দরাম দাস নাম জন্মে সুদ্রকুলে।
পূর্ব্বে কৃষ্ণ অনুসঙ্গি জোগমাআ বলে॥
দ্বিজকুলে উপাদান নাম জজ্ঞেশ্বর।
তেঁহো কৃষ্ণ অনুসঙ্গি ব্রজের ভিতর॥
একে এক রীতে দোহে গেলা যঙ্গাস্নানে।
স্নান করি তু সখ দোহে ভাবিলা অন্তরে॥
যজ্ঞেশ্বর কহে ভাই বৃথা জন্ম গেল।
অদ্যাবধি গুরুপদ আশ্রয় না হইল॥

পূর্ব্বের বৃত্তান্ত ভাই হয় কিছু মনে।
জার স্থানে সিদ্ধমন্ত্র করিলু গ্রহণে॥
সেই সেবি শান্তিপুরে অদ্বৈত ঘরণী।
সিতা নামে প্রকাস আপনি ঠাকুরাণী॥
চল জাই তার পদ করিব আশ্রয়।
ব্রজেন্দ্র নন্দন পুন পাইব নিশ্চয়॥
তবে শান্তিপুরে প্রেবেসিলা দুইজনে।
নিকট হইল জাঞা অদ্বৈত ভবন॥
গৃহবাহে বসিআছেন অদ্বৈত ইশ্বর॥
উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম জপেন নিরন্তর॥
হেনকালে আচার্য্যের বন্দিলা চরণ।
প্রভু কহে কোথা হইতে আইলা দুইজনে॥
কি হেতু গমন দোহে কহত আমারে।
তারা কহে বৃথা জন্ম লভিনু সংসারে॥
অনাশ্রিত হই মোরা পাপি দুইজনে।
আশ্রয় করিতে আইলু তোমার ভবনে॥
মোর ঘরের বংসাবলি পূর্ব্বাপর হয়।
পুরুস গুরুর সিস্য কোল কালে নয়॥
তবে প্রভু অনুমতি দিল দুইজনে।
প্রবেশ করিয়া দেখ আছেন অঙ্গনে॥
আজ্ঞা পাইয়া দুইজনে করিলা গমনে।
দণ্ডবৎ লইয়া পড়ে সিতার চরণে॥
দুইজনে দেখি সীতা কৈল অনুরান।
তথাপি গোপন করি করেন সম্মান॥
তারা কহে মোসোমান পাতকি আর নাঞি।
কৃপা করি দেহ মোরে পদছায়া ঠাঞি॥
জন্মে জন্মে তুমি গুরু হরি ভগবান।
তুমি কৃপা কৈলে কৃষ্ণ করে পরিত্রাণ॥

তথাহি—

জো হরি সো হরি স গুরু সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স।
স্বয়ং হরি গুরুজস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টঃ হরিঃ স্বয়ং॥ ০॥ ইতি

আর এক নিবেদন ও রাঙ্গা চরণে।
পাপ আত্ম আমা সম নাহি ত্রিভুবনে॥
জগতের মধ্যে মোরা বড় অপরাধি।
দুস্কৃত পাসণ্ড আর কৃতঘণা আদি॥
করুণা নঞানে চাহে ও রাঙ্গা চরণে।
ছায়া দিয়া সিতল দুইজনে॥

তথাহি

মৎ সমো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধি চ দুঃস্কৃতিঃ।
পাষণ্ডিকৃতঘ্নেঽপি দেবিময়ি কৃপাং কুরু॥

তবে সিতা কৃপা করি ভক্ত দুইজনে।
ছলিতে লাগিলে কিছু কৈথব বচনে॥
ধার্মিক পুরুষ জে তোমরা দুইজনে।
সদাই মঙ্গল বিধি দোহার আচরণে॥

সত্যবাদী জশোমন্ত সুন্দর চরিত।
সুদ্ধ কুল জাতী ধর্ম্মি তুহুসে পণ্ডিত॥
সিস্য কহে নিবেদন সুন ভগবতি।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম হয় পরম ঔষধি।
অদ্যাবধি হৃদিপথে প্রেবেশ না হয়।
যে সব গৌরব জীবের তদবধি রয়॥

তথাহি

ধর্ম্মাকর্ম্ম কুসন পঠনি সত্যবাদী যশো বা সিনকুরুতে গরি মাধ্যোয় ব্রাহ্নী কুনচ চ।
জাবত প্রেম্না মধরিপু রঙ্গকৌর মন্ত্রসাধনাং গন্ধভ্যস্ত করুণ সরনি পহৃতাং ন প্রযাতি॥

আর এক নিবেদন সুন ঠাকুরাণী।
কৃষ্ণ ভক্তিহিন হইলে পাণ্ডিত্য না গনি॥
কোন কার্য্যে নাহি আইসে তায় অধ্যয়ন।
কু কুর লঙ্গুর নহে দংশন বারণ॥

তথাহি

ন গুহ্যগোপনে চৈব ন দংশাদি বরণে শুনঃ।
পুচ্ছমিব ব্যর্থং পাণ্ডিত্যংভক্তি বৰ্জ্জিতং॥

মন পক্ষ উঠে তাবং বিশেষ আকাশে।
প্রেম সয় ঠান সঙ্গ জাবত না আইসে॥

মনথ্যাখং বিষয়ময় সুদ্ধং ভবন্তি তাবতুড্ডিয় মনে
নন্দাত্মজাকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনানা জাবং প্রেম স চানসঙ্গ॥ ইতি॥

আর না ভাণ্ডিবে দেবি আমা দোহাকারে।
চরণের ছায়া দেহ তাপিত জনারে॥
তবে সিতা দোঁহার প্রতি বাক্ত করি তায়।
ব্রজের নির্জাস রস রাগময়ি হয়॥
রাগময়ি ব্রজবধু আশ্রয় তাহার।
পুরুশের সেহি প্রেম নহে অধিকার॥
জেই জন ব্রজগোপীর অনুগত হইয়া।
রাধাকৃষ্ণ ভজে বৃন্দাবন পায় জাইয়া॥
তাহে মোর সর্বকাল আছে য়েক রিত।
পুরুসের কভু আমি না করি আশ্রিত॥
মোর স্থানে কভু অন্য মন্ত্র নাহি রয়।
সবে এক সিদ্ধ রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র হয়॥
পুংস্ত তেজিয়া সিদ্ধ প্রকৃতি হইয়া।
ব্রজগোপীর অনুগত স্মিকার করিয়া॥
রাধাকৃষ্ণ শেবা পাই জে মহিত।
তাহার আশ্রিত আমি শো মোর আশ্রিত॥
শুনিয়া দোহার মনে বাড়িল আনন্দ।
সিরেতে ধরিল তাঁর চরণার বিন্দ॥
পুলকে পুরল তনু সজল নএান।
কান্দিতে কান্দিতে কহে ভক্ত দুইজন॥

অথ—ত্রিপদি যথা রাগ

হরি হরি আর কি হইবে এমন।
তেজিয়া পুরুষ অঙ্গ, পাইব গোপীর সঙ্গ,
রাধাকৃষ্ণ করিব সেবন॥
পৌর্ণমাসী যোগমায়া, পুনঃ কি করিবে দয়া,
ইঙ্গিতে বচন সমুঝিব।
তাঁর আজ্ঞা সিরে ধরি, মধুর এ ব্রজপুরি,
দোহাকার মিলন করিব॥
নন্দের মন্দিরে জাঞা, শ্রীকৃষ্ণ চরণ লৈঞা,
প্রবেসিব আয়ানের ঘরে।
জশোদা সন্দেশ মনে, ইঙ্গিতে বন্ধন ছলে,
রাধাকে আনিব নন্দিশ্বরে॥
কিবা শে জমুনাস্থানে, কিবা শোহি কুঞ্জবনে,
কিবা শোহি সূর্য্যপূজা স্থানে।
কিশোর আর কিশোরী, দোহার ঘটন করি,
নিরখিব শো চাঁদ বদনে॥
দোঁহা মুখ দোঁহে দেখি, হইব পরম সুখি,
আমরা ভাসিব প্রেমজলে।
পাইআ সে রস তাঁর, সুগন্ধি পুষ্পের হার,
গাঁথিআ পরাব দুহার গলে॥
পুরিব মনের আশ, রাধাকৃষ্ণ পরিহাস,
নঞান ভরিআ দেখি সুখে।

অষ্ট জুতেশ্বরি সঙ্গে, চামর ঢুলাব অঙ্গে,
তাম্বুল যোগার দুহু মুখে॥
এহি মতে দুহাকার হৃদএ ব্যাকুলী।
তবে সিতা ঠাকুরাণী হৈলা অনুকুলী॥
রাসভাগে বসাইলা ভক্ত দুইজনে।
রাধাকৃষ্ণ সিদ্ধি মন্ত্র দিলা দুহার কানে॥
সিতা পুন কহে শুন সিস্য দুইজনে।
জে কহিঅ ওড় এবে করহ শ্রবণে॥
শ্রীগুরু চরণ মাত্র করিতে আশ্রঅ।
প্রবর্ত্ত তঠস্ত তার দুই ব্যাক্ষা হঅ॥
সিস্য কহে প্রভু যে কহিলা তাহা নহে ব্যর্থ।
প্রবর্ত্ত তঠস্ত সন্দে করহ মোর অর্থ॥
সিতা কহে প্রেমনির শ্রীগুরু আধার।
প্রেম সিস্য গুরুপাদ হটস্থিতি আর॥
আর এক হঅ সুন সাধু মুখে সুনি।
জগতবল্লভ কৃষ্ণ ইন্দ্রনিল মুনী॥
কোন ভাগ্যবানে যদি চাহে দেখিবারে।
সদগুরু করুণা বিনে কেহ দিতে নারে॥
গুরু কল্পতরু মূল চরণ সামর্থ
সুনি লোভে পদমূলে হইবে প্রবর্ত্ত॥
তবেত সাধক দেহ শ্রীকৃষ্ণ ভজনে।
নবদা ভক্তি অঙ্গ করে আচরণে॥

তথাহি

শ্রবণং কীর্ত্তনং পাদ সেবনং স্মরণং অর্চ্চনম্ বন্দনং সখ্যদাস্য আত্মনিবেদনং ইত্যাদিন॥

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
এক অঙ্গ পাইল কৃষ্ণ সুন সে প্রসঙ্গ॥
পরিক্ষিত শ্রবণে কির্ত্তনে শুকদেব।
স্মরণে প্রহলাদ লক্ষি পাইল পদ সেবে॥

অর্চ্চনে পাইল পর্থ অক্রুর বন্দনে।
দাস্যভাবে কপি সখ্যভাবে অর্জুন॥
আত্মনিবেদনে বলি পাইল কৃষ্ণপদ।
বহু অঙ্গে পাইল আর বহুত ভকত॥
এক কিবা বহু অঙ্গ করিব সাধন।
সিদ্ধি দেহে সাধ্য পাবে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
আগেত আপন সিদ্ধ দেহ করি ধ্যান।
প্রকৃতি পদ্যাঙ্গি পট্টবস্ত্র পরিধান॥
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ করিবে ভূষণ।
সার্দ্ধ ত্রিয়োদশ বরিস বএস ভাবন॥

তথাহি আত্মধ্যানং—পদ্যাঙ্গি পট্টবসনে আদিং

তবে গুরুর পদ করিবে স্মরণ।
তার গাইত্রি জপি তারে কর আকর্ষণ॥
গুরু পূর্ব্ব প্রচোদয়াদন্ত তন্ত্রসার।
তার মধ্যে গুরুবিজ জপ দসবার॥
দ্বিভূজ বরদা সে গৌরাঙ্গ সসিমুখী।
করুণা হইলে কৃষ্ণ প্রিয়োত্তম সখি॥
বৃন্দাবনে রত্নসিংহাসনে কল্পমুখে।
বিসখা সহিত রহে সেবা অনুকুলে॥
সার্দ্ধ চর্তুর্দশ বর্ষ বএস তাহার।
রক্ত পট্টবাস শুক্ল মুনি অলঙ্কার॥
শ্রীকৃষ্ণ নিকটে করে শেবা আচরণ।
নানা উপহারে তাব করহ শেবন॥

অথ শ্রীগুরু ধ্যানং—গুরুগৌরঙ্গ ইত্যাদি।

তবেত জানিল গুরুর ইঙ্গিত বচনে।
শ্রীরূপ মুঞ্জরিপদ করহ ধ্যীয়ানে॥
চম্পকের দাম জিনী অঙ্গ সুনির্মল।
পাকা বিম্ব জিনী ওষ্ঠ করে টলমল॥
রক্ত পট্ট বস্ত্র শুক্ল মুনি আভরণ।
... ...

জয়ন্তি রূপমঞ্জরী ইত্যাদি।

স্বরূপ মঞ্জরী ধরে বিসখা চরণ।
তার পাদপদ্যে যুগ করহ ভাবন॥
মউয়ের কণ্ঠ বর্ণ অঙ্গের বসন।
সেত নিল পীত মুনি শোভে অভরণ॥
বিসখার সখীর এহি বএস নির্ণয়।
পঞ্চদশ বর্ষ সপ্ত মাসাধিক হয়॥

অথ ধ্যানং—
অপ্তহেমণভোং ইত্যাদি।

আর জত সখীগণ করহ ধিআনে॥
স্বর্ণমই ভুমিধ্যান করহ বৃন্দাবনে॥
তার মাঝে অপ্রাক্ত নিকুঞ্জ আলয়।
মহেস বিরিঞ্চি আদি অগোচর হঅ॥

তার মাঝে কল্পতরু শোভে তার তলে।
রত্ন সিংহাসনে মুনি খেচিত প্রবালে॥
উপরে চাঁদোয়া শোভে মুকুতার ঝরা।
চন্দ্রাবতি মুনিমঅ জেন জ্বলে তারা॥
সেহি কুঞ্জে অর্দ্ধদিগে শোভে অষ্টদ্বার।
তাহাতে পশ্চিম দ্বার মুখ বিসখার॥
শ্রীরূপ মুঞ্জরি তাতে সেবা পরাঅণ।
আপনার গুরু তাথে সখি একজন॥
তাহাঅ অনুগা সখি হইবে আপনি।
সেই সিংহাসন মাঝে ভাব বিনোদিনী॥

পঞ্চদশ বরিস তার বএস পরিমাণ।
কেতকি পুস্পের বর্ণ দিঠা পঞ্চবান॥
নিল পট্ট পরিধান নিল চুড়ি হাতে।
নিল মুনি অভরণ নিল সিথি মাথে॥
তবে যে তার গাইত্রি তার কলেবর।
রাধাবীজ জপি তারে সেব নিরন্তর॥
রাধা পূর্ব্ব প্রচোদআস্ত গায়ত্রি শার।
ক্লিং পূর্ব্বারাধা বিজ প্রনমন্তে আর॥

অথ ধ্যানং

নবীন হেন গৌরাঙ্গি ইত্যাদি।

তবে ধ্যানানন্দে কৃষ্ণচন্দ্রে করহ ভাবন।
ফুল্ল ইন্দিবর কান্তি সুচন্দ্র বচন॥
মস্তকে সুভিত চূড়া বিহরে অধিত।
প্রিআর সহিত আর শ্রীবৎস হিদিত॥
গলায় কৌস্তুভমুনি দোলে মনোহর।
পিতাম্বর পরিধান স্যামসুন্দর॥
সুতনু অর্চিত গোপীর নঞান পঙ্কজে।
মুরলী বদন ভঙ্গী নটবর রাজে॥
পিতবর্ণ মুনি শোভা করে অলঙ্কার।
কৈসোর শোড়শ বয়েস তাহার।
কাম গায়ত্রী জপি তার কর উপসন।
কৃষ্ণ বিজ জপী কৃষ্ণ করহ সেবন।
কাম পূর্ব্ব প্রচোদঅস্তি গায়ত্রী সার।
ক্লীং পূর্ব কৃষ্ণ বিজ পুনরপি আর।

নানা উপহারে কৃষ্ণ করাহ ভোজন।
রাধারে অধরামৃত কর সমর্পণ॥
গুরু আজ্ঞা লৈআ কর চামর বেজন।
মুখ্য সেবা আপনার ইচ্ছার ভাবন॥
উপাসক বৃন্দাবন রাধা উপাসনা।
শ্রীকৃষ্ণ উপাস্য বস্তু এহি অন্তর্মনা॥
এত শুনি দণ্ডবৎ হইলা দুইজন।
কহিতে লাগিলা কিছু করিয়া ক্রন্দন॥
কৃপা করি উদ্ধারিলা পতিত জনারে।
উপাসক বৃন্দাবন কহিলা আমারে॥
কোন গুণ ধরে আছে কোন নিধি।
করুণা করিয়া কহ তাহার অবধি॥
সিতা কহে শুন পুত্র অপূর্ব্ব কথন।
চিন্তামুনি গুণ ধরে সেহি বৃন্দাবন॥

তাহার অধিক কহে কাহার শকতি।
ইথে মন দেহ কহি জেবা হঅ স্তিতী॥
দ্বাদশ কানন নিধি সব কল্পমঅ।
ক্রমে ক্রমে সে সব কহিয়ে নির্ণঅ॥
ভদ্র বন, লোহ বন, শ্রীবন ভাণ্ডির।
মহাবন তালবন বহুলা খদির॥
কুমুদ অরণ্য আর কাম্য মধুবন।
তার মধ্যে সর্ব্বোত্তম শ্রীবৃন্দাবন॥
সেহি বৃন্দাবন হঅ কৃষ্ণের রম্যা স্থান।
নানা রত্ন আদি মুনি মানিকে নির্ম্মান॥
নানা পুষ্পলতা গন্ধ পুষ্প বিকশিত।
জাহার শৌরবে মন উল্লসিত॥
নানা জাতি পক্ষী শব্দ করে বার বার।
কুহু কুহু পিক ডাকে লাগে চমৎকার॥
জমুনা আইলার বাইব্য হইতে।
মথুরা গকুল হইয়া গেলা পূর্ব্বপথে॥
প্রীয়াগে গঙ্গার সনে হইল মিলন।
আর এক কহি সুন মর্ম্ম সুবচন॥
রাধাকুণ্ড হঅ বৃন্দাবনের পশ্চিমে।
তাহার বায়ব্য স্যামকুণ্ড অনুপামে॥
সেই দুই কুণ্ডের জল একত্র মিলন।
কুণ্ডের বেষ্টিত বিচিত্র কুঞ্জবন॥
শ্রীমান মন্দিরে বাসস্থলী পূর্বঘাটে।
উপরে পুষ্পের লতা বেড়ি বড়ি উঠে॥
রাধাকুণ্ডের অষ্টদিকে অষ্টসখীর কুঞ্জ।
নানা রত্ন মনিমঅ পুষ্প লতা পুঞ্জ॥
ললিতার কুঞ্জ হঅ কুণ্ডের উত্তর।
নন্দদা তাহার নাম মনহর॥
চম্পকলতার কুঞ্জ শ্রীকুঞ্জ দক্ষিণে।
কামকেলি নাম ধরে নিকুঞ্জ ভবনে॥
শ্রীকুণ্ড পশ্চিমে বাস করে চিত্রাসখী॥
মনহর নাম কুঞ্জ মন হরে দেখি॥
শ্রীকুঞ্জ পশ্চিমে তুঙ্গ বিদ্যার বসতি।
সে কুঞ্জ অরুণানন্দ নামে তথি অতি॥
বিশখার কুঞ্জ হয় শ্রীকুণ্ড ঐস্যানে।
তাহা কৃষ্ণ লিলা করে রাই সনে॥
তাহার মদনানন্দ নামে চমৎকার॥
জার কৃষ্ণ শ্রঙ্গার আদি করএ বেহার॥
কুণ্ড অগ্নিকোণে ইন্দুরেখার বিলাস।
সুখদা নামেতে কুঞ্জ হইল প্রকাস॥
কুণ্ডের নৈঋত কোণে রঙ্গদেবী স্থান।
আর কুঞ্জ সুখপ্রদা হইল আখ্যান॥
কুণ্ড বায়েব্য কুঞ্জ হয় সুদেবীর।
বসন্ত সুখদা নাম নিরবহে থির॥
সেহি স্থানে সূর্য্যাপূজা ছলে গোপীগণে।
দিবারসে কৈল কৃষ্ণ রাধিকার সনে॥
শ্রীকুণ্ড দক্ষিণে হঅ গিরিগোবর্দ্ধন।
হইলা মানস গঙ্গা তার সন্নিধান॥
বৃন্দাবন পশ্চিমেতে নন্দের আলয়।
তাহার দক্ষিণেতে সঙ্কিত স্থান হঅ॥
সংক্ষেপে কহিলাম বিন্দাবনের বর্ণন।
এইরূপে নিরবধি করহ ভাবন॥
আর কিছু মর্ম কহি শুন দুইজনে।
সেহি বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥
কলিতে রাধার ভাব করি অঙ্গিকার।
আপনি চৈতন্যরূপে কয়িলা বিহার॥

তাঁহার চরণে মন রহু দোঁহাকার।
... ...॥
তবে বহু দণ্ডবৎ ভূমেতে পড়িলা।
সিতার চরণ ধরি কান্দিতে লাগিলা॥
তবে সিতা কৃপা করি কহে দুইজনে।
দণ্ডবৎ হও জাঞা প্রভুর চরণে॥
তবে দুহে বন্দিলেন অদ্বৈত চরণ।
প্রভু বলে চৈতন্য চরণে রহুক মন॥
আর জত গৌরাঙ্গে পারিসদ হঅ।
তাহার চরণে জেন গাড় রতি হঅ॥
ধর্ম আচরণ কিবা বিষ্ণুর সেবন।
তির্থ পর্য্যটন করে বেদ বিচারণ॥
চৈতন্যের পারিসাদ পদ সেবা বিনে।
নাহি পাঅ দেবের দুর্লভ প্রেমধনে॥

তথাহি

আশ্চর্য্যং ধর্ম ইত্যাদি।

গুরুকে মনিষ্য জ্ঞান কভু না করিবে।
মন্ত্রেতে অক্ষর বুদ্ধি করি না মামিবে॥
শ্রীমূর্ত্তিকে সিলাজ্ঞাে জেন নাহি হয়।
তুলসি দেবীরে জান গোবিন্দের প্রিয়ে হঅ॥
বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি না কর বিচার।
শ্রীকৃষ্ণের তনু সর্ব শাস্ত্রের প্রচার॥
তবে সিতা পুন কৃপা করি দুইজনে।
আজ্ঞা দিলা নিজ গৃহে করিতে যমনে॥
তবে দুই সিস্য পুন করে নিবেদন।
না জাইব গৃহে পদ করিব সেবন॥
সিতা কহে জে কহিলা সেহি মিথ্যা নঅ।
প্রকৃতি নহিলে দাসি কৈছে হঅ॥
ইহা শুনি দুহাকার অন্তরে লল্লাস।
সিতাগুণ কদম্ব রচিলা বিষ্ণুদাস॥

—০—

পঞ্চম অধ্যায়

জয় জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় অদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ বিন্দু॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মোর করুণা করিবে।
ক্রমফঙ্গ জত মোর দোষ না লইবে॥
সিতার বচন শুনি সিস্য দুইজন।
সঙ্গী বণিকের ঘরে করিলা গমন॥
মূল্য দিঅ দুইজন হস্তে সংক পরি।
ললাট সিন্দুর সিরে বান্ধিল কবরি॥
তবে পূর্ব্ব লীলা দুহে করিলা স্মরণে।
প্রকৃতির অঙ্গ আসি হইল দুই স্তনে॥
পাট শাড়ি পরিধান বান্ধিলা কাচলি।
হইল উদর নিচে সুন্দর ত্রিবলি॥

ধাউত আভরণ অঙ্গে কাটিতে ঘুঙ্গুর।
চরণে নূপুর বাজে ঝনুর ঝনুর॥
পাচলে ঝাপিয়া দুহে অর্দ্ধেক বদন।
সিতার নিকটে আসি বন্দিলা চরণ॥
দেখি ঠাকুরাণী তবে বিস্মিতা হইলা।
হাসিআ দুহারে কিছু কহিতে লাগিলা॥
পুরুস হইয়া প্রকৃতির বেস কেন।
উপহাস প্রাপ্ত হবে পাষণ্ডির স্থানে॥
তবে সেই সিসা কহে হাসি পুনর্ব্বার।
গুরু পাদ আশ্রঅ জন্মে হঅ আর॥
প্রকৃতি পুরুস হয় পুরুষ প্রকৃতি।
জাহার জেমন ভজনের অনুসার গতি॥
তাঁহাতে আপনি নিত্য সিদ্ধ ঠাকুরাণী।
আমরা আশ্রয় পাইল চরণ দুখানী॥
মুনির পরশে জৈছে লৌহ হঅ মুনী।
তৈছে তোমার স্পার্শ্যে পাইনু তোমার চরণী॥
আর এক সিদ্ধ মন্ত্র করিনু গ্রহণ।
তাথে কৈছে রহে মোর পুরুষ লক্ষণ॥
দেখ ঠাকুরাণী তোমার কৃপার প্রভাব।
তোমার কৃপাতে পাইলাম এসব প্রকার॥
এত কহি বক্ষস্থানের খুলিলা বসন।
সাক্ষাতে দেখিলা দেবী দুহাকার স্তন॥
এই মতে প্রীতি অঙ্গে প্রকৃতির চিহ্ন।
পাইলেন ঠাকুরাণী কিছু নহে ভিন্ন॥
তবে নিজ সেবা দিআ দুহারে রাখিলা।
পুনরপি মো পাপিরে করুণা করিলা॥
রাধাকৃষ্ণ সিদ্ধি মন্ত্র দিলা দোহার কানে।
সিতল করিলা ছাআ দিআ শ্রীচরণে॥
কে কহিতে পারে তার কৃপার মাধুরি।
আমাকে সঁপিলা কেন কনক অঙ্গুরি॥
এ প্রসঙ্গ যদ্যপি কহিতে না জুয়াঅ।
কি করিব তার কৃপা আনন্দে উঠাএ॥
সিতা ঠাকুরাণী আর অদ্বৈত গোসাঞি।
কৃপার সাগর দুই বিনে অন্য নাঞী॥
মদন গোপাল সেবা কর দুইজনে।
মোরে জুক্ত কৈল তার মন্দির মার্জ্জনে॥
স্তন স্তন ভক্তগণ করি নিবেদন।
ইশ্বর ইসান আইলা অদ্বৈত ভবন॥
তাবে যবে সিস্য কৈল আচার্য্য গোসাঞি।
তাহাতে জে কৃপা কৈল তার সিমা নাঞি॥
আজ্ঞা দিলা নবদ্বিপে সচির মন্দিরে।
চৈতন্য চরণ সেবা করো নিরন্তরে॥
ইসান অদ্বৈত পদ করিআ বন্দন।
সচির মন্দিরে তবে দিলা দরশন॥
সচি কহে কোথা হইতে আইলে কিবা নাম।
ইসান কহে ঘর মোর সান্তিপুর গ্রাম॥
ইসান আখ্যান মাতাপিতা বন্ধুহিন।
গৃহ মার্জনাদি কর্ম্মে আমিহ প্রবিন॥
আজ্ঞা হৈলে দাস হৈআ রহি তোমার ঘরে।
আর যেবা গুণ আইসে কহিএ তোমারে॥
স্ত্রীলোক যৈছে করে বালক পালন।
তাহা কোর আসে ভাল কৈনু নিবেদন॥
শচী কহে নিমাইর হইআ দোসর।
জাবত কাল সুখে তুমি রহ মোর ঘর॥
চিন্তিল ইসান মোর মনমত হইল।
চৈতন্য চরণ সেবা সচি মোরে দিল॥

এই মতে সচিদেবির মুন্দিরে ইসান।
অহর্নিসি সেবা করে গৌর ভগবান॥
একদিন গঙ্গাস্নানে গেলা ঠাকুরাণী।
ইসানের কোলে দিয়া গৌর গুণমুনী।
হেনকালে কহে কিছু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ইসান ছাড়িয়া কেন আইলা ব্রজপুর॥
তবেত ইসান কহে চৈতন্য চরণে।
ব্রন্দাবন ছাড়িশা প্রভু তুমি আইলা কেনে॥
কাহার সকতি মাআ বুঝিতে তোমার।
সঙ্গ-পাঙ্গ লৈআ তুমি করিবা বিহার।
সর্বকাল নাহি জানে পাদপদ্য বিনে।
না ছাড়িবে দআ প্রভু মোর নিবেদনে॥
তোমার কারণে আমি জত ছল করি।
দান ছলে ঘটানু রাধিকা সুন্দরী॥
মানস গঙ্গার ঘাটে কদম্বের মূলে।
দধি দুগ্ধ লুচি ফেলাইলা মহীতলে॥
আমার ইঙ্গিত করি গোপিকা লৈইয়া।
আর জত লীলা কৈলা আনন্দিত হইয়া।
সেই অভাগিণী যে মুখরা মোর নাম।
জশোদার ধাত্রি আমি সুন গুণধাম॥
ইসান আমার নাম জন্ম দ্বিজকুলে।
আচার্য্য গোশাঞি ছায়া দিলা পদতলে॥
কৃষ্ণমন্ত্র দিআ মোরে কহিল বচন।
নবদ্বিপে সেব জাইআ চৈতন্য চরণ॥
ইহা সুনি মহাপ্রভু কৈলা আলিঙ্গন।
ইসান বন্দিলা প্রভুর যুগল চরণ॥
এহি রূপে সচি গ্রিহে দাস অভিমানে।
গ্রহ কর্ম্ম আদি সব করিল ইসানে॥
জবে মহাপ্রভু কৈলা সন্যাস গ্রহণ।
ইসানের স্থানে মাতা কৈলা সমর্পণ॥
সচি বিষ্ণুপ্রিয়া যবে অপ্রকট হঞা।
নিত্যস্থানে গেলা দুহে নিত্যদেহ পাঞা॥
তবে পুন সান্তিপুরে ইসান আইলা।
অদ্বৈত পদারবিন্দে দণ্ডবৎ হইলা॥
আচার্য্য গোশাঞি তবে ইসান দেখিয়া।
বাৎসল্য ভাবেতে কোলে নিল উঠাইআ॥
ইশান কহএ প্রভু এ ভব সংসারে।
অগাধ সমুদ্র দেখি নাহি পারাপারে॥
তোমার কৃপাতে পাইনু গৌরগুণ নিধি।
না পুরিল আস মোর বিড়ম্বিল বিধি॥
দরিদ্রে পাইলে ধন ছাড়িতে না চাঅ।
পথ পথিগণ তার হাত হইতে লঅ॥
এতো কহি ইসান হবে কান্দিতে লাগিলা।
প্রবোধ বচনে প্রভু তারে প্রবোদিলা॥
ইসান বন্দিলা তবে সিতাদেবীর পদ।
আচলে মোছাএ দেবি ইসানের মুখ।
আইস আইস পুত্র আর না কর বিষাদ।
ভোজন করহ যাঞা প্রভুর প্রসাদ॥
তুমি মোর প্রাণধন তুমি ধন্য ধন্য।
তোমারে করিবে কৃপা কৃষ্ণ চৈতন্য।
আজি হৈতে জল সেবা দিলাম তোরে।
সুনিয়া ইসান বড় হরিষ অন্তরে।
প্রসাদ পাইয়া সিতার চরণ বন্দিআ।
কটিতে অনুর পাসে কৌপিন আটিয়া।
সহস্র কলসি জল নিঙম করিল।
গঙ্গা হইতে তুলিঞা গ্রিহে জোগাইল॥

নিরবধি হরিন'ম জপিছে বদনে।
নিথি নিথি ঘট ভরি গঙ্গাজল আনে ॥
জল আনিতে মস্তক হইল ক্ষত।
তাহাতে জন্মিলা ক্রিড়া কত শত শত ॥
জখনে মস্তকে ক্রিড়া করএ দংশন।
মহাবেগে হরিনাম করে উচ্চারণ ॥
একদিন আচার্য্যের ভোজনের কালে।
জল দিতে এক ক্রিড়া পড়ে ভূমিতলে ॥
ত্রস্তে ব্যস্তে সেই ক্রিড়া নিল উঠাইআ।
মস্তক উপরে রাখেন জতন করিআ ॥
প্রভু কহে হেরো আইস দেখিএ তোমারে।
কি হেতু মক্ষিকা উড়ে মস্তক উপরে ॥
তবে প্রভু ইসান প্রভুর আগে নোঙাইল মাথা।
ক্রিড়া দেখি প্রভু বড় মোনে পাইল ব্যাথা ॥
ইসানের প্রীতি প্রভু কহিতে লাগিলা।
করুণা করিআ জল সেবা ছাড়াইলা ॥
সুনিঞা ঈশান তবে লাগিলা কান্দিতে।
না ছাড়াবে জল সেবা তব কৃপা হইতে ॥
সরির যাউক সির পাত কেন নঅ।
পাছে প্রভুর জল সেবা বাদ লঅ ॥
ইহা শুনি সিতা পাকসালা হইতে আইলা।
মস্তক উপরে পদ্মহস্ত বুলাইলা ॥
শ্রীহস্ত পরশে হইল সুন্দর মস্তক।
সিতার মহিমা নাহি জানে তিনলোক ॥
অচ্যুত সহিতে সিতাদ্বৈত পদ আশ।
সিতাগুণ কদম্ব রচিল বিষ্ণুদাস ॥

—০—

ষষ্ঠ অধ্যায়

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীসচিনন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ ভুবন পালন ॥
জয় সিতানাথ প্রভু কৃপাময়।
জয় জয় অচ্যুতানন্দ প্রভুর তনঅ ॥
করুণা করিআ মোর সুদ্ধ কর মন।
বাঞ্ছা পূর্ণ কর প্রভু সিস্য শতজন ॥
অদ্বৈতের কৃপাপাত্র কামাইনু রাই।
প্রিঅত্তম দুই মানে অদ্বৈত গোসাঞি ॥
ভাগবত আচার্য্য আর বল্লভ বিশ্বাস।
চক্রপাণি বনমালি চৈতন্য দাস ॥
সুন সুন ভক্তগণ করি নিবেদন।
সিতায় মহিম সিন্ধু তার এক কণ ॥
পরমাণু আমি সিমা কি দি তার।
এবে কহি অপূর্ব্ব কথন কিছু আর ॥
এহি রূপে সীতাদ্বৈত রহে শান্তিপুরে।
প্রস্তর প্রকট নিলা ভাবনা অন্তরে ॥

নিলাম্বর ঘরে মহোৎসব সংকির্ত্তন।
অদ্বৈত গোসাঞি গেলা লৈঞা ভক্তগণ॥
দ্বিজ স্যামদাস আর দাস সনাতন।
মূরারি চৈতন্য শ্রীরাম এহি চারিজন॥
কমলাকান্ত জগন্নাথ পুরোত্তম পণ্ডিত।
আনন্দে চলিলা প্রভু এ সভার সহিত॥
তবে সিতা ঠাকুরাণী চড়িআ দোলাঅ।
চারি পারিসাদ দোলা কান্দে করি লয়॥
দোলার পাছে পাছে দুই ভক্ত মহাসুর।
জানু রাঅ চলে আর ইসান ঠাকুর॥
উঠিলা দুর্ম্মতি জানুরাএর অন্তরে।
ঠাকুরাণীর দোলা বহিবার বাঞ্ছা করে॥
ইসানের প্রতি জানু কহে ধির।
দোঁহার বদলে চল দোলা কান্ধে করি॥
ইষ্টদেব কান্ধে লৈঞা সেই পুণ্যফলে।
পুনঃ জন্ম দোলা আদি অশ্ব জেন মিলে॥
ইসান কহেন জানু নহে ভক্তিমত।
আজ্ঞা বিনে সেবা করে সব অনুচিত॥
তুমি জাআ দোলা লেহ মোর ঠাকুরাণী।
কৃপা করি জলপাত্র সপিলা আপনি॥
মোর এহি জলসেবা আজ্ঞা হইতে হঅ।
ইহা শুনি দোলা কান্ধে কৈলা জানুরাঅ॥
বুঝিআ জানুর যত হৃদয়ের বাণী।
দোলা হইতে ভুমি নাবিলা ঠাকুরাণী॥
জানু প্রীতি কহে দেবী নিষ্ঠুর বচন।
সুন জানু পূর্ব্বদিশে করহ গমন॥
মোর আসির্ব্বাদে তোমার ঐশ্বর্য্য বাড়িবে।
ঘোড়া দোলা আদি কত বিসএ ভুঞ্জিবে॥
দেবি দেবা পদে তুমি বহু ভক্তিমানী।
পসু হিংসা করিয়া পুজিবে সুবচনি॥
এতো সুনি জানু তবে কান্দিতে লাগিল।
তাহারে তুসিআ সিতা পুন আজ্ঞা দিলা॥
ইসানেরে সমর্পণ করিনু তোমারে।
কৃষ্ণপ্রীতে ভুমি বির্ত্তি দিবত ইহারে॥
সুনিয়া ইসান তবে লাগিলা কান্দিতে।
নবিন অঙ্কুর যেন ভাঙ্গে বজ্রাঘাতে॥
তবে তারে কৃপা করি সিতা ঠাকুরাণী।
কহিতে লাগিলা তারে মধুর জে বাণী॥
দুঃখ না ভাবিহ মনে তুমি সাধুজনে।
জানু সঙ্গে পূর্ব্বদেশে করহ গমন॥
না কর রোদন বাছা স্থির কর মতি।
ঝাটপাল গ্রামে জাঞা করহ বসতি॥
সেই গ্রামের মধ্যে ভগ্ন মন্দিরে।
জগন্নাথ বলরাম তাহার ভিতরে॥
সেত শ্যামল তনু সুচন্দ বদন।
সপ্নে তোমার দর্শন দিবে গ্রহণ॥
তোমারে করিআ কৃপা তোমার ভবনে।
দুই প্রভু তব সেবা করিব গ্রহণে।
তোমার অনুজ জগন্নাথ রুক্সিণী নন্দন।
আনন্দিত হঞা তারা করিব ভোজন॥
তোমার বংসেতে জনম হইব তিনজন।
শোমান অঙ্কুর তিনের নামকরণ॥
মহাসাধু কৃষ্ণভক্ত হইবে প্রকট।
জ্যৈষ্ঠপুত্র সর্ব্বাধিক কির্ত্তন লম্পট॥
তিনজন হইবেক চৈতন্য ভকত।
ধরিব বৈষ্ণব নাম সেবি জে বেকত॥

কৃষ্ণ মিশ্র নামে মোর মধ্যম নন্দন।
তার পরিবার তিনে হইব গণন॥
সুনিয়া ইসান সিতার বন্দিলা চরণ।
তার পৃষ্ঠে হাত দেবি করিলা রোপণ॥
তবেত তণ্ডুল তারে এক মৃষ্ঠ দিলা।
অক্ষঅ অব্যয় হবে আপনি কহিলা॥
আসির্ব্বাদ কৈলা তারে সদয় হইয়া।
ইসান অদ্বৈত পদ বন্দনা করিআ॥
আর জত ভক্তগণ কৈল আলিঙ্গন।
পুরুষোত্তম সঙ্গে জাঞা হইল মিলন॥
হাসিয়া ইসানে কিছু কহে পুরুসোত্তম।
জন্মিবে তোমার পুত্র আমার সমান।
তবেত ইসান পূর্বদেশেতে চলিলা॥
সিতার করুণা বলে তথা উত্তরিলা॥
নিলাম্বর ঘরে পূর্ণ সংকির্ত্তন।
তবে ঠাকুরাণী আইলা আপন ভবন॥
নিকটে আনিয়া পূর্ব্ব শিষ্য দুইজনে।
কহিতে লাগিলা সিতা বিদাঅ বচনে॥
সুনিআ রোদন করে জঙ্গলী নন্দিনী।
কোন অপরাধে দুহে ছাড় ঠাকুরাণী॥
তবে দেবি কহে সুন আমার বচন।
সর্বকালে মোর দাস হও দুইজনে॥
হে দেহে নন্দিনী দুঃখ না ভাবিহ মনে।
বৃন্দাদেবী নাম তোমার হঅ বৃন্দাবনে॥
বনেতে বসতি তোমার হবে অচিরাতে।
অকুমারি গর্ভ উপজিবে আচম্বিতে॥
সেহি গর্ভে এক সাধু হবে উপাদান।
বৈষ্ণব চৈতন্য ভক্ত বড় ভাগ্যবান॥

নন্দিনীর নাস বলি জগত জানীব।
তোমার পারিষদ মধ্যে প্রধান মানীব॥
এই মতে নন্দনীক তুষিআ ঠাকুরাণী।
জাঙ্গলিকে কিছু কহে মধুর জে বাণী॥
তোমার আখ্যান ছিল বিরা ব্রজপুরে।
চৈতন্য গোসাঞি কৃপা করিবে তোমারে॥
বরিদাস নামে এক গ্রহস্ত নন্দন।
অরণ্যে করিবে সে গোধন চারণ॥
তোমার চরণ সেই আশ্রয় করিব।
মোর পরিবারে ব্যক্ত জগত হইব॥
সেই বনে হইব সুন্দর এক গ্রাম।
হইব সেই জঙ্গলী টোটা নাম॥
উদাসিন হইব তোমার যত জন।
ইহা সুনি দোহে সিতার বন্দিল চরণ॥
গমন করিলা দোঁহে বিদাঅ হইআ।
একত্রে রহিলা দুহে কথোদূর জাইআ॥
পরদিন সিতার চরণ করি ধ্যান।
দুই দিগে দুই ভক্ত করিলা পআন॥
অহর্নিসি হরিনাম জপএ অন্তরে।
নন্দিনী রহিলা সুদ্র গৃহস্তের ঘরে॥
প্রকৃতির বেস অঙ্গে বসন পরিআ।
তপস্বির রূপে রহে আনন্দিত হইয়া॥
কথদিন তথা এক সুদ্র উতরিল।
সেই গ্রামে দুষ্ট এক ব্রাহ্মণ আছিল॥
সুভা প্রতি কহে জাইয়া চোকন করিয়া।
প্রকৃতির বেশ ধরে পুরুষ হইয়া॥
আনি সাহেব তারে দেখে বিদ্যমানে।
জানিঞা নন্দিনী তবে আইলা তার স্থানে॥

দাঁড়াইআ রহিলা আসি সুভার গোচরে।
অতিক্রোট মরি সুভ। জিজ্ঞাসিলা তারে॥
পুরুষ হইআ কেন নারি বেস ধর।
ইহার বিত্তান্ত কহ আমার গোচর॥
নন্দিনী কহেন নাহি পুরুষ কথন।
হুকুম দিলেন সুবা খুলিতে বসন॥
নন্দিনী কহেন আমি আছি রজঃস্বলা।
আমারে স্পর্শিতে দূতে কেমনে আজ্ঞা দিলা॥
জানু হইতে পড়ে তবে রুধিরের ধার।
দেখিয়া সুভার মনে হইল চমৎকার॥
গলাএ পটুকা দিয়া মিনতি বচনে।
অপরাধ খণ্ডাইল পড়িআ চরণে॥
তবে তীন গ্রাম তার বির্ত্তি লিখি দিলা॥
গোপিনাথ লাগি তার মন্দির স্থাপিলা॥
সাত বৎসরের এক ব্রাহ্মণ কুমারি।
আচম্বিতে গর্ভ উপজিল অকুমারী॥
তাহার উদরে ছিলা মহাসাধুজন।
জন্মিল বালক নারী ছাড়িল জিবন॥
তাতে দেখিতে আইল জত লোকজন।
বালকের মুখে সুনে অদ্ভুত কথন॥
নন্দিনীর দাস আমি কহিলাম সবারে।
সুনি চমৎকার গ্রামি লোকের অন্তরে॥
বালক লইয়া দিল নন্দিনীর পাশ।
এহি রূপে নন্দিনীর হইল প্রকাস॥
এবে সুন জঙ্গলির মহিমা বর্ণন।
জঙ্গলে করিলা বাস হরসিত মন॥
গোধন রাখাল এক নাম হরিদাস।
সমত চরাণ ধেনু বনে করে বাস॥
এক তপস্বিনী বনে দেখে আচম্বিতে।
চরণে আসিয়া সিসু কৈলা প্রণীপাতে॥
প্রণাত করিআ কহে রাখাল বালক।
কৃপা করি তুমি মোরে করহ সেবক॥
জঙ্গলী বলেন আমি তবে সিস্য করি।
পুরুষার্থ তেজি জদি হইতে পার নারি॥
সিসু কহেন প্রভু করি নিবেদনে।
জদি মোরে ছাআ দেও সিতল চরণে॥
অনুগত অনুসারে সেই মূর্ত্তি হঅ।
সুনিয়া জঙ্গলী তবে হইলা সদয়॥
সিদ্ধ রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিলা তার কানে।
শ্রীগুরু জাতিঅ ধর্ম্ম হইত ততক্ষণে॥
তার সজ্জ আদি কৈলা অঙ্গের আভরণ।
প্রকৃতির রূপ ধরি পরিলা বসন॥
তবেত জঙ্গলী মনে হরষিত হইআ।
রাখিল নাম দাসি হরিপ্রিয়া।
নিজগৃহে জাইতে ডাকে অন্য রাখাল।
হরিপ্রিয়া নাহি গেলা গেলা ধেনুপাল॥
গ্রিহস্থ সুনীল জত রাখালের মুখে।
সোকে ধাঅ গ্রিহস্থ পাইআ মনদুঃখে॥
আপন রাখাল ডাকে আইস হরিদাস।
হরিদাস কহে তুমি ছাড় মোর আস॥
জঙ্গলির দাস আমি হইলাম জঙ্গলে।
তবে যাই গ্রহস্থ কাজির পাস বলে॥
সেইত দেশের কাজি বড়ই দুরান্ত।
গ্রহস্থ তাহার পাসে কহিলা বির্ত্তান্ত॥
তবে কাজির ক্রোধে কাঁপে কলেবর।
জঙ্গলির আনিতে গেলা পাঁচ শত চর॥

শুনিয়া জঙ্গলি তবে আইলা অন্যপথে।
দাড়াইআ রহিলা কাজির সাক্ষাতে।
বিচার না করিআ কাজি আজ্ঞা দিলা দূতে।
জঙ্গলী অঙ্গের বস্ত্র খসাইয়া ফেলিতে॥
দূতগণ জাইয়া তবে বস্ত্র টান দিলা।
সিতা ঠাকুরাণী তবে বস্ত্ররূপ হইলা॥
যত টানে তত হঅ খসাইতে নারে।
মুখে রক্ত উঠি তবে দুষ্ট কাজি মরে॥
জঙ্গলি ভাবেন সদা সিতার চরণ।
জঙ্গলীর জয় শব্দ উঠিল ভুবন॥
তবে কতদিনে এক পাতসা আইল।
লোকমুখে জঙ্গলির মহিমা সুনিল॥
অরণ্যে জঙ্গলির সনে করিলা সাক্ষাৎ।
নমস্কার করি রহে বুকে দিয়া হাত॥
মহিমা দেখিয়া কিছু বর মাগিলা।
জঙ্গল সমেত সব কির্ত্তি লিখি দিলা॥
জঙ্গলে বান্ধিলা টোটা হইল তার নাম।
জঙ্গলির নামেতে জঙ্গলি টোটা গ্রাম॥
তাহার নিকট অন্য অরণ্য ভিতরে।
যবন ফকির এক নানা মাআ ধরে॥
বহুকাল ধরি সেহো করয়ে বসতি।
জিন্দা পীর বলি লোক কহয়ে খেয়াতি॥
ব্যাঘ্র ভল্লুক কত হইল বশ তার।
সুনি জঙ্গলির যত মহিমা প্রচার॥
তবে ক্রোধে ফকিরের কাঁপে কলেবর।
মাআতে সৃজিল কত শত অনুচর॥
ব্যাঘ্র ভাল্লুক সঙ্গে নিলা মাআগুণে।
আপনে হস্তীর পর হইলা আরোহণে॥
জঙ্গলি ছলিতে তবে ফকির চলিল।
ধ্যান করি প্রীআ তবে সকলি জানিল॥
জঙ্গলির পাসে সব কৈল বিবরণ॥
সুনিআ জঙ্গলি কৈলা সহাস্য বদন॥
হেনকালে ফকির আইলা আচম্বিতে।
আদরে জঙ্গলি তারে কহিল বসিতে॥
তেহো কহে মোর হস্তি রাখে কোন জনে।
কেমনে নামিআ আমি বসিব আসনে॥
জঙ্গলি কহিল তবে হরিপ্রিআ প্রতি।
তুমি যাইআ ধর এই ফকিরের হাতি॥
তবে হরিপ্রিয়া যাইআ ধরে হস্তির শুণ্ড।
নামিল ফকির হস্তি হইল প্রচণ্ড॥
ইষৎ দাবল উছে কৈল হরিপ্রিআ॥
ছাড়িল জিবন হস্তী চিৎকার করিআ॥
ব্যাঘ্র ভালুক ধরি হরিনাম।
হরিনাম পাইআ তারা নাচে অভিরাম॥
দেখিয়া ফকির ব্যাঘ্র নিবারিতে যাঅ॥
আর ব্যাঘ্র সব তারে খাইবারে ধাঅ॥
ভয়েত ফকির তবে কাতর হইআ।
জঙ্গলির পদে পড়ে লোটাইয়া॥
তবেত জঙ্গলি তবে সদঅ হইলা।
হরিপ্রিআ যাইআ তবে ব্যাঘ্রে নিবারিলা॥
ব্যাঘ্র ভালুক হরিপ্রিয়ার চরণ।
বন্দিআ করিল অন্য দেশেতে গমন॥
লজ্জা পাইআ ফকির চলিল অন্য দেশ।
এইরূপে দুইজন হইলা প্রকাশ॥
তবে সিতা ঠাকুরাণী রহে শান্তিপুরে।
পুনরপি বিদায় বচন কহে মোরে॥

কুলীন গ্রামেতে বসু রামানন্দ সনে।
বসতি করহ ভাব চৈতন্যের সনে॥
বসু বংশে জন্মিব মান্বক রণছোড়।
আজন্ম চৈতন্য পদে বিশ্ব নিগূঢ়॥
আর জে জে হঅ সব বল্বব আখ্যান।
আকৃতি প্রকৃতি যেন কন্দর্প সমান॥
গৌরাঙ্গ প্রসাদে চক্রবর্ত্তী ষড়ুগ্রামে।
সাত বৎসরের কালে নাচে কৃষ্ণপ্রেমে॥
তাহার উত্তরে শঙ্করপুর গ্রাম।
জন্মিব গোকুল নন্দ ঘোষ গুণধাম।
তুমি যাইয়া শিষ্য কর এহি চারিজন।
নীলাচলে পুন কর বাএর দর্শন।
বৃন্দাবন হইতে কুলীন গ্রামেতে আসিআ।
গোবিন্দের সেবা কর মূর্ত্তি প্রকাসিয়া।
গোবিন্দ করিবে কৃপা কহিনু তোমারে।
এতো কহি সিতা পদ দিল মোর সিরে॥
সেই আজ্ঞা পাইআ আমি করিনু গমন।
বসু রামানন্দ সনে হইল মিলন।
সেই চারিজনে সিস্য হইল মোর বল।
চারিজনে সঙ্গে লইআ চলিনু নীলাচল॥
রাএর দর্শন করি গেলাম বৃন্দাবনে।
আসিআ করিনু পুন গোবিন্দ সেবনে॥

চৌদ্দশত তেতাল্লিশ শক রাত্রিশেষে।
স্বপ্নেতে অচ্যুতানন্দ কৈলা উপদেশে॥
সিতার মহিমা কিছু করহ বর্ণন।
তার মধ্যে অদ্বৈতের গুণাদি কীর্ত্তন।
সেই আজ্ঞাবলে যেবা করিনু বচন।
অদ্বৈত মহিমা কিছু সুন ভক্তগণ।
অদ্বৈত মহিমা কেবা জানে কৃপা বিনে।
স্বভাবে কহিএ যেবা দেখিনু নঞানে॥
সখ্য বাৎসল্য প্রভুর ভাব বহিরঙ্গ।
দাস্য মধুর ভাব হঅ অন্তরঙ্গ।
তাতে এক অনুমানী অমৃত কথনে।
অমৃত কেবল সব কেহ নাহি জানে॥
যে জন ... ...।
অন্য কি কহিতে পারে আছে কোন মধু।
অদ্বৈত গোসাঞি সদা পিয়ে যেহ রস।
অতএব মধুর রসের হয় দাস॥
আপনার নিজগৃহে যাইআ গৌরহরি।
আনন্দ সমুদ্রে ভাসে নাচে ফিরি ফিরি।
পদ পাইয়া ব্রজাঙ্গনার বাক্যশত সার।
বহুদিন মাধব মন্দিরে আসি মোর।
আর এক পদ পায় মুকুন্দের কৃত।
আচার্য্য গোসাঞি হইলা গোপিভাবাবৃত।

তথাহি পদ

আরে আমার গৌরাঙ্গ গোপীনাথ।

যা কর লাগিয়ে, গেহগুরু ছোড়নু,
সেহি করল পরমাদ।

অপরূপ বেশ, কেশ সব মুণ্ডন,
পিন্ধন অরুণ কৌপীন।

যে পহু গুঞ্জে ভুবন, রস উল্লাসিত,
সেহি বেশ সন্ন্যাস প্রবীন।

ইহা গুণ সোচারি, রোয়ত শান্তিপুরনাথ, হেরইতে প্রেম অঙ্গ, মুকুন্দ মনুভবন,
যব পহু নীলাচলে যাই। লগাওত লোক বুঝাই॥

তথাহি—

যস্তা কৃষ্ণরূপাদি লুখ্য রাধানুগবাত্মনমতু যস্য
ভক্তস্বরূপো বপু শান্তিরোনাথময়ি কিং সদয় ভবেতং।

আচার্য্য গোসাঞিঃর সব দেখি গোপিভাব।
নঞান গোচর করা হইলা প্রভাব॥
জগতের জিব পাইল অদ্বৈত কৃপাতে।
অদ্বৈত রসের কর্ত্তা জানিল জগতে॥
আমার সর্বস্ব সিতা অদ্বৈত চরণ॥
মোর প্রাণধন গোরা সচির নন্দন॥
বিনামূল্যে বিকাইনু অচ্যুত চরণে।
বৈষ্ণবের পদধুলি করিয়া ভূষণে॥
সিতা সহিত অদ্বৈতের পাদপদ্মে আশ।
সিতাগুণ কদম্ব রচিল বিষ্ণুদাস॥

সমাপ্ত

ইতি—শ্রীসিতাগুণ কদম্ব সিতাদ্বৈত পরিবার কথা সমাপ্ত॥ • ।

ইতি সন ১১৯৬ তারিখ ভাদ্র রোজ—বৃহস্পতিবার।

স্বাক্ষর—শ্রীগোরাচাঁদ দেবশর্মনঃ
সাং—দুর্গাপুর॥

আলোচ্য গ্রন্থ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীহৃষিকেশ বেদান্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের

বক্তব্য

এই গ্রন্থের সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। আমি ইং ১৯৩৬ সালের জুনমাসে এই গ্রন্থ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ মহাশয়কে দেখিতে দিই। তিনি সাহিত্য পরিষদের তরফ হইতে ইহা নকল করাইয়া লন। ঐ সময়ে তিনি ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদার এম, এ, পি, আর, এস, পি, এইচ, ডি, মহোদয়কে ইহার পাণ্ডুলিপি দেখান। তারপর বিমানবাবুর "চৈতন্য চরিতের উপাদান" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বিমানবাবু উহাতে এই গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে একখানি প্রাচীন পুঁথী হইতে ১১৯৬ সালে নকল করা হইয়াছিল॥ ঐ পুঁথি তিনশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি মনে করেন। বিষ্ণুদাস সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বের লোক কাজেই ইহা বিষ্ণুদাসের রচিত নহে, অপর কেহ ইহা তাহার নাম দিয়া রচনা করিয়াছেন সুতরাং ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কম—ইহাই বিমানবাবুর অভিমত।

সন ১৩৪৬ সালের ৩রা ভাদ্র তারিখে (২০শে আগষ্ট) ১৯৩৯ খৃঃ অব্দে আমি পাটনায় বিমানবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমায় বলেন—"ইহা তিনশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত বলিয়াই আমার ধারণা। তবে যে ব্যক্তি ইহা লিখিয়াছে সে পাকা লোক আটঘাট বাঁধিয়া এ কাজে হাত দিয়াছে।" তিনি আরও বলিলেন যে "শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহোদয়ের মতে এই সকল পুস্তকের উপযোগিতা আছে। চৈতন্য দেব সম্বন্ধে তথ্য নির্ণয় ইহারা সহায়ক না হউক বৈষ্ণব ধর্মমতের ক্রম-বিকাশে ও অন্যান্য ঘটনা নির্ণয়ে ইহাদের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে।

আমি বিমানবাবুর সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমি ইহাকে বিষ্ণুদাসের রচিত বলিয়াই মনে করি। বিমানবাবু ইহার সম্বন্ধে যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, আমি ইহার টীকায় সেগুলি খণ্ডনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য এদিক ওদিক সব গ্রন্থেই আছে। তাই বলিয়া সেগুলিকে জাল বলা চলে না। গ্রন্থসমূহে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয় তাহার চরিতামৃতের শেষে উল্লেখ করিয়াছেন—

"আর সব করচা কর্ত্তা রহে দূর দেশে"

বাস্তবিকই মুরারী গুপ্ত ও কর্ণপুর ছাড়া আর মহাপ্রভুর লীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা নাই।

শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন

জীবনীসহ অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থ

১। নরহরি সরকারের পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—ষাট টাকা। ২। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—ষাট টাকা। ৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীকৃষ্ণলীলা ৩৫৯টি পদ) ভিক্ষা—চল্লিশ টাকা। ৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৯, শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫ পদ) ভিক্ষা—ত্রিশ টাকা। ৫। মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ ঘোষ বাসুদেব ঘোষের পদাবলী, ভিক্ষা—পঁচিশ টাকা। ৬। বলরাম দাসের পদাবলী (১৮৫ পদ) ভিক্ষা—পঞ্চাশ টাকা। ৭। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী (১১ জন পদকর্ত্তার পদাবলী) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা। ৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী (১৬৮ পদ) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা। ৯। গোবিন্দ দাসের পদাবলী, ভিক্ষা—একশত কুড়ি টাকা। ১০। জ্ঞানদাসের পদাবলী, ভিক্ষা—আশি টাকা।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচারমূলক পত্রিকাটিতে ত্রৈমাসিকভাবে আজ ছত্রিশ বৎসর যাবৎ প্রভুত অপ্রকাশিত বৈষ্ণব শাস্ত্র ও গবেষণামূলক তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে। আপনি বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন। প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচারের সহায়ক হউন।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রাচীন পদাবলী ধারাবাহিকভাবে চৌদ্দ বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন।

যোগাযোগ :—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

ফোন নং : ২৫৮৫ ০৭৭৫